প্রথম প্রকাশ :
—মহালয়া, ১৩৬৭
—অক্টোবর, ১৯৬০

প্রকাশক :
তুলিলিপি
৩০/১, অরবিন্দনগর
কলিকাতা-৭০০০৮৩

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের বক্তব্য

কোন পেশাদার বা ব্যবসায়িক নাট্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা অথবা বেতার, দূরদর্শন এবং ছায়াচিত্রে (ফিল্ম) এই নাটকের প্রযোজনা ও প্রচারের পূর্বে প্রকাশকের লিখিত অনুমতি অবশ্যই প্রয়োজন। ভাষান্তর (অনুবাদ) এর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অপেশাদার শৌখীন নাট্যসংস্থা, ক্লাব, গ্রুপথিয়েটারের অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোন বাধা-নিষেধ নাই।

প্রকাশক

—চরিত্র লিপি—

পুরুষ

পুরন্দর (৩০-৬০)
পীতাম্বর (৫০-৬০)
শৈলেন্দ্র (৫০)
গোপাল (২০ ও ৫০)
গণা (২৩/৩০)
ঘনা (১৮/২৫)
জগদীশ (৩০-৫৫)
সুশোভন (৫০)
সমাজপতি (৫০)
গঙ্গাপদ (৪০)
লালমোহন (৩৫/৪০)
জোয়াদ্দার, সমাদ্দার (৬০/৬৫)
রমেশ, উদয়, তবলচি,
ডেকরেটর, ক্যাটারার, রহিম,
মদন, অনন্ত, পথিকদ্বয়,
গ্রামসভা কর্মীদ্বয়, ভজহরি,
বারীন, ডাক্তার

মহিলা

দিব্যময়ী (৭০)
সরোজিনী (৪০)
পরমা (২০-৫০)
শৈলজা (২৫-৫০)
সুধা (৩০/৩৫)
অর্পিতা (২০-২৭)
চন্দনা (২৫)
উৎপলা (৪০)
ললিতা (৫০/৫৫)
মোহিনী (৪০/৪৫)
লালমোহন-পত্নী ও কন্যা (১০)

ক্ষতিপূরণ

(প্রহসন বা ব্যঙ্গ নাটক)

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রহসনবোধক মিউজিক নাটকে বাজবে।

প্রথম দৃশ্য।

ঝাড়গ্রাম-বিহার সীমান্তে মশাগ্রাম পোষ্ট অফিসের কেরাণী পুরন্দর সরখেলের ছন্নছাড়া ঘর। ঘরে একটি হাতলভাঙ্গা চেয়ার, দড়ির খাটিয়ার বিছানা, দড়িতে টাঙানো গামছা কিছু জামাকাপড়, কোণে একটি লণ্ঠন ও অন্য টুকিটাকি জিনিষ।

সময়—ছুটির দিনের বিকেল। পুরন্দর খালিগায়ে লুঙ্গি পরে চেয়ারে বসে বিড়ি টানছে। চেহারা—রোগা, বেঁটে, কালো, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা, চোখ দুটো ট্যারা, সামনের দাঁত উঁচু, গলায় পৈতে। বয়স—৩০ মত।

পুরন্দর—(নিজে নিজেই বক্‌বক্ করছে) শালা এক পয়সায় মাত্র ছয়টা বিড়ি, এক বাণ্ডিল এক আনা। পয়সা জমাতে হলে বিড়ি ছাড়তে হবে। কত কষ্ট করে যে পয়সা জমাচ্ছি।...

(পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে ময়লা শার্টের উপর ততোধিক ময়লা কালো কোট এক বৃদ্ধের প্রবেশ, এক হাতে টিনের স্যুটকেস অন্যহাতে কাপড়ের পুঁটুলি, বগলে পুরোনো কালো ছাতা, মাথায় পাকাচুলে মস্ত বড় টিকি।)

পুরন্দর—(আশ্চর্য হয়ে) একি—বাবা! তুমি হঠাৎ! (উঠে দাঁড়ায় না, বাবাকে সাহায্য করতেও এগিয়ে যায় না—তবে আধপোড়া বিড়িটা জানালা পথে ছুঁড়ে ফেলে।)

বাবা—কি আর করি বল ? (হাতের জিনিষগুলো ঘরের এক কোণে রেখে পরিশ্রান্তভাবে খাটিয়ার উপর বসতে বসতে) পাকিস্তান হয়ে থেকে গ্রামে আর থাকা গেল না। উঃ!

পুরন্দর—(বিরক্তভাবে) পাকিস্তান হল তো কি হয়েছে ? সেখান থেকে সব হিন্দুই কি চলে আসছে ? যারা এসেছে তারা মূর্খ! এই রিফিউজীগুলোই দেশের সর্বনাশ করবে !

বাবা—তা বৈকি ! সেখানে যা সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, বলার না। লতুর (ললিতা) বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলাম না। শেষে সে নিজেই এক কায়স্থ ছেলের সঙ্গে কলকাতায় পালিয়ে গেল. কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে নাকি বিয়েও করেছে। বয়স্থা মেয়ে —বাপ হয়ে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারিনি, দোষ তো আমারই। পোড়া কপাল আমার !

পুরন্দর—ভালোই তো, তোমার খরচ বেঁচে গেছে ! না হলে তোমার ঐ চালকলার পয়সায় বিয়ে দিতেও পারতেনা।…(একটু থেমে) আমি কিন্তু লতুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না—যে বোন এমন কাণ্ড করেছে তার কথা মুখেও আনিনা !

বাবা—সম্পর্ক আমিও রাখিনা ঐ কুলমজানী মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু এক হিসেবে এর জন্য দায়ী তুই।

পুরন্দর—(চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে) তার মানে! কেন ?

বাবা—কেন নয় ? গরীব বাপকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা উপযুক্ত ছেলের কর্ত্তব্য। তুই তা করিস নি।

পুরন্দর—আমার বয়েই গেছে। পুরন্দর সরখেলের টাকা অত সস্তা নয়। (ঘরে পায়চারি করতে করতে) রীতিমত দশটা পাঁচটা হাড়ভাঙা খাটুনি করে তবে পয়সা রোজগার করতে হয়।

বাবা—করিসত পোস্ট অফিসের কেরাণীগিরি, হাড়ভাঙা খাটুনি আবার কিসের ? সে সব করেছি আমি এই পীতাম্বর সরখেল। পরের বাড়ী বাড়ী যজমানী—পুরুতগিরি করা যে কতবড় ঝকমারি

ব্যাপার, কতদিন উপোস করে থাকতে হয়, কত দূরে দূরে শিষ্যবাড়ী দৌড়তে হয়, কাঠফাটা রোদে তেষ্টার জলটুকুও খাওয়া চলে না—সেসব যদি বুঝতিস। এমনি কষ্ট করেই তোদের দু ভাই বোনকে মানুষ করেছি।

পুরন্দর—(দাঁত মুখ খিঁচিয়ে) কি এমন করেছ! জন্ম যখন দিয়েছো এসব ত করতেই হবে। তাও ত দুবেলা পেট পুরে খেতে দাওনি, কম খেয়ে খেয়ে পেটের নাড়ী শুকিয়ে গেছে, এখন যা খাই তাতেই অম্বল আর গ্যাস। এরই আবার বড়াই করছ? হুঁঃ!

পীতাম্বর—(অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে) এমন কথা তুই বলতে পারলি! তুই ত বড় নিমকহারাম। (প্রায় আত্মগত ভাবে) তোদের গর্ভধারিণী ত দুটি ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়েই স্বগ্যে গেল। সেই থেকে আমি একা তোদের দুটিকে পালপোষ করে বড় করে তুললাম। সাত পুরুষের যজমানী পুরুতগিরি, গরীবিটা বংশ পরম্পরা। তারই মধ্যে অনেক আশা নিয়ে নিজে খেয়ে না খেয়ে তোকে স্কুলে পড়ালাম, ক্লাসে দুতিন বছর ফেল করেও একদিন ম্যাট্রিক পাশ করলি। তিনচার বছর ঘোরাঘুরি করেও একটা চাকরি জোটাতে পারলি না, শেষে আমিই এক যজমানকে ধরে মশাগ্রাম পোস্টঅফিসের এই চাকরিটা জুটিয়ে দিলাম। (রেগে) আর তুই এমনই স্বার্থপর যে ছ'সাত বছর হল এখানে এসে থেকে একবার বাপের, বোনের খবরটুকু নিস না, একটা পয়সা পাঠিয়েও বুড়ো বাপকে সাহায্য করিস নি। কি সন্তানভাগ্যই না করেছিলাম, একজন মনে দাগা দিয়ে ঘর ছাড়ল আর একজন বুড়ো বয়সে মরলাম না বাঁচলাম সে খবরটুকুও নেয় না। ও-হো-হো-হো (পীতাম্বর বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে)।

পুরন্দর—(একটুও নরম না হয়ে) এখন আমিও নেই লতুও নেই—

তোমার বোঝা একেবারেই হাল্কা। ওখানে বেশ ত ছিলে যজমানের চালকলা নিয়ে। এখানে মরতে এলে কেন? (স্বগত)—আমার এত কষ্টের টাকায় ভাগ বসাতে এসেছে!

পীতাম্বর—(তিক্ত কণ্ঠে) এসেছি কি আর সাধ করে তোর লাথি ঝাঁটা খেতে! (একটু থেমে অসহায়ভাবে) চোরহাট গ্রামে ত আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও ছিল না। বড় যজমান দত্তবাবুর দেওয়া কুঁড়ে ঘরেই চিরকাল কেটে গেল। আমার বয়স এখন পঞ্চাশের উপর, নানা ব্যারামে শরীর প্রায় অচল। এদিকে লতু ঘর ছেড়ে গেল—আমাকে দেখার কেউ নেই। ওদিকে পাকিস্তান হয়ে গিয়ে দত্তবাবু বাড়ীঘর বেচে হিন্দুস্থানে চলে আসছে—ফলে নিরাপদ অশ্রয়টুকুও আমার গেল। এই বৃদ্ধ বয়েসে আমি আর কোথায় যাবো! তাই তোর কাছেই এলাম, পুরো।...

পুরন্দর—এখানেই কি তোমার বাপের ভিটে আছে না আমার বাপের ভিটে আছে যে মাথা গুঁজতে এসেছো? থাকি তো মাত্র দশ টাকা ভাড়ার এই একটা ভাঙাচোরা ঘরে, নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাই।

পীতাম্বর—দ্যাখ পুরো, তুই বড় দুর্মুখ। এমন নির্বিবাদে বাপ-ঠাকুর্দাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছিস! তোর কি বিবেক বলে কিছু নেই? এসে থেকে বাপ বলে প্রণামটা পর্যন্ত করলি না!

পুরন্দর—রাখো তোমার বিবেক! আমার কাছে টাকা ছাড়া আর সব কিছু ফাঁকা। হ্যাঃ!

পীতাম্বর—এত টাকা টাকা করলে লোকে অর্থপিশাচ বলবে—লোকের কাছে মান সম্ভ্রম থাকে না। পূজারী বামুনের বংশ আমাদের, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন আর চালকলার বিনিময়ে আমরা চিরকাল গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় পূজাআর্চা করে এসেছি। নিজেরা গরীব থেকেও অর্থ কামনায় অমানুষ হইনি। শাস্ত্রে বলেছে—অর্থম্ অনর্থম্।...

পুরন্দর—থাক, থাক, এই বুড়ো বয়েসে আমাকে আর জ্ঞান দিতে এসো না। বেশী পরের মঙ্গল করতে গিয়ে ত ছেলে মেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রেখেছো। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) এসে ঘাড়ে ত চাপলে, কে তোমার দেখাশোনা করবে, কে তোমার বারোমেসে অসুখের চিকিচ্ছে ওষুধ পত্তর সেবা যত্ন করবে? (হাত দুটো গৌরাঙ্গ ভঙ্গীতে মাথার উপর তুলে নাড়াতে নাড়াতে) পারবো না—আমি পারবো না বুড়ো অথর্ব বাপকে সারাজীবন ধরে টানতে।

পীতাম্বর—এত নির্দয় হোসনে, বাবা। শোন, আমি একটা কথা বলি। আমি যখন এসে পড়েছি, এবার তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করি, টুকটুকে একটা বউ ঘরে আনি। তুই সুখে ঘর-সংসার কর। আমার দেখাশোনা যা করার বৌমা-ই করবে। তুই সুখী হ, আমিও একটু শান্তিতে থাকি।

পুরন্দর—(বিয়ে বৌ এ সব শুনে একটু নরম হয়ে ট্যারা চোখ দুটো বড় বড় করে ভাবতে লাগল) বাঃ বেশ কথা বলেছে ত। ছ সাত বছর ধরে টাকা জমাচ্ছি একটা সংসার পাতার আশায়। কিন্তু আমার এই চেহারার দিকে কোন মেয়েই ফিরে তাকায় না। এখন বাপের চেষ্টায় যদি একটা বৌ জোটানো যায়, মন্দ কি? (প্রকাশ্যে—হঠাৎই সুপুত্রের মত বাবার পায়ের ধুলো নিতে নিতে) ছাখো বাবা, আমার এখন বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই ছিল না। তবে তুমি যখন বলছো, ছাখো চেষ্টা করে। হাজার হোক তুমি আমার বাবা—তোমার কথার অবাধ্য ত হোতে পারিনে।

পীতাম্বর—(ফোকলা দাঁতে হেসে) এই ত আমার উপযুক্ত ছেলের মত কথা। কাল থেকেই আমি লেগে পড়ছি।

পুরন্দর—শোনো বাবা, আগে থাকতে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। মেয়ে কালো হোক কুচ্ছিত হোক কানা হোক খোঁড়া হোক আমার কিছুতে আপত্তি নেই। তবে এই বিয়েতে

দশভরি সোনার গয়না আর পাঁচ হাজার টাকা নগদ আমার চাই-ই চাই—এতটুকু কম হলে চলবে না। মনে থাকে যেন।

পীতাম্বর—তাই হবে, বাবা, তাই হবে। ছেলে আমার সরকারি চাকুরে—এমন সুপাত্র কি সবাই পায়! নে বাবা, এখানে তোর কুয়ো না কল কোথায় দেখিয়ে দে, হাত পা ধুয়ে আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের যোগাড় করি।

পুরন্দর—(ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়েছে—লণ্ঠন জ্বালতে জ্বালতে) হ্যাঁ চল। (স্বগত) এখন ত কর্যোদ্ধার হোক, বিয়ের পর সময় বুঝে বাপের একটা ব্যবস্থা করা যাবে। (লণ্ঠন হাতে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইছামতী নদীর তীরে শ্রীপুর গ্রামে এককালের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ শৈলেন্দ্রনাথ রায়ের গৃহের অন্দর মহল। সময় অপরাহ্ন। ঝি-মোহিনী ভিতরের বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। বিধবা কর্ত্রী দিব্যময়ী দেবীর প্রবেশ।

দিব্যময়ী—অ মোহিনী, এখানে এই তক্তপোষটায় একটা মাতুর পেতে দাও ত, বাইরের হাওয়ায় একটু বসি।

মোহিনী—দিচ্ছি, কত্তামা।

(নেপথ্যে)—আমি মাতুর পেতে দিচ্ছি মা।

(মাতুর হাতে পুত্রবধু সরোজিনী দেবীর প্রবেশ)।

মোহিনী—ঐত বৌদি এসেছে মাতুর নিয়ে। আমি যাই রান্না ঘরের কাজে। (প্রস্থান)

দিব্যময়ী—(মাতুরে বসতে বসতে) বোস বৌমা, তুমিও বোস। শৈল কি স্কুল থেকে ফিরেছে?

সরোজিনী—হ্যাঁ মা। জলখাবার খেয়ে বাইরের বৈঠকখানা ঘরে বসেছেন। (মাতুরের এক কোণে বসল)।

(ব্যস্তভাবে কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র গোপালের প্রবেশ)

গোপাল—মা, আজ একটা খেলা আছে, আমি যাচ্ছি।

দিব্য—নাতির দেখি কেবল খেলা আর কবিতা লেখা, ঠিক ঠাকুর্দার স্বভাব পেয়েছে আমার গোপাল দাদুভাই।

গোপাল—কলেজের পড়াশুনায় ফাঁকি দিই না কিন্তু তাই বলে। চলি কর্ত্রী মা। (প্রস্থান)

দিব্য—আয়, দেখিস হাত পা ভাঙে না যেন। পরী কোথায়, সে মুখপুড়িকে ত দেখছিনে।

সরোজিনী—(মনের বিরক্তি চেপে) এই ত, বাপ বাড়ী ফেরার একটু আগেই বেরুলো কোন এক বন্ধুর বাড়ী যাবে বলে।

দিব্যময়ী—এই উড়নচণ্ডী মেয়েকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। একদণ্ড ঘরে থাকতে চায় না। ছোটবেলা থেকে সকলের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি কাড়াকাড়ি এই সব ছিল তার নিত্য সঙ্গী। এখন স্কুলে পড়াশুনার দিকে মন নেই কেবল হ্যাকো ফষ্টিনষ্টি, সিনেমার গল্প, আর সিনেমার গান। দু দুবার ম্যাট্রিকে ফেল করে আবার ত পরীক্ষা দিল, এবার কি হয় কে জানে। এ মেয়েকে আর না পড়িয়ে বিয়ে দেয়া দরকার এখনই।

সরোজিনী—কতবার ত মেয়ে দেখানো হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব পাত্র-পক্ষই পিছিয়ে গেল। না হলে চেষ্টার ত কোন ত্রুটি করা হচ্ছে না। অন্য দু মেয়ের বেলায় কিন্তু কোন ঝামেলাই হয়নি।

দিব্যময়ী—সে ত ঠিক কথাই। বড় কমলা ও মেজো শৈলজার বলতে গেলে এক কথায় বিয়ে ঠিক হল, বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু এই ছোটটির বেলায় সকলের ভোগান্তি আছে। আর মেয়েটিও হয়েছে যেমন জেদী, একরোখা, পাড়াকুঁদুলী তেমনি সাজুনী আর নাচুনী। এদিকে বয়েস ত কুড়ি ছুঁতে চলল।

(প্রায় নাচতে নাচতে পরীর প্রবেশ। নাম পরমা—বাহারি শাড়ী আঁটসাঁট করে পরা, মাথার চুল খাটো, কপালের সামনে একগোছা

চুল কায়দা করে ঝোলানো. ঠোঁটে লিপষ্টিক, বাঁ হাতের নখে নেইল পালিশ। মুখে চটুল হিন্দী গানের গুনগুনানী)

পরমা—(গান)—দিল্ তেরা, দিল মেরা···

দিব্যময়ী—এই যে এলেন নাচুনী পরী ! এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে, কোথায় সারাদিন ঘুরে বেড়াস ? মেয়েমানুষ কি পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে বেড়ায় ? একদণ্ড ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না ?

পরমা—(পায়ের চটি জোড়া বারান্দাব এক কোণে ছুঁড়ে দিতে দিতে) গিয়েছিলাম অলকাদের বাড়িতে, অমলদা নতুন হিন্দী গানের রেকর্ড এনেছে—শুনে এলাম। দিল্ তেরা···(গান)

দিব্যময়ী—হ্যাঁ, কেবল ঐ কর। সারাদিন অমলদা কমলদা নিয়ে নেচে বেড়াস, লজ্জা করে না ? সারা গাঁয়ে যে চি-চি পড়ে গেল !

পরমা—পড়ুক—আমি ডোণ্ট কেয়ার। পরীক্ষা হয়েই গেছে, এখন যতখুসি ঘুরবো বেড়াবো গান করবো। দিল মেরা (গান)

দিব্য—ঐ করলেই চলবে—বিয়ে হবে না ? শ্বশুরঘর করতে হবেনা ?

পরমা—ঘরের কাজ দুদিন করলেই শেখা হয়ে যায়, সেকি কোন কঠিন কাজ ? তা ছাড়া আমি বিয়েই করব না—আমি ফিল্ম ষ্টার হব।

দিব্যময়ী—শোনো কথা। যে ত রূপের ছিরি, মাথায় নেই চুল—যাবে ফিল্মি নাচতে ! দাঁড়া, এমন বরের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব যে তোকে দাঁতের নীচে দাবিয়ে রাখবে, তখন বুঝবি।

পরমা—আমিও নোড়া দিয়ে তার দাঁতের গোড়া ভেঙে দেব, আমাকে ত চেনে না। যাই বাবা, ছাদে যাই—এখানে থাকলেই বুড়ীর কচ্‌কচি শুনতে হবে। ছাদ থেকে রাস্তা দেখা যায়, কত লোকজন গাড়ী ঘোড়া রিক্সা চলে—দূরে ইছামতী নদী দেখা যায়। দিল্ তেরা··· (নাচতে নাচতে প্রস্থান)।

দিব্যময়ী—এ যে কি মেয়ে হল ! কে ওকে বিয়ে করবে !

সরোজিনী—দেখলেন ত মা, এ মেয়ে আপনাকেও একটু গ্রাহ্য করে না। আমার কথা ত গেরাহ্যিই করে না। এক ভয় পায় বাপকে, কিন্তু তাঁর আর এত অবসর কোথায় ? স্কুল ক্লাব লাইব্রেরী পরোপকার এই সবেই···

দিব্যময়ী—হ্যাঁ, ঐ পরোপকার করেইত আমরা অর্ধেক সম্পত্তি পাকিস্তান থেকে আসা দূর-নিকট আত্মীয়দের প্রায় বিলিয়েই দিলাম। কিছু লোককে যে আশ্রয় দিতে পারলাম সে ত ভালই। কিন্তু এখন আমাদের কি অবস্থা ? কর্তার আমলে যা ছিল সে এখন কল্পনার বিষয়। শুধু এই বাড়ীখানিই আছে সে আমলের সাক্ষী হয়ে। ঘরে আর কি আছে—এই মেয়েকে পার করতে যে অনেক টাকা ঢালতে হবে তাই বা আসবে কোত্থেকে ?

সরোজিনী—(হঠাৎ ব্যস্তভাবে) বাইরে ঠাকুরঝির গলা শুনতে পাচ্ছি যেন। (মাথার কাপড় কপাল অবধি টেনে নামায়)

দিব্যময়ী—ওমা, তাই নাকি ! উৎপলা আবার কখন এল ?

(হুড়মুড় করে উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা—মা, কেমন আছো ? (প্রণাম)

দিব্যময়ী—এই এক রকম। জামাই আসেনি ? জামাই কেমন আছে ? ছেলে মেয়েরা কেমন আছে ? তারপর এমন অবেলায় এলি যে, কি ব্যাপার ? সঙ্গে কেউ আসেনি ?

উৎপলা—(অভিমানের সুরে) বাপের বাড়ী আসবো তাতে বেলা আব অবেলা কি ? একটা কাজের কথা আছে। (সরোজিনীর দিকে ফিরে তাকে প্রণাম করতে করতে) তাবপর বৌদি, কেমন আছো ?

সরোজিনী—এই আছি আর কি ঠাকুরঝি। কতদিন পরে দেখা—দু-বছর তিন বছরে একবার। আপনাদের বাগবাজারের বাড়ীতে ত আমাদের যাওয়াই হয়না—সেই প্রায় কুড়ি বছর আগে আপনার ননদের বিয়েতে যে যাওয়া হয়েছিল। আপনার ননদ-ননদাইয়ের খবর কি ?

উৎপলা—(ননদের প্রসঙ্গ—বৌরা খুসি হয় না। ঠোঁট উল্টে) ভালই আছে তাদের শোভাবাজারের বাড়ীতে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে—জানো বৌদি, ওদের মাত্র পনের বছরের ছেলে চয়ন, এই বয়েসেই কি ভীষণ চালবাজ হয়েছে। (ননদের নিন্দে হল, এবার নিজে ননদগিরি ফলাতে হয়, বলল) গরীবের বাড়ীতে আর যাবে কেন? কুড়ি বছর আগে একবার, আর এই কুড়ি বছরে এবার নিয়ে না হোক দশবার এলুম। তুমি ত শ্রীপুর গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না—এখানে কী এমন মধু আছে? (বেশ একটু খোঁচা দেওয়া হল)।

সরোজিনী—সত্যি শ্রীপুর আমার খুব ভাল লাগে। তবে মধু যা তা সব বাগবাজারেই (সরোজিনী মুচকি হাসে)।

দিব্যময়ী—থাক ও সব রঙ্গরসের কথা। কি জন্য এসেছিস বলছিলি যেন উৎপলা?

উৎপলা—হ্যাঁ, বলছিলুম এই পরীর কথা। পরী কোথায়?

দিব্যময়ী—(সাগ্রহে) আছে, আছে, এই ত একটু আগে ছাদে গেল। তা হ্যাঁ, পরীর কথা কি বলছিস? (সরেজিনীরও উৎসুক দৃষ্টি)।

উৎপলা—বলছিলুম, তোমরা পরীর বিয়ে বিয়ে করে উতলা হয়ে উঠেছো, আমিও কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

দিব্যময়ী—সে ত ঠিক কথাই। তুই ছোটবেলায় ওকে দেখে বলতিস—এ মেয়ের খুব বুদ্ধিসুদ্ধি হবে, ডাক্তার প্রফেসর হবে, ওর পরমা নামটিও তোরই দেয়া। এখন সেই বুদ্ধিমতী দুবার ম্যাট্রিকে ফেল করে তিন বারের পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে, আর সারা গাঁ-গঞ্জ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এইমাত্র আবার বলে গেল ফিলমি ইষ্টার না কি যেন হবে।

উৎপলা—সেই জন্যই ত উঠেপড়ে লেগে ওর একটা ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এনেছি। ছেলে ঝাড়গ্রামের কাছে মশাগ্রাম পোষ্ট অফিসে

কাজ করে, সরকারি চাকরি—নাম পুরন্দর সরখেল। তার বাপ সাত পুরুষের পুরুত পীতাম্বর সরখেলকে ত একেবারে সঙ্গে নিয়ে এয়েছি। আজই কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেলব।

দিব্যময়ী—ওমা, সে কি! সে ভদ্রলোককে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এয়েছিস না কি? (ব্যস্তভাব)।

উৎপলা—না, না, তিনি এখন বাইরের ঘরে দাদার সঙ্গে কথা বলছেন। কি বৌদি, সেবারে বলেছিলুম না পরীর বিয়ের ব্যবস্থা আমি করবই। এবার ছ্যাকো। (সরোজিনী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করল)

দিব্যময়ী—তা হ্যাঁরে, মেয়ে দেখবে ত?

উৎপলা—তা একটু দেখবে বৈকি, তবে নামকাওয়াস্তে। বলেছে —দাবীদাওয়ায় না আটকালে কোন মেয়েতেই আটকাবে না।

দিব্যময়ী—কি রকম দাবী-দাওয়া? (সরোজিনীর শঙ্কিত দৃষ্টি)।

উৎপলা—দশ ভরি সোনার গয়না আর পাঁচ হাজার টাকা নগদ।

দিব্যময়ী—(মাথায় হাত দিয়ে) দ-শ ভরি—পাঁ-চ হাজার! আমাদের এখনকার অবস্থার কথা ত তুই জানিস উৎপলা।

উৎপলা—ছ্যাকো মা, আপত্তি কোরো না। এখনকার বাজারে যে কোন মেয়ের বিয়েতে ঐ রকমই লাগে। একটু কষ্ট হলেও এতে রাজী হওয়াই ভাল। তুমি কি বল বৌদি?

সরোজিনী—(শাশুড়ীর দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে) যদি আর কিছুতে না আটকায় তবে ঠাকুরঝির কথা মেনে নেয়াই ভাল, মা। আপনি কি বলেন?

দিব্যময়ী—আচ্ছা, তা না হয় হল। কিন্তু ছেলেটি দেখতে শুনতে কেমন, তার স্বভাব চরিত্র······।

উৎপলা—আঃ মা, তুমি যে কি! ছেলে ত ছেলেই, তার আবার দেখার কি আছে? রীতিমত সরকারী চাকরি করে যেমন তোমার আর দুই নাতজামাই করে।

[শৈলেন্দ্রনাথের প্রবেশ—সরোজিনীর মাথার ঘোমটা

নাক অবধি নেমে এল ও শাশুড়ীর পিছনে সরে গেল।

শৈলেন্দ্রর স্বাস্থ্যবান চেহারা—বয়স—৪৫/৫০]

শৈলেন্দ্র—মা, উৎপলা পরমার জন্য একটি সম্বন্ধ এনেছে, ছেলের বাবার সঙ্গে কথা হল, তিনি এখন বাইরের ঘরে বিশ্রাম করছেন। দেনাপাওনার কথা উৎপলার কাছে শুনেছো নিশ্চয়ই। তোমাদের এ ব্যাপারে কি মত ?

দিব্যময়ী—হ্যাঁ বাবা, আমরা ভেবে দেখলাম ঐ দাবীদাওয়া মেনে নেয়াই ভাল—আর যখন কোন উপায় নেই।

শৈলেন্দ্র—বেশ, আমি তবে ছেলের বাবাকে এখানে নিয়ে আসি, তোমরাও এদিকে প্রস্তুত হও। (চিন্তিতভাবে প্রস্থান)।

দিব্যময়ী—(ব্যস্ত হয়ে) উৎপলা, যা তো, ছুঁড়ীকে ছাদ থেকে নামিয়ে একটু ভদ্রস্থ করে নিয়ে আয়। বৌমা, ভাবী কুটুম্বের জন্য জলখাবার—মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা কর। আমি যাই একখানি গরদ পরে আসি।

(ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম। সকলের প্রস্থান। সাময়িকভাবে মঞ্চ ফাঁকা। একটু পরে ঝি মোহিনী এসে বসার মাদুরটিকে ঝেড়ে আবার নতুন করে পাতে। পীতাম্বরকে সঙ্গে নিয়ে শৈলেন্দ্রনাথের প্রবেশ)। (মোহিনীর প্রস্থান)।

শৈলেন্দ্র—আসুন সরখেল মশাই, এই তক্তপোষটিতে বসুন।

পীতাম্বর—(জমিয়ে বসতে বসতে) হ্যাঁ, আপনিও বসুন রায় মশাই।

শৈলেন্দ্র—হ্যাঁ, এই যে। (মাকে উদ্দেশ্য করে) মা, ও মা, মা-গো।

দিব্য—(নেপথ্যে) আসছি বাবা। (প্রবেশ—পীতাম্বরকে) নমস্কার।

পীতাম্বর—প্রণাম মা জননী, প্রণাম। আমি আপনার সন্তানতুল্য, আমাকে নমস্কার করে অপরাধী করবেন না।

দিব্য—না, না—সে কি কথা! আমাদের কন্যাদায়—আমাদেরই উচিৎ গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করা। সেদিক থেকে ত্রুটি হয়ে গেল।

পীতাম্বর—(বিগলিত হাসি) না, না—সে কিছু নয়। আপনার কন্যা উৎপলাদেবী প্রথামত প্রস্তাব তুলেছেন, তাঁর কথাতেই বিবাহের কথা বলতে এসেছি আপনার শ্রীচরণে। (স্বগত) বিনয়ে বড়লোক যজমানকে তুষ্ট করতে অভ্যস্ত। দু বছর ধরে নাহোক বিশ-পঁচিশ জায়গায় ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছি —বেশীর ভাগ টাকা গয়নার দাবী শুনে পিছিয়ে গেছে, বাকিরা ঘর-বর দেখে নিরুৎসাহ দেখিয়েছে। এরা দেখছি বনেদী ঘর—দেবে থোবে ভাল নিশ্চয়ই। একটু বেশী বিনয় দেখিয়ে বশ করতে হবে।

শৈলেন্দ্র—কিছু বলছিলেন? (পীতাম্বর মাথা নাড়েন) কথাবার্ত্তা ত মোটামুটি হয়েছে—এবার তবে মেয়ে দেখুন।

পীতাম্বর—(স্বগত) মনে হয় টাকা গয়নার দাবীতে রাজী আছে। (প্রকাশ্যে) না, তা, ইয়ে—মেয়ে আর কি দেখব? তার হাত পা মাথা-মুণ্ডু সবই থাকবে—দেখার আর কি আছে?

(পরমাকে সঙ্গে করে উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা—(পরমাকে পীতাম্বরের দিকে ঠেলে দিয়ে) যা, প্রণাম কর। (পরমা কোন রকমে একটা প্রণাম সেরে উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ায়—তারই মধ্যে সিনেমার নায়িকার পোজের একটুখানি ছোঁয়া থাকে)।

উৎপলা—(চাপা ধমকের সুরে) বাবা, ঠাকুমাকেও প্রণাম কর, কোন গুরুজনকে প্রণাম করলে উপস্থিত সব গুরুজনকেই করতে হয়। (পরমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালন করতে থাকে)

পীতাম্বর—(ব্যাপারটা লক্ষ্য করে) ওসব কিছু নয়, সময়ে সব শিখবে। এখন ত এরা প্রায় শিশু—অমৃতং বালভাষিতং—শাস্ত্রে বলেছে—শিশুদের কোন দোষ হয় না। মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে —মা আমার যেন একাধারে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। নামটিও বেশ ভাল—পরমা—যেন পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি। যাও মা, ঘরে যাও। (পরমার দ্রুত প্রস্থান)

দিব্যময়ী—তা হলে মেয়ে পছন্দ ত?

পীতাম্বর—কি যে বলেন মা-জননী। যত মেয়ে দেখেছি এমনটি আর কাউকে দেখিনি। আরো একটা কথা। আপনার পুত্র রায় মশাইএর কাছে কন্যার জন্ম পত্রিকা দেখে মনে হচ্ছে আমার ছেলের সঙ্গে রাজযোটকের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—এ বিবাহ প্রজাপতি নির্বন্ধ। বিধির বিধানে পূর্ব নির্দিষ্ট। (স্বগত) যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট—এখন দেখা যাক কি হয়। আর পারি না!

(জলখাবারের পাত্র হাতে ঘোমটা মাথায়
সরোজিনীর প্রবেশ)

দিব্যময়ী—আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। নিন বাবা, একটু মিষ্টি মুখ করুন। আজকের রাতটি কিন্তু গরীবের কুটীরে দুটি অন্ন গ্রহণ করে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে……

পীতাম্বর—(মিষ্টি খেতে খেতে) সে আর বলতে? এ আমার পরম সৌভাগ্য। (স্বগত) নিজের অন্ন আর কবে খেলাম, চিরকালত পরান্নেই কেটে গেল।

শৈলেন্দ্র—(পীতাম্বরের মিষ্টিমুখ করা শেষ হতে) আসুন সরখেল মশাই, আপনি পাশের ঘরে ততক্ষণ আরাম করুন, আমরাও এদিকে কিছু দরকারি আলোচনা সেরে নিই।

পীতাম্বর—বেশ, বেশ, তাই চলুন। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

দিব্যময়ী—নাচুনী মেয়ে কি বলে?

(এই সময় পরমাকে দরজার আড়ালে দেখা যায় হাতে কপালের চুলের গোছাটি পাকাচ্ছে আর মনযোগ দিয়ে সব কথা শুনছে)

উৎপলা—সে আমি ওকে সব খুলে বলেছি। তেমন আপত্তি ত দেখলুম না। বলেছে—তোমরা যখন বিয়ে দেবেই ঠিক করেছো তখন আমার মতামত চাইছো কেন—আর টাকা গয়না যা চেয়েছে, বিয়ে দিতে গেলে সে সব ত দিতেই হয়।

দিব্যময়ী—ছেলের পক্ষের যা বায়না এ মেয়েরও দেখি সেই এক রা।

সত্যি রাজযোটক। পুরুত পণ্ডিতটি দেখি ঠিকই বলেছে—একেবারে বিধি-নির্দিষ্ট, ভগবান যেন দুটিকে এক ছাঁচে গড়েছে। বিধির বিধান খণ্ডায় কে?

(শৈলেন্দ্রর প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র—মা, তবে এখানেই কি বিয়ে ঠিক করা হবে?

দিব্যময়ী—অগত্যা! মেয়েরও যখন অমত নেই তখন এখানেই সম্বন্ধ পাকা কর; পুরুত-পণ্ডিতকে বলে দে। এও বলবি—আমরা মেয়ে তুলে বিয়ে দেব, বিয়ে হবে বাগবাজারে উৎপলার বাড়ী থেকে। গাঁয়ে মেয়ের যা সুনাম কে কবে ভাংচি দেয় কিম্বা বিয়ের আসরে বখাটে ছেলেরা কি উৎপাত করে ঠিক কি? কি বল বৌমা?

সরোজিনী—(ঘোমটার মধ্য থেকে) হ্যাঁ, মা।

শৈলেন্দ্র—ঠিক আছে। (চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

(পর মুহূর্তে ঝড়ের বেগে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল—মা, মা—মোহিনীপিসির মুখে শুনলাম পরীর নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেল? (দরজার আড়ালে দেখতে পেয়ে) এই পরী, তুই তাহলে তরে গেলি! (এতক্ষণে সবার নজর গিয়ে পড়ল দরজার আড়ালে পরীর উপর—চোখে,মুখে তার খুসির ঝিলিক)।

তৃতীয় দৃশ্য

বিয়ে বাড়ী—বাগবাজারে উৎপলার শ্বশুরবাড়ী। মঞ্চের এক অংশে—বরসহ বরযাত্রী চার-পাঁচজন, পীতাম্বর প্রভৃতি—সাজ-গোজ চলছে। মঞ্চের অপর অংশ দিয়ে বিয়ে বাড়ীর লোকজন ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। নেপথ্যে সানাই বেজে চলেছে।

প্রথম বরযাত্রী—এই তিলু, তোর মনে আছে না, স্কুলে পড়া না পারার জন্য প্রায় রোজই পুরন্দর বেত বকুনি খেতো? তাইতে আমরা

ওকে ক্যাবলা পুরন্দর বলতাম।

তিলু (ত্রিলোচন)—সে আর বলতে। তাছাড়া আর এক গুণ ছিল ওর, ক্লাসের ছেলেদের জিনিষ হাতানো। এই ত রতন, বলনা সেবারে তোর টিফিনের পয়সা চুরি করাতে কি কাণ্ডটাই হল।

রতন—শেষে ধরা পড়ে পয়সা ত ফেরৎ দিলই, সঙ্গে মাষ্টারের হাতে পাঁচ ঘা বেত। কিরে ক্যাবলা, মনে আছে না?

(পুরন্দরের দাঁত বের করে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি)

হারু—আর একবার? আমার দাদা নাকি আমাকে বোকা বলেছে—বলেছিল পুরো। আমি তাই নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে দাদার হাতে কি মারটাই খেলাম। তখন একটু বোকা ছিলাম ত। তুই ত সে সময় আমাকে বাঁচালি, তাই না বিলু?

বিলু (১ম বরযাত্রী)—ওঃ দুই ভাইতে সে কি মারামারি জাপটা-জাপটি। এখনও সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে। তবে হারু কিন্তু এখনও বোকাই আছে আর পুরন্দরও সেই ক্যাবলা।

(পুরন্দর ট্যারা চোখে চেয়ে দাঁত বের করে হেসেই চলেছে)।

তিলু—তখন পুরোর কত নাম ছিল, ট্যারা, ক্যাবলা, চোর, নারদ।

(শাঁখ বরণডালা ইত্যাদি নিয়ে একদল মহিলার প্রবেশ—তার মধ্যে সরোজিনী ও উৎপলাকে চেনা যায়। একটি অল্পবয়সী সুন্দরী বৌ (কনের মেজদি শৈলজা) বিশেষভাবে সবার নজরে পড়ে। নিয়মমত বরণের কাজ সেরে তারা চলে যায়। দু-একজন মহিলা পুরন্দরের ট্যারা চোখের দিকে বারবার ইঙ্গিত—ইশারা করে ও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে নিষ্ক্রান্ত হয়)।

বিলু—(মহিলারা চলে যেতেই পুরন্দরের পিঠে একটি বিরাশী সিক্কা হাঁকিয়ে) বরণ হয়ে গেল—নে ক্যাবলা, এবার ঝুলে পড়্।

রতন—হায় হায়! ক্যাবলা পুরন্দরটারও বিয়ে হচ্ছে, আমার আজও হল না।

পুরন্দর—(বন্ধুদের কথায় একনাগাড়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে

—এক সময় আড়ালে) বাবা, এই সময় ভিতরে গিয়ে কনে সাজানোর আগেই গয়নাগুলোর ওজন ভাল করে দেখে আর নগদ পাঁচ হাজার টাকা গুণে নাও। বিয়ে হয়ে গেলে তখন যদি দিতে গণ্ডগোল করে ?

পীতাম্বর—আচ্ছা, আচ্ছা—এই যে যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

তিলু—(এই সুযোগে আয়েস করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে) বিয়ের কনেটি নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে।

হারু—তুই কি করে জানলি তিলু ?

তিলু—আমার নাম ত্রিলোচন, আমার একটি তৃতীয় নয়ন আছে—ইন্‌টুইশন—তাই দিয়ে জানতে পারি বুঝলি হাঁদা হারু।

হারু—ভ্যাট্, বাজে কথা ! বল না কি করে বুঝলি ? নিশ্চয়ই আন্দাজে ঢিল মারছিস !

তিলু—এসব বোঝা তোর মত বোকা আর পুরোর মত ক্যাবলার কম্ম নয়। একটা অল্পবয়সী সুন্দরী বৌ এসেছিল দেখেছিস ত, সে হল কনের মেজদি। আর কনের নামটি ত জানিস, পরমা—পরী, অতএব পরীর মত সুন্দরী হতে বাধ্য।

হারু—ধেৎ, সবটাই বানানো। …কি জানি হতেও বা পারে।

তিলু—বুঝেছিস তাহলে ! বোকারা বোঝেও না, জেরাও করে বেশী। (একমনে সিগারেট টানে)।

বিলু—সালা ক্যাবলা পুরন্দরটার ভাগ্য দেখে ঈর্ষা হচ্ছে মাইরি—অর্ধেক রাজত্ব সঙ্গে রাজকন্যে বা পরী। আমার বৌটি ত একটা খেঁদীবুঁচী। (পুরন্দরকে) দেখিস সালা তোর পরী যেন ডানা মেলে উড়ে না যায়।

(পুরন্দর একটানা দাঁত বের করে ক্যাবলার মত হাসতেই থাকে)

(শৈলেন্দ্র, ছেলে গোপাল, মেজোজামাই জগদীশ (২৮/৩০) ও পীতাম্বরের প্রবেশ।) (ত্রিলোচন সিগারেট লুকোয়)

শৈলেন্দ্র—(অসন্তুষ্টভাব গোপন করে গম্ভীরভাবে) বরপণের সব টাকা

ঠিক ঠিক গুণে পেয়েছেন ত, জুয়েলারীর হিসেবও আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এবার অনুমতি করুন বরকে বিয়ের আসরে নিয়ে যাবার...

পীতাম্বর—(গদগদভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেসব ঠিক আছে—আপনাদের মত সজ্জন কি আর কথার খেলাপ করেন? (স্বগত—এই অর্থপিশাচ ছেলেটার জন্যই ভদ্রসমাজে মানসম্মান রাখা দায়!) বাবা তিলু, তোমরা সবাই বরকে নিয়ে বিয়ের আসরে চলো।

(বরকে আপ্যায়ন করে সকলের প্রস্থান। মঞ্চ ফাঁকা। নেপথ্যে শঙ্খ-উলুধ্বনি। একটু পরে দিব্যময়ীর প্রবেশ।)

দিব্যময়ী—(এদিক ওদিক চেয়ে গোপন কথা বলার ঢঙে) ভেবেছিলাম নাতজামাইয়ের সঙ্গে আমিই আগে শুভদৃষ্টি সেরে নেব, কিন্তু পুরন্দর-বাবাজী সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত ট্যারা চোখে কোনদিকে কার পানে চেয়ে আছে বোঝা দায়! হাসলে মনে হয় যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে!

(মেজো মেয়ে শৈলজার (২০/২২) প্রবেশ।)

শৈলজা—ও কর্ত্তামা, বিয়ের আসর থেকে উঠে এলে যে? নাতজামাই পছন্দ হয়নি বুঝি? আমারও যেন কেমন কেমন লাগছে।

দিব্যময়ী—সেই কথাই তো ভাবছিলাম...(সরোজিনীর প্রবেশ), এই যে বৌমা, জামাই কেমন দেখলে?

সরোজিনী—(আশাভঙ্গের সুরে) দেখতে যেমনই হোক, কিন্তু বিয়েতে বসার আগেই বাপ-বেটায় যেভাবে গয়না-টাকা পরখ করে, কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিল—মনে হচ্ছে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলা হল। পরীর কপালে দুঃখ আছে।

উৎপলা—(হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করে) এই যে বৌদি, অ শৈল, তোমরা সব এখানে! ওদিকে মেয়ে-জামাইকে বাসরে নেবার ব্যবস্থা...

দিব্যময়ী—(বাধা দিয়ে) হ্যাঁরে পলা (উৎপলা), এ কেমন জামাই হোল, রূপেগুণে সবেতেই যেন কাত্তিক!

উৎপলা—(আত্মপক্ষ সমর্থন) আমিই কি আগে দেখেছি নাকি ? আর মেয়েই বা আমাদের কি এমন ডানাকাটা পরী ? ও সব রূপ-গুণের বিচার করে এখন আর কী হবে…

শৈলজা—না পিসি, রূপ যাই হোক, টাকার দিকে নজরটা যেন একটু বেশি…

উৎপলা—একটু বিষয়বুদ্ধিজ্ঞান থাকা ভাল। তোর বরের মত ভোলামহেশ্বর কি সবাই হয় ? চল্, চলো বৌদি—মেয়েজামাইকে বাসরে নিয়ে যেতে হবে। মা, তুমিও এসো…

দিব্যময়ী—হ্যাঁ চল। (স্বগত) যার ভাগ্যে যেমন জোটে !

(সকলের প্রস্থান। মঞ্চ ফাঁকা। একটু পরে বরযাত্রীদের প্রবেশ। প্রথমে সবাই একচোট খুব হাসতে থাকে।)

তিলু—(হাসতে হাসতে) যাক বাবা, এখানে একটু মন খুলে হাসা যাবে, বিয়ের আসরে হাসতে না পেরে পেট ফুলে উঠছিল।

বিলু—বরের চেহারা দেখে অল্পবয়সী বৌগুলো কেমন মুখে আঁচল দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, হি, হি, দেখেছিস তিলু ?

তিলু—তবে আর বলছি কি ? হাসি চাপতে না পেরেই ত পালিয়ে এলাম।

হারু—হি, হি ! ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো পর্যন্ত কেমন চোখ বড় বড় করে বরের দিকে তাকাচ্ছিল। ভেবেছিল রাজপুত্তুর দেখবে—তার বদলে দেখছে কিম্ভূত কিমাকার এক সঙ। উঃ, আমারও কি হাসি পাচ্ছিল। হি, হি, হি !

রতন—আর ক্যাবলা পুরন্দরটার কাণ্ড দেখেছিস ? অত লোকের মাঝে ট্যারা চোখে ড্যাব ড্যাব করে বৌএর দিকে তাকাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল বৌটাকে গিলেই খাবে। মেয়ে মানুষ যেন আগে কখনো দেখেনি ! আমার ত এখনও বিয়ে হয়নি, তাই বলে অমন হ্যাংলামির কথা ভাবাই যায় না।

বিলু—নতুন বৌটিও যেন ডানাকাটা পরী ! মুখখানা যেন চৌকো

চ্যাপ্টা পানের বাটা, চোখতুটো খুঁজেই পাওয়া যায় না। তবে গায়ের রংটা একটু মাজা—আবার পেন্ট করাও হতে পারে, বলা যায় না। কলকাতার বাগবাজারের মেয়ে বাবা. এসব বিদ্যে কি আর না জানে?

তিলু—না, বাগবাজারের মেয়ে নয়—শ্রীপুর গ্রাম থেকে এসেছে। ঐ সব পেন্টফেন্ট করা নাও হতে পারে।

হারু—কিরে তিলু, তুই যে বলেছিলি কনে খুব সুন্দরী হবে। আমার ত মোটেই সুন্দরী মনে হল না তেমন।

তিলু—তুই সে কথা বিশ্বাস করেছিলি! নাঃ, হারুটাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

হারু—নারে, হতেও পারে। অনেক মেয়ে আছে যারা বেশী সাজলে তাদের আসল রূপ বোঝাই যায়না। এখন বিয়ের জন্য খুব সাজিয়েছে ত তাই ভিতরের রূপ ঢাকা পড়ে গেছে।

তিলু—এবার ঠিক বুঝেছিস। এটাও একটা ক্যাবলা!

হারু—আমি আগে বোকা ছিলাম—এখন কিন্তু বোকা নেই।

(কনে পক্ষের একজনের প্রবেশ)—আসুন, বরযাত্রীদের খাবার জায়গা করা হয়ে গেছে।

রতন—চল্ চল্, বোকা চালাকের বিচার পরে করা যাবে। এখন খ্যাঁট সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে মন খুলে হাসতে হবে। উঃ পুরোর বিয়ের আসরের এ দৃশ্য চিরদিন মনে থাকবে।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য

(মশাগ্রামে পুরন্দরের শোবার ঘর। আসবাবপত্রের সামান্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। খাটিয়ার বদলে তক্তপোষ, একটি অগোছাল আলনা ও দেওয়ালে পেরেক ঠুকে টাঙানো একটি আয়না। সময়-

বিকেল। স্ত্রী পরমা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলবাঁধা শেষ করে মুখে খুব স্নো-পাউডার ঘষছে—সঙ্গে গলা ছেড়ে গান—)

পরমা—'ইয়ে জিন্দেগী, ইয়ে পেয়ার—উও হাও-য়া-া।

(পুরন্দর ঘরে ঢুকে পোষাক পাল্টে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে হাতল ভাঙা চেয়ারটায় বসে একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল—)

(পরমা শুনছে আবার তার গানও চলছে)।

পুরন্দর—য়্যাই শুনছো। আজ লতুর কাছ থেকে আমার চিঠির জবাব এস্ছে। পোষ্ট অফিসে গিয়েই চিঠিটা পেলাম। আঃ (মুদ্রাদোষ)!

পরমা—কি লিখেছে ঠাকুরঝি? (গান চলতে থাকে)।

পুরন্দর—কি আবার লিখবে, কদিনের মধ্যে এসে বাবাকে নিয়ে যাবে লিখেছে। সাত বছর বুড়ো বাপকে টেনেছি—আর কত? য়্যাঃ!

পরমা—(গান থামিয়ে) আমিও আর পারিনা বুড়োর সেবা করতে! কিন্তু ভিন্নজাতে বিয়ে করার জন্য এত বছর ঠাকুরঝির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখোনি, সে কথা কিছু লেখেনি? তাছাড়া বুড়ো বয়েসে বাপকে তাড়াচ্ছো, লোকে কিছু বলবে না?

পুরন্দর—বয়েই গেছে আমার (মুদ্রাদোষ) লোকের কথায়। ওসব সুনাম দুর্নামে আমার কিছু যায় আসেনা। লতু এত বছর পরে আমার চিঠি পেয়ে রীতিমত বর্তে গেছে।

পরমা—ভালই হল। সাত বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে—তিন তিনটে ছেলেমেয়ে হল। বিয়ের পর থেকে কতবার তোমাকে বলেছি, কাছেই ঘাটশিলায় গেলে সুবর্ণরেখা নদী দেখা যায়, একবার নিয়ে চল সেখানে, নিয়ে যাওনি। আমার নদী দেখতে খুব ভাল লাগে, শ্রীপুরে আমাদের বাড়ীর কাছে ইছামতী নদী ছিল। বুড়ো শ্বশুর মশাই-এর সেবা যত্নের জন্য ত কোথাও যেতে পারিনি। এবার একদিন ঘাটশিলায় বেড়াতে নিয়ে যাবে?

পুরন্দর—ও সব দৃশ্য ফৃশ্য দেখার জন্য পয়সা খরচ করার কোন দরকার নেই। তার চাইতে এই মশাগ্রামেই কত শাল মহুয়া পলাশ গাছ আছে, দূরে দু চারটা পাহাড়ের মত দেখা যায়। বিনে পয়সায় দুচোখ ভরে সে দৃশ্য দ্যাখো তাহলেই ত হল। হুঁঃ!

পরমা—তুমি পয়সা পয়সা করে এমন কর না—আমার লজ্জাই করে। সেবার দিদি জামাইবাবুরা বেড়াতে এসেছিল—তুমি পেট ব্যথার ভান করে শুয়ে থাকতে আর জামাইবাবু রোজ নিজের টাকায় বাজার করে নিয়ে আসতো।

পুরন্দর—বেশ করেছি, আরো করবো। আমার পয়সা অত সস্তা না। এখানে থাকতে গেলে ওসব লজ্জা টজ্জা শিকেয় তুলে রাখতে হবে। বড়লোকী দেখাতে চাও বাপের বাড়ী শ্রীপুরের ভাঙা জমিদারীতে গিয়ে দেখাও গে। এখানে আমার রোজগারের পয়সা নয় ছয় হতে দেব না। হ্যাঃ! (মুদ্রাদোষ)

পরমা—দ্যাখো, বাপের বাড়ীর খোঁটা দিওনা কিন্তু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। (রেগে আলনা গোছাতে গিয়ে আরো অগোছালো করতে থাকে) জানো, আমি ম্যাট্রিক পাশ, ইচ্ছে করলে আমিও তোমার মত চাকরি করতে পারতাম।

পুরন্দর—পারতে—করে দেখাও না।

পরমা—কেন করবো? (আরো রেগে) বিয়ের সময় দশভরি সোনা পাঁচ হাজার টাকা নেবার সময় কি কথা ছিল যে রোজগার করেও খাওয়াবো? (আলনা ছেড়ে ঝাঁটা দিয়ে এলোমেলোভাবে ঘর ঝাঁট দিতে থাকে)।

পুরন্দর—(বেকায়দায় পড়ে) আহা রাগ করছো কেন? দ্যাখো, রাগলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

পরমা—ঝ্যাঁটা মারি তোমার ঐ তোষামোদের মুখে। (চেয়ারের কাছে এসে জোরে জোরে ঝাঁট দিতে থাকে) আমার সু-ন্দরও দরকার নেই, অসু-ন্দরও দরকার নেই।

পুরন্দর—(ঝাঁটার হাত থেকে বাঁচতে সভয়ে পা দুটো চেয়ারে তুলে উবু হয়ে বসতে বসতে) আরে, আরে—কর কি, কর কি! ঝাঁটাটা ভেঙে যাবে যে—নগদ আট আনা দাম একটা ঝাঁটার।

পরমা—ভাঙুক ঝ্যাঁটা, আজ ঝেঁটিয়েই সব কথার বিষ বিদেয় করব।

পুরন্দর—(পরমা একটু দূরে সরে যেতে) সত্যি বলছি, আমার অফিসের বন্ধুরা কি বলে জানো? বলে, আপনার ওয়াইফ ভারি বিউটিফুল—আপনার গলায় ঠিক মুক্তো মালাটি মনে হয়। কার গলায় যেন মুক্তোর হার মানায় না?

পরমা—(দূর থেকে—সকোপে) বা-ন-রের গলায়!

পুরন্দর—হ্যা-হ্যা, ঠিক বলেছো, বানরের গলায়। আমাকে দেখতে ত বানরের মত, তাই না? হ্যা, হ্যা, হ্যা, হ্যা···

পরমা—অমন হ্যা হ্যা করে হেসোনা তো, আমার পিত্তি জ্বলে যায়। ঐ জন্যই ত লোকে ক্যাবলা বলে। একটু স্মার্ট হতে পারোনা?

পুরন্দর—আমি ক্যাবলাও না, স্মার্টও হতে চাই না। আমি সব জানি সব বুঝি। ক্যাবলার মত ভান করি। তুমিই দেখি বোকার মত সব ফাঁস করে দিচ্ছো।

পরমা—(ঘাবড়ে গিয়ে) আমি আবার কি ফাঁস করলাম?

পুরন্দর—এই যে আবার বললে তুমি ম্যাট্রিক পাশ। তোমাকে বলেছি—আই এ পাশ বলবে! আমিও সবাইকে তাই বলি।

পরমা—(সলজ্জভাবে) সে ত তোমার কাছে বলেছি।

পুরন্দর—না, কবে মুখ ফস্‌কে বাইরের লোককেও বলে ফেলতে পারো। আচ্ছা, তোমাদের তিনবোনের মধ্যে তুমিই ত বেশী বুদ্ধিমতী মনে হয়। অথচ তুমিই দুবার ম্যাট্রিকে ফেল করলে, দিদিরা এক এক চান্সেই ম্যাট্রিক, আই এ পাশ করে গেল? (স্বগত) টুক্‌লি না করলে আমিই কি এক চান্সে ম্যাট্রিক পাশ করতাম?

পরমা—(সারাদেহে ফিল্মষ্টারের ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে) পাড়ার ছেলে-

গুলো আমাকে পড়তে দিত নাকি, সব সময় পিছনে ছোঁক ছোঁক করত।

পুরন্দর—নিশ্চয়ই তোমার রূপ দেখে তাদের মাথা ঘুরে যেত। সে যাক, তুমি বুদ্ধিমতী চালাক চতুর বলেই ত তোমার উপরে সংসারের সব কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছি। (স্বগত) টাকার থলেটি কিন্তু হাতছাড়া করিনি মোটেই।

পরমা—আমিও কেমন ছিমছাম করে সংসার চালাচ্ছি সাত বছর ধরে তুমি ত নিজে চোখেই দেখছো। ছেলে মেয়েগুলো পাশের মাঠে খেলছে, ফিরে এলে দেখবে রোজ বিকেলে তাদের কত যত্ন করে সাজিয়ে দিই।

পুরন্দর—(খুসির তৃপ্তিতে) বেশ, বেশ, এই না হলে রাজঘোটক—বাবা বিয়ের আগে বলেছিল। (স্বগত মেয়েমানুষ কত সহজে বশ।) যাক সে কথা। একটু আগে তুমি আমাকে কৃপণ বলছিলে —আসলে পয়সা জমাতে হবে ত—আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে চলবে কেন? তিন তিনটে ছেলে মেয়ে—আঃ, আগে থাকতে যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে রাখতাম—তাদের এখন এক এক করে স্কুলে ভর্ত্তি করতে হবে—এতগুলো পোষ্য, কি করে টাকায় কুলোয় বল? তার উপর বুড়ো বাপের জন্য বাড়িওয়ালাকে ধরে পাশের ছোট কুঠুরিটা ভাড়া নিতে হয়েছে—মাসে পাঁচ টাকা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে জন্যই ত বুড়ো বাপকে বোনের কাছে পাঠাচ্ছি। না, পাঁচ টাকার কুঠুরিটা ছাড়ছি না, ওতে ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করবে। তবে বাবা চলে গেলে তার জন্য মাস-বরাদ্দ খরচগুলো ত বাঁচবে। কেমন ঠিক কিনা?

পরমা—তা বটেই ত!

পুরন্দর—তবে? যাই, এখনই গিয়ে বাবাকে নতুন চিঠির সুখবরটি দিয়ে আসি। (জামার পকেট থেকে একখানি চিঠি হাতে নিয়ে পাশের ঘরে প্রস্থান)।

পরমা—নাঃ, মানুষটার বুদ্ধি আছে, ক্যাবলা ঠিক নয়! প্রত্যেক কথার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। (স্বামী গরবে গলা ছেড়ে গান)—ইয়ে জিন্দেগী, ইয়ে পেয়ার···। (দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

(দৃশ্যান্তর)

(পাশের ছোট একটি কুঠুরি। পুরন্দরের পূর্ব ব্যবহৃত খাটিয়াটি সেখানে পাতা। বৃদ্ধ পীতাম্বর তার উপর ঝুঁকে বসে দুহাতে খাটিয়ার একটি পাশ ধরে খক্ খক্ করে কাশছে ও মাঝে মাঝে প্রবল হাঁপানির টানে হাঁপাচ্ছে)।

(নেপথ্যে বিষাদের সুর বাজতে থাকবে।)

পীতাম্বর—খক্—খক্—আঃ। উঃ। ওঃ! হুঁ-উ-উঃ, হুঁ-উ-উঃ। আর পারি নাঃ! প্রাণটা বেরোয় না—আর কতকাল এই কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকবো! হে ভগবান! খক্-খক্-খক্। পুরোকে বলিঃ—একটু ওষুধ কবরেজের ব্যবস্থা কর—কথা কানেই তোলে নাঃ। আঃ—বলেঃ—তোমার কোন অসুখ নেইঃ—ওসব তোমার মনের অসুখঃ—। ওঃ—শুধু শুধু কি কেউ এত কষ্ট পায়। হুঁ-উ-উঃ! হুঁ-উ-উঃ। বুকে একটু তেল মালিশ করলেও আরাম পাই—তাই বা কে করছেঃ। খক্-খক্-খক্—ওয়াক্। আঃ। অ গণা-গণশা—দাদুরেঃ—কোথায় তুইঃ। কফ্ ফেলার পাত্রটা কোথায় গেলঃ—গণাঃ—

পুরন্দর—(ঘরে ঢুকে)—কি, গণাকে ডাকছো কেন? ওরা পাশের মাঠে খেলা করছে। থুথু ফেলার পাত্রটাত খাটিয়ার নীচেই আছে, হাত বাড়িয়ে তুলে নাও না। তার জন্য এত চেঁচাচ্ছো কেন?

পীতাম্বর—না, বাবা, চেঁচাই নিঃ। কেউ একটু কাছে আসে নাঃ—সারাদিন একা ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে—আঃ!

পুরন্দর—তোমার এই বারোমেসে শখের অসুখে কে সারাদিন তোমার

কাছে বসে থাকবে ? একটু বাইরে গিয়ে ঘুরে আসতে পারো না ? পাশের মাঠটায় গিয়েও ত বসতে পারো।

পীতাম্বর—সঙ্গে কেউ না থাকলে একা একা—যদি কোথাও মাথা ঘুরে পড়ে যাইঃ। খক্-খক্-খক্—। আঃ!

পুরন্দর—সঙ্গে আবার লোক লাগবে! তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। শোনো বাবা, আমি লতুকে চিঠি দিয়েছিলাম—উত্তরে কত আগ্রহ করে সে তোমাকে নিয়ে যাবে লিখেছে।

পীতাম্বর—না—না—না—আমি লতুর কাছে যাবো নাঃ। বেজাতে বিয়ে করল মেয়েটা, তার বাড়ী গিয়ে কি জাত-জন্ম খোয়াবো ?

পুরন্দর—এতকাল জাত ধর্ম ত অনেক মানলে—তাতে কি লাভ হল ? আমি আর তোমাকে টানতে পারবো না। তোমার দিনরাত বক্‌বকানি, কোঁকানিতে আমরা অতিষ্ঠ। ছেলেমেয়েগুলো বড় হচ্ছে, ওদের পড়াশুনার জন্য ঘর চাই। তুমি লতুর কাছে গিয়ে থাকো।

পীতাম্বর—ঐ নাতি নাতনীদের মুখ দিনান্তে যদি একবার দেখতে পাই তাইতেই আমার সুখ। আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করিস না বাবা। তোরও একদিন বয়েস হবে—তখন বুঝবি কেন বক্-বক্ করি, রোগের জ্বালা যন্ত্রণার কি কষ্টঃ! আঃ-আঃ

পুরন্দর—সে যখন হবে তখন হবে। লতু তোমার আদর যত্ন করবে লিখেছে, ওদের ছেলে মেয়ে নেই, কলকাতায় ওদের বাড়ী আছে. হাতের কাছে ডাক্তার হাসপাতাল—কত সুবিধে।

পীতাম্বর—ওরে নাঃ। শেষ বয়সে মেয়ের বাড়ীতে থাকবো! কবে মরি ঠিক নেই। মেয়ের বাড়ীতে মরলে মানুষ নাকি পরজন্মে বেড়াল হয়ঃ। মৃত্যুকালে ছেলের হাতে এক গণ্ডুষ জল, মুখে আগুনটাও জুটবে নাঃ—আমি নরকস্থ হব! আঃ-ওঃ-খক্-খক্-খক্। হুঁ-উ উঃ-হুঁ-উ-উঃ।

পুরন্দর—রাখো তোমার বেড়াল আর নরক। আপনি বাঁচলে বাপের

নাম ! এই নাও চিঠি, ত্থাখো লতু কি লিখেছে। লতু নিতে এলেই তার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে এই আমি বলে রাখলাম।

(খাটিয়ার উপর চিঠি রেখে পুরন্দরের প্রস্থান)

(পীতাম্বর একদৃষ্টে তার যাবার পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাতড়ে বালিশের তলা থেকে ভাঙা চশমা বের করে চোখে লাগিয়ে—চিঠি খুলে ধরে পড়তে লাগল)

(নেপথ্য কণ্ঠে ললিতা)—শ্রীচরণেষু বাবা—শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন এই যে, দাদার পত্রে জানলাম তুমি নাকি আমাদের কাছে এসে থাকতে চেয়েছো…

পীতাম্বর—(চিৎকার করে) না, না, মিথ্যে কথা—আমি যাবার কথা বলিনি ! (আবার চিঠিতে মনযোগ)।

নেপথ্য নারীকণ্ঠ—এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। বাবা, তোমার অবাধ্য হয়ে যে কাজ করেছি—ভুল করেছি বলতে পারবো না, তাহলে যাকে জীবনে বরণ করে নিয়েছি তাকেই অস্বীকার করা হয়—তাতে তোমার আশীর্ব্বাদ পাইনি। সেই অপরাধে কিনা জানিনা, আজো আমরা সন্তানভাগ্য থেকে বঞ্চিত। বাবা, এখানে এসে থাকলে আমি নিজে সব সময় তোমার সেবাযত্ন করবো, তুমি আমার হাতে খেতে না চাইলে প্রকৃত কোন বামুনের মেয়েকে দিয়ে তোমার রান্না-খাবার ব্যবস্থা করবো। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবো। তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও, দাদা-বৌদিকে আমার প্রণাম জানিও। ইতি—তোমার ক্ষমার অযোগ্যা—লতু।

(নারীকণ্ঠ মিলিয়ে যায়। চিঠিটা হাতের মুঠিতে ধরে অন্যহাতে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে পীতাম্বর উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ছু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে)।

পীতাম্বর—(গভীর স্বরে) হায়রে, এমন মেয়েকে জাত ও সমাজের কথা ভেবে ত্যাগ করেছিলাম ! আর আমার একমাত্র বংশধর,

যে আমার পিণ্ডদানের একমাত্র অধিকারী,—বেঁচে থাকতেই আমার পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করছে! ঝাঁটা মারো এমন বংশধরের মুখে—ঘেন্না ধরে গেল জীবনে। খক্-খক্-খক্। ও হো-হো-হোঃ! হু঱্-উ-উঃ হু঱্-উ-উঃ। ঠিক আছে, লতুর কাছেই চলে যাবো। ছেলে আজ আমাকে তার আশ্রয় থেকে তাড়াচ্ছে—একদিন তাকেও একটা আশ্রয়ের খোঁজে মাথা কুটে মরতে হবে এ আমি বলে দিচ্ছি! কি শত্তুর—কি শত্তুর! খক্-খক্-খক্।

(মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

পঞ্চম দৃশ্য

(মশাগ্রামে পুরন্দরের বাসস্থলের বহির্ভাগ। সময়-বিকেল। পুরন্দরের দু তিনজন সহকর্মীর প্রবেশ)

রমেশ—আমি ত ভাবতেই পারিনি সরখেলবাবু সত্যি সত্যি লালমোহনের মত নামী-দামী গায়ককে তার বাড়ীতে এনে গানের জলসার ব্যবস্থা করতে পারবে। কি বল উদয়?

উদয়—রমেশদা, ভাগ্যিস আপনি সরখেলদাকে খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন—লালমোহন নাকি আপনার খুব আপন লোক, তিনি নাকি মাত্র কয়েক মাইল দূরে ঘাটশিলায় সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন—অথচ এত কাছে আপনি আছেন, এখানে এলেন না!

রমেশ—হ্যাঁ, তাইতেই তো নিজের প্রেষ্টিজ বাঁচাতে একদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে লালমোহনকে নিয়ে এসেছে, দুদিন ধরে তাকে সপরিবারে চব্যচোষ্য করে খাওয়াচ্ছে আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। লোকটা যেমন ওয়ান পাইস ফাদার মাদার—পড়েছেও তেমনি খরচের ধাক্কায়!

উদয়—আর আমার কথামত আজ তার বাড়ীতেই গানের জলসার ব্যবস্থা করবে বলেছে। এইতো আমরা তার বাড়ীর সামনে এসে

পড়েছি। ডাকি সরখেলদাকে ?

রমেশ—হ্যাঁ, ডাকো।

উদয়—ও সরখেলদা, সরখেলদা—আমরা এসে গেছি।

(লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা পুরন্দরের প্রবেশ)।

পুরন্দর—কে ? ও আপনারা ? কি ব্যাপার ?

উদয়—সে কি সরখেলদা, ভুলে গেলেন ! আজ এখানে লালমোহনের গানের জলসা করবেন। (দর্শকদের দিকে দেখিয়ে) এই দেখুন স্থানীয় প্রায় সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর গান শুনতে।

পুরন্দর— একটু সময় ভ্রূদুটো কুঁচকে কিছু ভাবলো। পর মুহূর্তে দেঁতো হেসে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে হারমোনিয়াম, তবলচি এ সবের ব্যবস্থা তো……

উদয়—সে ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি। প্রবোধ তার বাঁয়া তবলা আর একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এখনই আসবে।

পুরন্দর—(নিরুপায়ভাবে) আপনারা সবাই বসুন তবে, আমি দেখি লালুদাকে ডেকে…। (হঠাৎই সেজেগুজে—ধুতি পাঞ্জাবি পরা—গায়ক লালমোহনের প্রবেশ)।

লালমোহন—(হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে) ট্রেনের আর মাত্র দেড়ঘন্টা বাকি। পুরন্দর—আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে রেখেছো তো ? আর রিক্সা বলে রেখেছো ? এঁরা কারা ?

পুরন্দর—(বিগলিতভাবে) হ্যাঁ, আড়াইখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট—এই যে (ট্যাঁক থেকে টিকিট বের করে দিল। পরে হাত দুটো কচলে) লালুদা, বলছিলাম কি—এঁরা গান শুনতে এসেছেন—যদি দু একটা গান…

লালমোহন—(বিরক্তভাবে) এসব ঝামেলা কেন বাধিয়ে রেখেছো ! দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেও একটু শান্তি নেই।

(হারমোনিয়াম বাঁয়া তবলা সহ দুজনের প্রবেশ)

উদয়—(করিৎকর্মা লোক—ঘর থেকে শতরঞ্জী চেয়ে বিছিয়ে হাত দুটো জোড় করে) অন্ততঃ দুটি গান গাইতেই হবে, সকলের অনুরোধ —আমরা সবাই আপনার গানের কী ভক্ত, আপনি জানেন না।

লালমোহন—(স্বয়ং ভগবানও ভক্তের বশ—অনিচ্ছুকভাবে) আচ্ছা, বলছেন যখন এত করে। তবে দুখানা গান হয়ত গাইতে পারবো না—দেখি···আজ গলাটা তেমন—(গান গাইতে বসল—তবলচি পাশে বসে প্রস্তুতি সেরে নিল। গান শুরু হল।)

লালমোহন—(একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে) আজ আপনাদের আমার স্বরচিত একটি গান শোনাবো। এ গান এখনো পর্যন্ত কোন আসরে গাই নি, আপনাদের প্রথম শোনাচ্ছি।

শ্রোতারা—আহা বেশ বেশ, শোনান—শোনান।

লালমোহন—(গান)

বোকাদের দেখে কেউ হেসোনা, হেসোনা।
মাথা তাদের নিরেট কিম্বা আছে গোবর পোরা
সে কথা নিয়ে মোটে ভেবোনা, ভেবোনা।
যদি বোকা চলতে গিয়ে পড়ে খানা-খন্দে,
জেনো সে যে আছে কোনও বিষম এক ধন্দে
(কথায়) বুঝলেন মশাইরা—নিশ্চয়ই কোন ধান্দায় আছে।

(গান)—বুদ্ধি করে খন্দ থেকে তুলতে তারে যেওনা—
হেসোনা, হেসোনা।
যদি দেখ গাছে বসে কাটছে গোড়ার ডাল
বুঝবে তবে এস্‌ছে ফিরে কালিদাসের কাল।
গাধা বল গরু বল নয় বোকার সমতুল
ডালটি ভেঙে পড়ে চোখে দেখবে সর্ষেফুল······

(কথায়)—ও ভাই—চারদিকে দেখবে শুধুই হলদে হলদে ফুল।

(গান)—বোকার নামে জয়ধ্বনি—দিতে যেন ভুলোনা, ভুলোনা—
হেসোনা, হেসোনা···

(ঘড়ির দিকে চেয়ে একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে '—আরে-ব্বাস্, আর মাত্র একঘণ্টা ! আপনারা আমাকে মাফ করবেন—আর মোটে সময় নেই। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

উদয়—(আগ বাড়িয়ে) তাতে কি হয়েছে ? এইতেই আমাদের মন ভরে গেছে। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। ধন্যবাদ-নমস্কার। সরখেলদা, আমরা তবে যাই। চলুন সবাই—চল, চল।

(হারমোনিয়াম ইত্যাদিসহ বহিরাগতদের প্রস্থান। দু একজনের টুকরো মন্তব্য)

'এত বড় আর্টিষ্টের গান সামনে বসে শোনা, কী সৌভাগ্য !'

'হ্যাঁ, সরখেলদা দেখালো বটে !'

লালমোহন—(একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে—স্বগত) এই গবেট পুরন্দরের দৌলতে দুটো দিন সপরিবারে বেশ ভাল খ্যাঁট জুটলো—এই সিগ্রেট যে খাচ্ছি সেও ঐ গবেটটার পয়সায়। (প্রকাশ্যে) পুরন্দর, এবার তবে আমাদের যেতে হয়। ওদেরকে ডাকো। না, আমিই ডাকছি। কই গো, তোমাদের সাজগোজ হল ? আর দেরি কোরো না, এসো।

(দশবারো বছরের মেয়ের হাত ধরে লালমোহন-পত্নীর প্রবেশ—সঙ্গে পরমা)

পরমা—দিদি, আর দুটো দিন যদি থেকে যেতেন।

লা-পত্নী—না ভাই, আজই আমাদের কলকাতা ফেরা দরকার। কাল ওনার একটা জলসায় প্রোগ্রাম আছে। চলি ভাই।

লালমোহন—তোমরা গিয়ে রিক্সায় বোসো, আমি এক্ষুনি আসছি।

(লালমোহন-পত্নী, কন্যা ও পরমার প্রস্থান।)

পুরন্দর, চলি তাহলে, কেমন ? দুদিন খুব আদর যত্ন করলে।

পুরন্দর—(গদগদভাবে) কি আর এমন···আরো দুটোদিন যদি আমার ভাত খেতেন—কৃতার্থ হতাম।

লালমোহন—উপায় নেই, ঐ ত শুনলে, কাল প্রোগ্রাম আছে। চলি।

(প্রস্থানোদ্যত)।

পুরন্দর—(হাতছুটো কচ্‌লে) লালুদা, মানে—ইয়ে—বলছিলাম কি —ট্রেনের টিকিটের ভাড়ার টাকাটা—

লালমোহন—(অবাক দৃষ্টিতে পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে) দ্যাখো পুরন্দর, তোমাকে আমি বিশেষ চিনি না, ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে তোমাকে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। (স্বগত) চিনি ঠিকই এখন স্বীকার করিনা। (প্রকাশ্যে) তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি—কি করে তুমি সামান্য ঐ কটি টাকা চাইতে পারলে! এই যে আজ আমাকে দিয়ে গান গাওয়ালে—জানো —জলসায় আমার এক একটা গানের দক্ষিণা কত? এ ছাড়া আমি আসাতে এখানে তোমার প্রেষ্টিজ কত বেড়ে গেল? এর পরও তুমি আমার কাছে টাকা চাইতে পারলে! ছিঃ!

(হাতের সিগারেটের টুক্‌রো মাটিতে ফেলে জুতোয় দলে লালমোহনের প্রস্থান।)

পুরন্দর—(হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লালমোহনের যাবার পথের দিকে চেয়ে থেকে—হাতে কপাল চাপড়ে) হায়, হায়। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! আড়াইখানা ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিটের টাকা আমার গচ্চা গেল! (পাতা শতরঞ্চিতে আছড়ে পড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশে হাত পা ছুঁড়ে) ও-হো-হো-হো, আহ! আমি বরবাদ হয়ে গেলাম! আমি ধনেপ্রাণে মারা গেলাম—আমার এত কষ্টের টাকা! ওহ—আহ!...

(পরমার প্রবেশ)।

পরমা—ওমা এ কি! কি হল? মাটিতে শুয়ে শুয়ে হাত পা ছুড়ছো কেন?

পুরন্দর—য়্যাই শুনছো—লালুদা টিকিটের টাকা না দিয়েই চলে গেল!

পরমা—য়্যাঁ, তাই নাকি? আমি যাই, টাকাটা আদায় করে নিয়ে

আসি। (যাইতে উদ্যত)।

পুরন্দর—রিক্সার সঙ্গে দৌড়ে পারবে ? আমি কি চাইনি ভেবেছো ? লালুদা মুখের উপর 'দেবো না' বলে গেল !

পরমা—(মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে) এতগুলো টাকা জলে গেল ! তোমারই দোষ, যখন টিকিট কাটতে বলেছিল তখনই তোমার টাকা চেয়ে নেয়া উচিৎ ছিল।

পুরন্দর—(ভূমিশয্যা ছেড়ে তড়াক করে উঠে উবু হয়ে বসে হাত মুখ নেড়ে) এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তুমি। তুমি, বোয়েছো (মুদ্রাদোষ) ?

পরমা—(আশ্চর্য—গালে হাত দিয়ে) আ—মি !

পুরন্দর—হ্যাঁ, তুমি। লালুদা ঘাটশিলায় এসেছে শুনে থেকে বায়না ধরলে—গান শুনবো, গান শুনবো। গান আমার দুকানের বিষ ! ওসব প্যানপ্যানানি করেই বা কি আনন্দ আর লোকে সেই প্যানপ্যানানি শোনেই বা কেন, বুঝিনা ! তবু তোমার জন্যই…।

পরমা—মিথ্যা কথা। অফিসে বেশী বড়াই করে বেড়াও—অমুক আমার আত্মীয়, তমুক আমার আপনলোক। সেই নিজের বাহাদুরী দেখাতে লালুদাকে হাতে পায়ে ধরে ডেকে আনলে—এখন আমার দোষ !

পুরন্দর—বলি, বেশ করি। আর তুমি যে বল—তোমার আত্মীয়রা কেউ জজ, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেট, মায়ের মাসতুতো ভাই কত বাঘ মেরেছিল—এই সব। তার বেলায় ?

পরমা—বলবো, বেশ করবো—একশোবার বলবো। তারা কেউ ত মশাগ্রামের জঙ্গলে বাঘ মারতে আসেনি ? পুরুত বামুনের ছেলে —তার আত্মীয় স্বজন সব ত ঐ রকমই হবে !

পুরন্দর—আ-হা-হা, কি কথাই শোনালে ? তোমাদের ঐ ভাঙা জমিদারীতে আর আছেটা কি—কেবল ঐ পুরোনো পাকা বাড়ীটা ছাড়া ? এই ত—তোমার বিয়ে দিতে পারছিলনা—আমি গিয়ে উদ্ধার করলাম তবে তরে গেলে।

৩

পরমা—আ-হা-হা—তুমি আর বেশী কথা বোলো না। তোমারই ত বিয়ে হচ্ছিল না—ওই তো রূপ, নেহাৎ আমার মত মেয়ে বলেই না-দেখে তোমার গলায় মালা দিয়েছিলাম। দেখলে কিছুতেই দিতাম না—হ্যাঁ!

পুরন্দর—হ্যাঁ—'তোমার' মত মেয়ে. তাই আমি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বিয়ে করলাম—অন্য কেউ হলে বিশ পঁচিশ হাজারের কমে কথা বলত না। আর সে টাকা দেবার ক্ষমতা তোমার বাবার ছিল না।

পরমা—ফের আমার 'বাবা' তুলে কথা, আমার বাপের বাড়ীকে অপমান করা! আজ পনেরো বছর ঘর করছি আর পনেরো বছর ধরে উঠতে বসতে আমার বাবা গরিব বলে খোঁটা দিচ্ছো! আমি আর একদিনও থাকবো না, কালই চলে যাবো—থাকো তুমি তোমার 'অঢেল' টাকা নিয়ে। (নাকে কান্না)।

পুরন্দর—হ্যাঁ, তাই যাও,—আজই যাও। তোমার পেটে যেগুলোকে ধরেছো সঙ্গে তাদেরও নিয়ে যেও। আমি কারো বোঝা বইতে পারবো না—হ্যাঃ।

পরমা—(রেগে—কোমর বেঁধে) আমি কি তাদের বাপের বাড়ী থেকে পেটে করে এনেছি? তোমার জিনিষ—তুমিই সামলাও। দিনরাত আমাকে দাঁতের নীচে রেখেছে, আবার বলে রাজযোটক! (কেঁদে) আমার বিয়ে না হোত—সে-ই ভালো ছিলো!

পুরন্দর—(আবার শতরঞ্চীতে সটান শুয়ে পড়ে হাত পা ছুড়ে)—আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর উনি শুরু করলেন প্যানপ্যানানি! আঃ—আমি এখন কী করি? ও-হো-হো—আমার এতগুলো টাকা গেল, আমি ফতুর হয়ে গেলাম! আড়াই-খানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট—ও-হো-হো…! টাকার শোকে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমার রক্ত জল করা টাকা! আমি গলায় দড়ি দেবো।

(একজন মেকী কান্না জুড়েছে, একজন টাকার শোকে পাগলের মত হাত পা ছুড়ছে—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

শুরুতে মিউজিকে আনন্দ-সুর বাজতে থাকবে—হঠাৎ স্তব্ধতা ও শেষ দিকে করুণ সুর।

কলকাতার কাছে একটি উন্নত গ্রাম গৌরীদহ। একটি সুসজ্জিত-শয়নকক্ষ। খাট/তক্তপোষ. সোফা-সেট, ড্রেসিং টেবিল, টিভি—একপাশে এক দেওয়ালে একটি তানপুরা সযত্নে রাখা। বোঝা যায় পরিবারটি মোটামুটি সচ্ছল ও রুচিবান।

বয়স ৪৫/৫০ মাথার চুল ১/৪ পাকা গৃহকর্ত্রী বৈকালিক প্রসাধন শেষে কপালে সিঁদুরের টিপ পরছে। একটি মাঝবয়সী (৩০/৩২) কাজের ঝি শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ঘরের আসবাব ঝাড়ছে, পরিষ্কার রাখছে।

ঝি—মা-ঠাকরুণ, কাল তো জামাইষষ্ঠী? যোগাড় যন্তরও সব করে রেখেছো। মেয়ে-জামাই কখন আসবে?

কর্ত্রী—তা আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ষষ্ঠীর কুলো-চালুন সব সাজানো হয়ে গেছে। সুধা, তুমি কিন্তু কাল খুব সকাল সকাল এসো—কাল কত কাজ, ভালমন্দ রান্না-বান্না আছে।

সুধা—হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ, তা আর বলতে? আমি একেবারে ভোর-বেলাতেই স্নান সেরে চলে আসবো। আজ আমি আসি তবে?

কর্ত্রী—এসো বাছা। তোমার ছেলে-মেয়ে দুটিকেও সঙ্গে এনো—কাল ওরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে।

সুধা—আচ্ছা। (প্রস্থান)

কর্ত্রী—আমিও যাই, চায়ের জল বসাই, ওঁর ফেরার সময় হল। (প্রস্থান। মঞ্চ সাময়িকভাবে ফাঁকা। ফোলিও ব্যাগ হাতে

গৃহকর্ত্তার প্রবেশ,—বয়স ৫৫ মত—মাথার চুল অর্ধেক পাকা)

কর্ত্তা—শৈল, শৈলজা—আমি এসে গেছি।

শৈল (কর্ত্রী)—ওমা, এসে গেছ। (প্রবেশ করে স্বামীর হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে) আমিও চায়ের জল বসিয়েছি এইমাত্র। তুমি ততক্ষণ বাইরের পোষাক পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে নাও।

কর্ত্তা—না, এখন আর পোষাক পাল্টাবো না। একটু পরেই একবার ষ্টেশনে যাবো—আজ নন্দা-অভির আসার কথা আছে না ?

শৈলজা—ওমা, মেয়ে জামাই আসার কথা তোমার মনে আছে দেখছি। (ফোলিও ব্যাগ ঘরের কোণে রাখল)

কর্ত্তা—মনে থাকবে না, বল কি ? নন্দিনী আমাদের একমাত্র ও আদরের মেয়ে। বছরখানেক আগে তার বিয়ে হল—কাল জামাইষষ্ঠী, ওদের বিয়ের পর প্রথম জামাইষষ্ঠী। (সোফায় বসল)

শৈলজা—আমিও সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। হ্যাঁগো, তোমার মনে আছে—আমাদের নন্দা ছোটবেলায় কি ভীষণ শান্তশিষ্ট ছিল, মোটে কাঁদতো না, কোন বায়না ধরতো না—

কর্ত্তা—হ্যাঁ, খুব মনে আছে। তখন মাত্র কবছর আগে আমরা এই গৌরীদহে এসে বাসা বেঁধেছি। এই বাড়ী তৈরি করতেই প্রায় পাঁচ বছর লেগে গেল। আর সেই সময়ই আমাদের আদরের মেয়ে নন্দিনী এল ঘর আলো করে···

শৈলজা—হ্যাঁ, তুমি আদর করে মেয়ের নাম রাখলে 'নন্দিনী'—আর আমি বাড়ীটার নাম দিলাম 'নন্দিনী ভিলা'···

কর্ত্তা—সে সব প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা—কত ধারদেনা, অভাব অনটন গেছে আমাদের মাথার উপর দিয়ে···

শৈলজা—নন্দা আমাদের ঘরে এল আর তোমারও চাকরিতে উন্নতি হল—দুঃখ কষ্টেরও শেষ হল। তারপর নন্দা একটু একটু করে বড় হতে লাগল, স্কুল লেখাপড়া, গানবাজনা, সব শেষে গত বছরে তার বিয়ে হল···

কর্ত্তা—সাধারণ গান বাজনার চাইতে রাগ-রাগিণীর প্রতি ওর আকর্ষণ ছিল বেশি। নন্দার ব্যবহারের এই তানপুরাটি এখনও তার সাক্ষী হয়ে আছে। আচ্ছা, এসব নন্দার স্বভাবে এল কি করে?

শৈলজা—আমার বাবা যে এককালে খুব ভাল গান বাজনা করতেন। (অনুরাগের সুরে) তা ছাড়া তুমিও নাকি এক সময় সেতার বাজানো শিখেছিলে···

কর্ত্তা—(লজ্জিতভাবে) কই আর শেখা হল! সে সব কলেজে পড়ার সময়কার একরকম খেয়াল বলতে পার। পরে অফিস-চাকরির নীচে সব চাপা পড়ে গেছে।

শৈলজা—হ্যাঁ, ভাল কথা। পরী তার মেয়ে অর্পিতার বিয়ের ব্যাপারে চিঠি দিয়েছে মনে আছে তো? বিয়ের আর মাত্র দিন দশেক বাকি। বিয়েতে আমাদের যাওয়াও দরকার, কি বল?

কর্ত্তা—শালীর মেয়ের বিয়ে—যেতে ত হবেই। (চিন্তিতভাবে) কিন্তু পরমা যে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছে তার কি করা যায়? হাতে যে টাকা ছিল তোমার ভাই গোপাল সেবার এসে কি একটা প্রেস কেনার জন্য চেয়ে নিয়ে গেল। সে টাকা থাকলে···

শৈলজা—হ্যাঁ, গোপালের বহুদিনের ইচ্ছে একটা সাহিত্য-পত্রিকা বের করবে। বলে—'শুধু স্কুল মাষ্টারি না করে তার সঙ্গে একটু সাহিত্যচর্চা করা দরকার—না হলে জীবনের কোন অর্থই হয়না।' অবশ্য হাতে টাকা এলে গোপাল ঠিক···

কর্ত্তা—না, সে কথা নয়। তবে আপাততঃ পরমার জন্য টাকা কিভাবে যোগাড় করা যায়! এর মধ্যে কবে যেন গোপালের এখানে আসার কথা আছে?

শৈলজা—সেবার ত বলে গেল জামাইষষ্ঠীর পরেই আসবে। তবে মাঝখানে বাবার একবার স্ট্রোক হয়ে গেল। (বেদনাভরা সুরে) মাত্র ছমাস আগে মা চলে গেল—বাবা সেই থেকে যেন কেমন

হয়ে গেলেন। বাবা বোধ হয়···

কর্ত্তা—থাক ও কথা, মন খারাপ হবে। ছাখো, চায়ের জল···

শৈলজা—(নিজেকে সংযত করে) হ্যাঁ, এই যে যাই···(যাইতে উদ্যত)।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। (নেপথ্য কণ্ঠ)—'জগদীশদা —জগদীশদা বাড়ী আছেন নাকি ?'

জগদীশ (কর্ত্তা)—কে, বারীন নাকি ? এসো, ভেতরে এসো···

বারীন—না, ভেতরে যাবো না। আপনি একটু বাইরে আস্থন। খুব জরুরী ব্যাপার···

জগদীশ—দাঁড়াও, আসছি তবে। (শৈলর প্রতি) তুমি চা টা নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ শুনে আসি কি বলে··· (প্রস্থান)

শৈলজা রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়—উদ্বেগভরা চোখে জগদীশের যাবার পথের দিকে চেয়ে থাকে—(পূর্ণ স্তব্ধতা)

নেপথ্যে বারীনের চাপা কথা শোনা যায়—'আমাদের পাড়ার বিজু চন্দননগরে মামাবাড়ী থেকে ফিরছিল, গঙ্গায় ফেরী পার হবার সময় নৌকোডুবি হয়। বিজু কোনরকমে সাঁতরে পার হয়ে এইমাত্র ফিরেছে। বিজু বলছিল—ঐ ফেরী নৌকায় নাকি আপনার মেয়ে-জামাইও ছিল ! তাদের কোন খোঁজ···

শৈলজা—(মঞ্চে—বুকফাটা কান্নায়) না-না-না (সোফায় লুটিয়ে পড়ে—নেপথ্যে তীব্র করুণ সুর বেজে ওঠে।)

(উদভ্রান্তের মত জগদীশের প্রবেশ—পিছনে বারীনও।)

জগদীশ—শোনো—শোনো—শৈল শোনো—

শৈলজা—ওগো না—না—না—এ হতে পারে না—এ হতে পারে না—

(মূর্চ্ছিতভাব—জগদীশ বারীনের সাহায্যে শৈলজাকে সেবাযত্ন করতে থাকে)

বারীন—বৌদি—বৌদি—

জগদীশ—শৈল—শৈল—শৈলজা—

বারীন—মনে হচ্ছে চোখে মুখে জল দিলে বৌদি সুস্থ বোধ করবেন।

জগদীশ—ঠিক, আমি ভেতর থেকে একটু জল নিয়ে আসি (প্রস্থান)

(নেপথ্যে ডাক শোনা গেল—'জগদীশদা, সমাজপতিবাবু আর আমি একটু এসেছি—বিশেষ দরকার'...)

বারীন—কে, সুশোভনদা ? আপনারা ভেতরে আসুন।

(গ্রামসভার পাণ্ডা সুশোভন ও সমাজপতির প্রবেশ)

সুশোভন—ও, বারীন—তুমি আছো ? একি, বৌদি কি...

(জলের গ্লাস হাতে ব্যস্তভাবে জগদীশের প্রবেশ)

জগদীশ—আপনারা এসেছেন ? শৈল হঠাৎ খবরে শক্ পেয়েছে, দেখি—(শৈলর পরিচর্য্যা—নিজেও নার্ভাস-ভাব)

সমাজপতি—হ্যাঁ, এমন একটা সংবাদ—মা-বাবার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। আমরা ত এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

জগদীশ—(কান্নাভরা কণ্ঠে—শৈলর পরিচর্য্যারত অবস্থায়) বিশ্বাস করা, সহ্য করা যে আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! কথাটা সামান্য কানে যেতেই দেখুন এর কি অবস্থা!

সুশোভন—সত্যি, ভাবাই যায় না। এখন সবার আগে বৌদিকে সুস্থ করে তুলে তাঁকে নানাভাবে ভুলিয়ে রাখা দরকার। তেমন বুঝলে এমনও বলা যায়—এটা একটা উড়ো খবর—লোক পাঠানো হয়েছে খোঁজ খবর করতে...

সমাজপতি—কথাটা তো তাইই—একটা শোনা কথা! আপনি কী করবেন ভাবছেন, জগদীশবাবু ?

জগদীশ—(ভাঙা গলায়) কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা বলে দিন আমি কি করবো ? একে এ অবস্থায় একা ফেলে কোথাও...

সুশোভন—না জগদীশদা, এ অবস্থায় বৌদিকে একা ফেলে আপনার কোথাও যাওয়া ঠিক না। আমরা গ্রামসভার তরফ থেকে লোক পাঠাচ্ছি—স্পটে গিয়ে খোঁজ খবর করতে, চন্দননগরে মেয়ের

শ্বশুরবাড়ীতেও লোক যাবে, দরকারে কলকাতার রিভার পুলিশ ও গঙ্গার দুপাশের থানায় খবর দেবে। শ্যামনগর থানা থেকে নিশ্চয়ই ডুবুরী নামাবার ব্যবস্থা করেছে—না করে থাকলেও আমাদের লোক তা করাবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না জগদীশদা। আপনি ততক্ষণ বৌদির দেখাশোনা করুন। বারীন তুমি যাও, গ্রামসভার ডাক্তারবাবুকে এখনই একবার ডেকে নিয়ে এসো। (বারীনের প্রস্থান)। আমরা তবে যাই জগদীশদা—চারদিকে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

জগদীশ—(কৃতজ্ঞভাবে) তাই করুন।

সমাজপতি—জগদীশবাবু, চলি। চলুন সুশোভনবাবু (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)।

জগদীশ—শৈল—শৈল—চোখ খোল. এই ছাখো আমি তোমার কাছে আছি।

শৈলজা—(একটু পরে ধীরে ধীরে চোখ খুলে) একি, আমার কি হয়েছে! (মুহূর্তে মনে পড়ে যেতে) ও হো—না-না-না-। ওগো বলো এ সত্যি নয়—এ সত্যি নয়।

জগদীশ—শোনো—শোনো শৈল—আমার কথা শোনো। আমার মনে হয় এ এক উড়ো খবর—সত্যি নয় মোটে···

শৈলজা—(বেদনার্ত কণ্ঠে) তবে যে বলছিলো···

জগদীশ—(সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায়—ভারী গলায়) কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটু আগে সুশোভন আর সমাজপতি এসেছিল। তারাও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বলে গেল—গ্রামসভা থেকে চারদিকে লোক পাঠাচ্ছে, চন্দননগরে নন্দার শ্বশুরবাড়ীতেও। তুমি এতো উতলা হোয়ো না, মনে জোর আনো, শান্ত হও।

শৈলজা—(উঠে বসে—গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কি করে শান্ত থাকি! ওগো, নন্দা না থাকলে, ওকে দেখতে না পেলে আমি বাঁচবো না, কিছুতেই বাঁচবো না।···

জগদীশ—ওগো, তুমি এখনই এত ভেঙে পোড়ো না, স্থির হও।···

(আদর করে শৈলর মাথায় হাত রেখে) কিছু মুখে দেবে ?

শৈলজা—না-না—নন্দাকে না দেখে. নন্দাকে না পেলে আমি মুখে কিছু দিতে পারবো না। ওরা খবর নিয়ে আসা পর্য্যন্ত তুমি আমার কাছে থাকো, কোথাও যেয়ো না। ওগো বল না, আমাদের নন্দা-অভির কিছু হয়নি—বলনা—গো…

জগদীশ—আমারও তাই বিশ্বাস—ওরা নিশ্চয়ই ভাল আছে—শীগগিরই ওরা আমাদের কাছে আসবে…

(নেপথ্যে করুণ সুর বেজে চলে। দুজনে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ম্লান মুখে অশ্রুভরা চোখে আশা-পথের পানে চেয়ে থাকে —ধীরে ধীরে মঞ্চের পর্দা নেমে আসে।)

সপ্তম দৃশ্য

মশাগ্রামে পুরন্দরের শোবার ঘর। তক্তপোষে বসে বিকেল-বেলা পরমা, চোখে বাইফোকাল চশমা, মাথার চুল চারআনি পাকা, তার মেয়ে অর্পিতার বিয়ের ফর্দ বানাচ্ছে—হাতে কাগজ কলম। দুপাশে অর্পিতা (২০) ও ঘনা (১৮)।

পরমা—অর্পির বিয়ের আর মাত্র দুদিন বাকি। মেয়ের কি কি লাগবে তার লিষ্ট হয়ে গেল, এবার ঘনা বল, তোর কি কি লাগবে ?

(অর্পিতা মনের আনন্দে উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে লাগল।)

ঘনা—আমার যেমন তেমন জামা-কাপড় হলেই চলবে। সকলে এমনিতেই আমাকে ক্যাবলা বলে, ফ্যাশন করলে লোকে আরো টিটকারি দেবে। তবে মা, আমি একটা কথা বলবো ? পাশের ঐ ফাঁকা মাঠ জুড়ে একটা প্যাণ্ডেল করতে হবে—তার সঙ্গে লাইট, মাইক, গান এসবও থাকা চাই—সেই যে ওপাড়ার কেয়াদির বিয়েতে করেছিল, সেই রকম। তোর মনে আছে না দিদি ?

অর্পিতা—খু-উ-ব। তুই তো সেখানে গিয়ে হাঁ করে শুধু আলো সাজানোই দেখছিলি।

ঘনা—সত্যি দিদি, এত আলো আমি কোনদিন দেখিনি—চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তবে এখন আমি অনেক চালাক হয়েছি, আগের মত অত বোকা নেই। তাই না মা? আমি তো বুঝতে পারি না আমি বোকা—তবু লোকে আমাকে বোকা বলে কেন, মা?

পরমা—সে বোকা চালাক পরে দেখা যাবে। কার বিয়ের কথা বললি, বনমালীবাবুর বড় মেয়ে? ওরা যা বড়লোক—কণ্ট্রাক্টারির টাকা—ওদের মত খরচ কি আমরা করতে পারি? আর তোদের বাপ যা কঞ্জুস, প্যাণ্ডেল-লাইটের কথা শুনলে একেবারে ক্ষেপে উঠবে!

ঘনা—আচ্ছা মা, বাবা এত কঞ্জুস কেন? পাশ বইতে ক-ত টাকা আছে আমি দেখেছি—কিন্তু খরচ করতে চায় না। তুমি তো বাবাকে বলেছিলে—দিদির জন্য ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার ছেলের খোঁজ করতে। কিন্তু—

পরমা—(বাধা দিয়ে) কতবার বলেছি—কিন্তু আমার কথা কানে তুলল? আমি অর্পিকে কলেজে পড়াবার কথা বলেছিলাম, গণাকেও পড়াতে চেয়েছিলাম—আমার কথা শুনলো? বলে, আমার বাপ আমাকে ম্যাট্রিকের বেশী পড়ায়নি—আমিও পারবো না। মেয়ের পাত্র যোগাড় করল এক স্কুল কেরাণী—অন্ততঃ স্কুল মাষ্টারও না। আমার কোন্ কথাটা শোনে তোদের বাপ!

(হুড়মুড় করে পুরন্দর ফিরল অফিস থেকে. মাথার চুল অর্ধেক পাকা। বাবাকে দেখে অর্পিতা ঘরের বাইরে গেল! পুরন্দর পোষাক পাল্টে খালি গায়ে ছেঁড়া লুঙ্গি পরতে পরতে)

পুরন্দর—(দাঁত মুখ খিঁচিয়ে) কি সব আলোচনা হচ্ছিল? ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার পাত্র, প্যাণ্ডেল-লাইট-মাইক—এইসব তো? আর কি চাই? হাতি-ঘোড়ার মিছিল, ব্যাণ্ড-পার্টি, মাছ মাংস

পোলাও দই মিষ্টি সন্দেশ ছড়াছড়ি যারে। আর কি চাই বল —বল বল, বল।

পরমা—তুমি অমন করে বলছো কেন? আমাদের একমাত্র মেয়ে—তার বিয়েতে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবো না!

পুরন্দর—(তক্তপোষে উবু হয়ে বসে) কর, কর—যা প্রাণ চায় তাই কর। য়্যাঃ। এদিকে কি সর্বনাশ হয়ে গেল তা জানো কি? আজ তিন জায়গা থেকে চিঠি এসেছে। আঃ। (মুদ্রাদোষ)

(পরমা, ঘনা ঘন হয়ে এল)।

পরমা—কে কি লিখেছে?

পুরন্দর—দাঁড়াও, দাঁড়াও—এক এক করে সবই বলছি। প্রথমেই ধরা যাক তোমার বড়দি—কমলার চিঠি। লিখেছে বক্তিয়ারপুর থেকে—আমরা মাত্র একমাস হল এই ষ্টেশনে বদলি হয়ে এসেছি, নতুন ডি. এস্ অফিসে মাইনের কাগজপত্র আসতে দেরি হবে, আমরা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে আছি, নতুন জায়গায় এখনও ভাল করে গুছিয়ে বসতে পারিনি—এ অবস্থায় টাকা পাঠাতে পারছি না, অর্পিতার বিয়েতেও আমাদের যাওয়া সম্ভব হবে না। —শুনলে?

পরমা—আমি আগেই জানতাম। বড়দি-জামাইবাবুর আর্থিক অবস্থা ভাল না, হঠাৎ চাওয়ামাত্র দু'হাজার টাকা বের করে দেয়া সম্ভব নয়। তুমি জোর করে আমাকে দিয়ে টাকার জন্য চিঠি লেখালে।

পুরন্দর—তাইতো? ঠিক আছে, মানলাম তাদের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু তোমার মেজদি শৈলজা—জামাইবাবু মিঃ জগদীশ? কলকাতার কাছে গৌরীদহে নাকি বিরাট বাড়ী করেছে, ভাল রোজগার, একমাত্র মেয়ে নন্দিনীর একবছর আগে ২৫/৩০ হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছে, এখন সংসারে তাদের কোন বোঝা নেই। তাদের কাছে কত চাওয়া হয়েছিল? মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। তাই না?

পরমা—হ্যাঁ, তাই তো। তা কি লিখেছে ?

পুরন্দর—মিঃ জগদীশ লিখেছে—আমাদের চিঠি পাবার মাত্র কদিন পরে জামাইষষ্ঠীর আগের দিন মেয়ে-জামাই চন্দননগরে ফেরী পার হয়ে বাপের বাড়ী আসতে গিয়ে অধিকাংশ যাত্রীসহ তারা দু'জনই গঙ্গায় নৌকোডুবি হয়ে মারা গেছে। তোমার মেজদি নাকি শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় টাকা পাঠানোর কথা নাকি ভাবতেই পারছে না। এই হল তোমার বড়লোক মেজদি-জামাইবাবু—বোয়েছো !

পরমা—তুমি ত বড় হৃদয়হীন। মেজদি-জামাইবাবুর এতবড় বিপদ, একথা জেনেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে পারছো ! বিয়ের এক বছরের মাথায় মেয়েটা অকালে চলে গেল—তার জন্য তোমার একটু দুঃখও হচ্ছে না ? ছিঃ !

পুরন্দর—না—আমার হৃদয়ও নেই, দুঃখও নেই। হ্যাঁ, দুঃখ করতে পারি এই জন্য যে বিয়ের আগে মেয়েটা যদি মরত তবে কত-গুলো টাকা বেঁচে যেতো, আর দুঃখের ভান করতাম যদি আমার প্রয়োজনে ঐ পাঁচ হাজার টাকাটি পাঠাত। মিছিমিছি কেন দুঃখ করতে যাবো ? য়্যাঃ। আমার ছেলেমেয়েগুলো যদি আজই টপাটপ মরে যায় আমার কোন দুঃখ হবে না—আমার খরচ বেঁচে যাবে, আমার কোন দায় দায়িত্বও থাকবে না। হ্যাঃ !

পরমা—(তিক্তকণ্ঠে) তোমার দায়িত্ব কেবল জন্ম দেয়া—তাই না ?

পুরন্দর—হ্যা, হ্যা, ঠিক বলেছো। বিয়ে করাই ত জন্ম দেয়ার জন্য। আরো কথা—এই যে তুমি ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের জন্য কাঁদুনী জুড়েছিলে—বিয়ের পর অর্পিতার ভাগ্যে যদি এমন ঘটে তবে আমার সব টাকাগুলোই যে জলে যাবে। তার চাইতে সস্তায় যা পাওয়া যাচ্ছে সেই ভাল—ভবিষ্যৎ ভালমন্দ সব ভাগ্যের হাতে। বোয়েছো ?

পরমা—থাক, থাক—তোমাকে আর বোঝাতে হবে না। প্রায়

পঁচিশ বছর হল ঘর করছি—কিন্তু তুমি যে এতবড় অর্থপিশাচ পাষণ্ড তা আগে বুঝিনি! এখন আমার রীতিমত ঘেন্না করছে। সে সব থাক, আর চিঠিখানায় কি আছে তাই শুনে আমি যাই, আমার হাতে এখন অনেক কাজ।

অর্পিতা— পাশের ঘর থেকে সব শুনতে পেয়ে ছুটে এসে কেঁদে) —তা হলে বাবা, আজই তুমি আমার হাত পা বেঁধে বিশ্বাসদের পুকুরে ডুবিয়ে দাও না—আমার জ্বালা জুড়োয়, তোমারও টাকা বেঁচে যায়।

পুরন্দর—চুপ কর, হারামজাদী। বিয়ের ব্যবস্থা যে করছি এই ঢের তার উপর আবার কথা! য়্যাঃ।

ঘনা—(এতক্ষণ ঘরেই থেকে দুচোখ দিয়ে বাবা মার কথা গিলছিল—এবার হঠাৎই বলল) না বাবা, এটা তোমার অন্যায়, রীতিমত অন্যায়। টাকার জন্য শুধু শুধু মাকে কথা শোনাচ্ছো, দিদিকে বকছো।

পুরন্দর— আরো তেড়ে) চোপরও হারামজাদা, আমার কথার ওপর কথা! সামনের বছর ম্যাট্রিকটা দিয়ে নে, তারপর গণার মত তোকেও ঘাড় থেকে নামাবো।

(কাঁদতে কাঁদতে অর্পিতার প্রস্থান)

পরমা—(রাগ দেখিয়ে) আমিও যাই, আমার কাজ আছে।

(যাইতে উদ্যত)।

পুরন্দর—আরে, যাচ্ছো কোথায়? শোনো, শোনো। এবারে শেষ চিঠিখানা—লিখেছে তোমার দাদা গোপাল—গোপাল—বা—বু! কি লিখেছে, শুনে যাও—

(পরমা যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। পুরন্দর তক্তপোষ থেকে, নেমে মঞ্চের সামনে এসে ফ্লাড লাইটে দাঁড়িয়ে—)

পুরন্দর—(নাটকীয় ভঙ্গীতে) চিঠি থেকেই পড়ে শোনাই।—গৌরীদহ থেকে ফিরে তোর চিঠি পেলাম। মেজদির অবস্থা দেখে চোখে

জল আসে। মাত্র ছ'মাস আগে আমাদের মা চলে গেল, এবার মেজদির মেয়েটাও গেল—ওর জীবনে আর কি রইল। (মন্তব্য —আ-হা-হা, মরে যাই আর কি)। বাবারও শরীর ভাল না, একবার ষ্ট্রোক হয়ে গেছে। (মন্তব্য—শেষ ষ্ট্রোকটাও হয়ে যাক না, আর দেরি কেন?) আমি কিছুদিন থেকে একটা প্রেস কেনার ধান্দায় আছি—মেজোজামাইবাবুর কাছ থেকে এর আগে বেশ কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে প্রেসের মালিককে এ্যাড্‌ভান্স করে রেখেছি। (মন্তব্য—মাষ্টারী থাকতে আবার প্রেস কেন—কাব্যচর্চা-সাহিত্যচর্চা হবে?)। এখন আমার হাতে বিশেষ টাকা নেই, পাঁচ হাজার টাকা যে চেয়েছিস, পাঠাতে পারছি না। চেষ্টা করে হাজার খানেক টাকা মানিঅর্ডার-যোগে প্যঠাচ্ছি। বিয়েতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না—ইতি—।

(মঞ্চের মাঝখানে ফিরে তুহাত আকাশে তুলে গৌরাঙ্গ ভঙ্গীতে) —আ-হা-হা—কি 'তোমার' সব আত্মীয়রে! মায়ের পেটের ভাই বোন সব। বারো হাজার টাকার জন্য তিন জায়গায় সাহায্য চেয়ে বারোশো টাকাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাঃ, কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি!

পরমা—(বিরক্তভাবে) তোমার মেয়ের বিয়ে—দায় ত তোমারই। অন্যের সাহায্যের উপর ভরসা করাই সেখানে উচিৎ নয়।

পুরন্দর—ও-হো-হো—অমনি দরদ উথলে উঠলো বাপের বাড়ীর জন্য। সেবার শাশুড়ী ঠাকরুণ মারা যাবার সময় তোমাকে তাড়াহুড়ো করে পাঠালাম—যদি তার তু একগাছি সোনাদানা কিছু হাতাতে পারো। পারলে?

পরমা—কি করব! গিয়ে মাকে সজ্ঞানে দেখতে পেলাম না। তারপর ঐ শোকের আবহাওয়ায় আর কাউকে কিছু বলাও যায়না।

পুরন্দর—তবে আর কি, এখন সবাই মিলে আমাকে সজ্ঞানে খাটিয়ায় তোলো! এখন ভরসা একমাত্র লতু—সে নিশ্চয়ই বেশ কিছু

দেবে—ভরি তিনেকের এক ছড়া সোনার হার ত অবশ্যই…

ঘনা—(এতক্ষণ চুপ করে থেকে) হ্যাঁ বাবা, পিসি খুব ভাল। সেবার ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধে যখন গ্যাছিলাম, আমাদের কত আদর যত্ন করেছিল। আচ্ছা বাবা, তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাসতে না বাবা? তুমি 'বাবা' 'বাবা' বলে কত কাঁদলে।

পরমা—(বিতৃষ্ণ কণ্ঠে) ছাই করত! মরার সময় বাপের মুখে এক গণ্ডূষ জল দিল না, মুখাগ্নিও করেনি! ওসব কান্না-ফান্না সব লোক দেখানো। শ্রাদ্ধেও এক পয়সা খরচ করেনি!

পুরন্দর—(ধরা পড়ে গিয়ে) আরে, ঐ করেই ত লতুর মন ভেজালাম, শেষে ভুজুংভাজুং দিয়ে গণাকে ওদের কাছে গছিয়ে এলাম—সেও প্রায় সাত বছর হয়ে গেল। সেখানে খেয়ে পরে বেশ ভালই আছে গণা।

পরমা—হ্যাঁ ভালই আছে! ওর আর পড়াশুনা হল না, কোন চাকরির ব্যবস্থাও না। শুধু হাটবাজার করছে আর ফাই-ফরমাস খাটছে।

পুরন্দর—আহা, এত অধৈর্য্য হলে চলে? বড়লোক নিঃসন্তান পিসি-পিসের কাছে আছে। পরে নিশ্চয়ই একটা হিল্লে করে দেবে। রক্তের সম্পর্ক—ফেলনা তো নয়।

ঘনা—(হঠাৎ বাইরের জানালার দিকে চেয়ে) ও বাবা, ঐ ছাখো দাদা আসছে।

পুরন্দর—কে, গণা আসছে? (দ্রুত গিয়ে তক্তপোষের উপর আবার উবু হয়ে বসতে বসতে) নিশ্চয়ই লতুর কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়ে আসছে।

(মামুলি এক ঝোলানো ব্যাগ কাঁধে ২৩ বছরের গণার প্রবেশ, পরনে ন্যারো কাট ফুল প্যাণ্ট, বাহারের হওয়াই শার্ট চোখে শৌখীন চশমা—সবই পিসির পয়সায়।)

পুরন্দর—(খুসি হয়ে)—বাঃ, পিসির পয়সায় বেশ ত জামাপ্যাণ্ট

বাগিয়েছিস। (পরে সাগ্রহে) কিরে, তুই যে দেখি একা, লতু আসেনি? আসবে না? আমার চিঠি পেয়েছে?

গণা—হ্যাঁ, পেয়েছে। পিসি আসতে পারবে না।

পুরন্দর—তা হলে—? আমি যে চিঠিতে লিখেছিলাম…

গণা—এই যে বাবা, পিসি তোমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে।

পুরন্দর—(সাগ্রহে) কই দেখি, দেখি। (চিঠি হাতে নিয়ে পাঠ) (নেপথ্যে ললিতার কণ্ঠে)—শ্রীচরণেষু দাদা—অর্পিতার বিয়েতে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি ভিন্নজাতে বিয়ে করেছি—আমরা গেলে ওখানে সমাজে যদি কোন কথা ওঠে—তোমার ভগ্নীপতির মানে লাগবে। আবার ঐ নিয়ে পাত্রপক্ষও ঝামেলা পাকাতে পারে।…

পুরন্দর—না এলি তো বয়েই গেল—এখন আসল কথা, কাজের কথা বল।

(নেপথ্য নারী কণ্ঠ)—ভারি দেখে কিছু সোনাদানা পাঠাতে লিখেছো। আমাকে তোমরা কিছুই দাওনি—আমার এখন যা কিছু সবই তোমার ভগ্নীপতির দেয়া। তার বিনা অনুমতিতে আমি তা বিলিয়ে দিতে পারিনা। হ্যাঁ, আমি ঘর ছাড়ার সময় আমার কানে একজোড়া দুল ছিল—সেই দুল জোড়াটি গণার হাতে পাঠালাম—আমার আশীর্ব্বাদী…

পুরন্দর—(প্রচণ্ড চিৎকারে নেপথ্য নারী কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিয়ে) আর আশীর্ব্বাদ দরকার নাই—ঢের হয়েছে।

পরমা—(কঠোর স্বরে) এবার 'তোমার' রক্তের সম্পর্ক, ফেলনা ত নয়!

পুরন্দর—(নিজের মনে চেঁচিয়ে চলেছে) তা দেবে কেন? দেবার মত মনই ওদের নেই। সেইজন্যই ওদের ঘর শূন্য—ভগবানও সব দেখছে, সব বোঝে—তাইতেই কোন সন্তান দেয়নি। ওঃ! আমি এখন কী করি! মেয়ের বিয়ের সব খরচই কি নিজের

পুঁজি ভেঙে করতে হবে? আমার এত কষ্টের টাকা—আমি ফতুর হয়ে যাবো, ধনে-প্রাণে মারা যাবো! ও-হো-হো (বার-বার কপাল চাপড়াতে থাকে।)

(দু'জন বহিরাগত বাইরে থেকে) —আমরা আসতে পারি?

পুরন্দর—(তক্তপোষ ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে) কে? কে আপনারা? (কোমরের আলগা লুঙ্গি আঁটতে থাকে)

(ভিতরে প্রবেশ করে)

১ম—আমি প্যাণ্ডেলের কণ্ট্রাক্টার।

২য়—আমি ক্যাটারার।

পুরন্দর—কে—কে আপনাদের আসতে বলেছে? কে?

ঘনা—(বোকার মত) বা, বিয়েতে প্যাণ্ডেল লাইট মাইক আর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না! তোমার নাম করে আমিই আসতে বলেছিলাম।

পুরন্দর—(প্রচণ্ড চিৎকারে) না, কোন দরকার নেই। যান আপনারা, যান, চলে যান। বেরিয়ে যান। (বাহিরাগতদের সভয়ে প্রস্থান) (পরমার সামনে গিয়ে দুহাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে) নাও, ফুর্তি কর, মনের আনন্দে আমোদ আহ্লাদ কর। লাইট, মাইক, প্যাণ্ডেল-ক্যাটারার—আর কি চাই বলো, বলো! আমি পাগল হয়ে যাবো (মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল)।

পরমা—(সমানে পাল্লা দিয়ে) সবটাই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে গেলে এই হয়। ভবিষ্যতে আরো হবে!

(দুজনেই চেঁচাতে থাকে—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)।

সময়-বিকেল—শোবার ঘরে তক্তপোষের উপর দু'পা ছড়িয়ে বসে পরমা জানলার দিকে মুখ করে হিন্দী গান গাইছে—সিনেমার গান

পরমা—(গলা ছেড়ে)—আয়েগা, আয়েগা

আয়েগা আনেওয়ালা

আয়েগা আয়েগা···

(র‍্যাশনের ব্যাগ হাতে ঘনার প্রবেশ)

ঘনা—মা, এই যে র‍্যাশন নিয়ে এসেছি।

পরমা—এত তাড়াতাড়ি! (গান চলতে থাকে। তক্তপোষ থেকে নেমে চোখে বাইফোকাল চশমা লাগিয়ে মেঝেতে চাল গম ঝাড়তে বসে। কুলো ঝাড়তে জানেনা, কেবল দুপাশে দোলায় বা ঝাঁকায়)। কি করে ম্যানেজ করলি? (গান)

ঘনা—(বাহাদুরী দেখিয়ে) তুমিও আমাকে ক্যাবলা ভাবো নাকি? (মেঝেতেই বসে পড়ল) গিয়ে দেখি লাইনের সামনেই আমার বন্ধু মদনা। কায়দা করে চোখ টীপে বললাম—এই মদনা, তোর পিছনে আমি ছিলাম না—হঠাৎ পায়খানা পেল তাই বাড়ী চলে গ্যালাম না? মদনাও কায়দা করে বলল—সেই কখন গেলি—আয়, আয়। ব্যস্, মদনার পরেই আমি র‍্যাশন নিয়ে চলে এলাম। লোকে আমাদের কিছু বলতে সাহস পায় না—আমরা হলাম 'উঠতি'। তিন বছর ম্যাট্রিক পাশ করে রকবাজি করে বেড়াচ্ছি, বয়সও তো হয়ে গেল উনিশ কুড়ি, তাই না মা?

পরমা—(গান থামিয়ে) সেতো স্কুলের খাতায়—আসলে। হ্যাঁ, এই রকম চালাকি বা ডাঁট দেখাতে না পারলে এখনকার দিনে চলে না। সেবার স্কুলে ক্লাস সেভেনে গণাকে ফেল করিয়েছে। তোর বাবা আমাকে পাঠালো সেক্রেটারির কাছে। গট্‌গট্ করে ঢুকে গেলাম সেক্রেটারির ঘরে—শুনুন, আমার একটু কথা আছে। তখন অন্য একজন লোক তার সঙ্গে কথা বলছিল, বাধা পেয়ে বলল—আমি আগে এসেছি, আমার কথা শেষ হোক। রেগে বললাম—চুপ করুন, দেখছেন আমি একজন মহিলা আর আমার পায়ে জুতো আছে। (স্বগত—জুতোর কথা বলিনি, শুধু মেয়ে

মানুষের দোহাই দিয়েছিলাম।) ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেল—সেক্রেটারিও বলল—হ্যাঁ মা, আপনি বলুন। হুঁঃ।

ঘনা—(আনন্দে হাততালি দিয়ে) বাঃ, বাঃ, মা আমাদের বীর—তার উপরে লেখাপড়া জানা, আই এ পাশ—তাই না মা? তারপর কি হল মা?

পরমা—(তাচ্ছিল্যের সুরে) তারপর আর কি। সেক্রেটারিকে দিলাম আচ্ছা করে কথা শুনিয়ে—গরীব মানুষ আমরা, প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারিনা—তাই বলে ফেল করাবেন? একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল—কেরিয়ার কণ্ডেম হয়ে যাবে, তখন আপনি দেখবেন? ব্যস্, সুড়সুড় করে ক্লাস এইটে তুলে দিল। তারপর থেকে আর কোন ক্লাসে ফেল করায়নি। (আনন্দে হিন্দীগান)।

ঘনা—মায়ের আমার কত গুণ! সেজন্যই বোধ হয় আমাকে কোন ক্লাসে ফেল করায়নি, না হলে আমি ত ক্লাসে পড়া ধরলে উত্তর দিতেই পারতাম মা। (পরমা গানের সঙ্গে গর্বে মাথা দোলায়) মা, তুমি সবেতেই এক্সপার্ট। তুমি কি সুন্দর হিন্দী গান গাও, এখানে আমি কোন বাঙালী গিন্নী-বৌকে হিন্দী গান গাইতে দেখিনি। (পুরন্দর ঘরে ঢুকে পোষাক পাল্টে লুঙ্গি পরতে থাকে। পরমা ঘনা ভ্রুক্ষেপ করে না)। আমার হিন্দী গান আর জাসুসী সিনেমা দেখতে খুব ভাল লাগে। সেজন্য সপ্তাহে একদিন করে ঝাড়গ্রামে গিয়ে হিন্দী সিনেমা দেখে আসি।

পুরন্দর—(নিজের মনে) হ্যাঁ, রোজ বাজারের পয়সা মেরে সিনেমা ছ্যাখো আর আড্ডা দিয়ে বেড়াও। হ্যাঃ।

পরমা—এখানে একটা সিনেমা হল নেই, থাকলে আমিও কত সিনেমা দেখতে পারতাম।

ঘনা—সত্যি মা, এ জায়গাটা একটুও ভাল না।

পুরন্দর—শীগগিরই এ জায়গা ছাড়তে হবে, আর বেশী দেরী নেই। ভাগ্যিস এখানে সিনেমা নেই—থাকলে মা ছেলে দুজনেই আমার

পকেট কাটতো।

ঘনা—আঃ বাবা, আমরা কথা বলছি—তোমার বক্‌বকানি থামাও তো।

পুরন্দর—(তক্তপোষের উপর উবু হয়ে বসতে বসতে চিৎকার করে) চোপরও হারামজাদা—আমি সবাইকে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, আমি যা খুসি তাই করবো।

ঘনা—তুমি তো সারাদিন কেবল শুয়ে বসে থাকো, কোন কাজ কর না—আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা বক্‌বক্ কর। এই জন্যই মা তোমাকে রাতের বেলায় পাশের কুঠুরির খাটিয়ায় 'একঘরে' করে রেখেছে।

পুরন্দর—এঃ, 'একঘরে' করে রেখেছে—আমি নিজের ইচ্ছেয় শুই। 'একঘরে' করে রাখলে তোদের জন্ম হল কি করে রে হারামজাদা —য়্যাঃ!

পরমা—সে যখন হয়েছে, তখন হয়েছে। এখন আর একটা রাতও তোমার সঙ্গে একই ঘরে বাস করা সম্ভব নয়। তোমার বক্‌-বকানিতে আমার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে।

পুরন্দর—(হঠাৎ তক্তপোষের উপর চিৎপাত শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে) তবে আমার বাড়ীতেই বা আছো কেন, সবাই নিজের রাস্তা দেখ। হ্যাঃ! এই সংসারের জন্য সারাজীবন খেটে মরলাম! আমি জানি, আমি মরার সময় কেউ আমার মুখে জল ত দেবে না, পেচ্ছাবও করবে না। আমি ভাল করেই জানি। হ্যাঃ। যাক, আর বেশীদিন নেই, যে আমার কথা শুনবে না তাকেই আমি তাড়াবো। আজ অফিসে পোষ্টমাষ্টার মশাই নোটিশ ধরালো, আর ঠিক দু' বছর পরেই আমাকে রিটায়ার করতে হবে। আঃ, আমি তখন কি করবো—টাকা —টাকা—টাকা আসবে কোথেকে, পেনসনের টাকায় নিজেরই চলবে না, এই গুষ্টির পিণ্ডি যোগাবো কি দিয়ে? তাড়াবো,

তাড়াবো—সবাইকে তাড়াবো। হ্যাঃ।

পরমা—তোমার এত বয়েস হয়ে গ্যাছে! বলতে যে তোমার বয়েস আরো কম।

পুরন্দর—সে সব অফিসের ব্যাপার—বুঝবেনা তোমরা। নিজেও কচি খুকীটি আছো ভেবোনা—বয়েস পঞ্চাশ ছুঁতে চলল।

পরমা—মোটেই না। যাক, রিটায়ার করে কি করবে, এই ভাড়া বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাবো আমরা।

পুরন্দর—সে আমার ভাবনা আমি ভাববো—তোমাদের কি?

পরমা—(কথাটা গায়ে মাখে না) আচ্ছা, রিটায়ারের পর এখানেই একটা বাড়ী করলে হয়না? পঁচিশ বছরের উপর মশাগ্রামে আছি—খুব মায়া পড়ে গ্যাছে।

পুরন্দর—(আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তক্তপোষে উবু হয়ে বসে) বাড়ী করবে! বাড়ী করা অত সস্তা কিনা! অন্তত পঞ্চাশ হাজারের কমে একটা ছোট বাড়ীও হয়না—সেও এই মশাগ্রামের মত অজ জায়গায়। কোন শহরে বা কলকাতার কাছে হলে ত কথাই নেই। বাড়ী করবে! হুঃ!

ঘনা—(হাতল ভাঙা চেয়ারটায় বসতে বসতে) বেশ দরকারি একটা আলোচনা হবে—ভাল করে শুনতে হচ্ছে।

পরমা—(রেশনের জিনিষগুলো হাঁড়িতে তুলে রেখে একটা মোড়া টেনে বসতে বসতে) তাহলে কি করবে ভাবছো?

ঘনা—ও বাবা, বাবা। আমি একটা কথা বলবো? আমরা তখন কলকাতায় পিসির বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারি না?

পুরন্দর—হারামজাদা দেখি বুদ্ধিতে বাপকে টেক্কা দেবে। লতুর বাড়িতো হাতেই আছে—সেজন্যই আগে থেকে গণাটাকে ওদের কাছে গছিয়ে রেখেছি! কিন্তু তোদের পিসেটি যদ্দিন আছে কি করে বলা যায় না। (একটু ভেবে) য়্যাই শুনছো—ভেবে দেখলাম বাড়ী আমাদের করতে হবে না। অন্য উপায় আছে।

আমার মাথায় দুটো প্ল্যান আছে।

ঘনা—(সাগ্রহে) কি প্ল্যান বাবা ?

পরমা—মেয়ের বিয়েতে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার প্ল্যানের মত আবার ভেস্তে না যায় !

পুরন্দর—না তা যাবে না—এ একেবারে কংক্রীট প্ল্যান, বোয়েছো ?

পরমা—আচ্ছা, শুনি তোমার কংক্রীটের প্ল্যানের কথা।

পুরন্দর—ঐ বনমালীবাবু, আমাদের স্বঘর, মস্ত বড় কণ্ট্রাক্টর, দেদার টাকা, চার-পাঁচখানা বাড়ী—একটা এখানে, আর সব ঝাড়গ্রাম রাঁচি হাজারিবাগ ধানবাদ আর কোথায় কোথায়···

পরমা—বনমালীবাবুর টাকা, কতগুলো বাড়ী—তো আমদের কী ?

ঘনা—(অধৈর্য্য হয়ে) আঃ মা, বাবাকে বলতে দাওনা।

পুরন্দর—হ্যাঁ,—সেই বনমালীবাবু বড় মেয়েটার সেবার বিয়ে দিল, শুনেছি একটা বাড়ীও মেয়ে-জামাইকে লিখে দিয়েছে।

ঘনা—হ্যাঁ বাবা, কেয়াদি। মা, সেদিন তোমাকে কেয়াদির বিয়ের প্যাণ্ডেলের কথা বলছিলাম না ?

পুরন্দর—তাদের আর আছে ছোট মেয়েটি—কোন ছেলে নেই। গণাকে চিঠি লিখে দাও, যেন ঘন ঘন পিসির পয়সায় এখানে আসে—অসুস্থ বাপকে দেখতে—আর তাকে লেলিয়ে দেবে বনমালীবাবুর ছোট মেয়ের দিকে। তুমিও তাদের অন্দর মহলে যাতায়াত করে গণার গুণের কথা, তার পিসির দৌলতে বিরাট ভবিষ্যতের কথা রং চড়িয়ে বলবে।

পরমা—(এক কথায় মেনে নিয়ে) হ্যাঁ, এটা সম্ভব মনে হয়।

পুরন্দর—তোমরা মা-ব্যাটাতে লেগে পড়—তারপর আমার বুদ্ধি আর তোমার হাতযশ। হ্যাঃ !

ঘনা—আর একটা প্ল্যান—বাবা ?

পুরন্দর—সে হল গিয়ে তোদের মেজোমাসী—মেসোর গৌরীদহের বাড়ী।

পরমা—(আশ্চর্য্য হয়ে) মেজদি-জামাইবাবুর বাড়ী, তা আমাদের কী ?

পুরন্দর—(ভালমানুষের মত) না, আমাদের কিছু না। কথা হল, ওঁদের সন্থ বিয়ে হওয়া মেয়েটা মরে গেল, এ বয়সে আর ছেলে মেয়ে হওয়ার আশা নেই। ঘনা মাসী-মেসোকে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখুক—পাশ করে বসে আছি, এখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই তোমাদের কাছে থেকে পলিটেকনিকে পড়তে চাই। একবার সেখানে গছাতে পারলে, যদি মায়া পড়ে যায়, তবে অনেক কিছুই হতে পারে !

ঘনা—(সোৎসাহে) হ্যাঁ বাবা, আমি কালই চিঠি লিখবো। সেবার ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধে কলকাতা গিয়ে একদিন মার সঙ্গে মেজোমাসীর বাড়ী গ্যাছিলাম। মাসী-মেসো খু-ব ভাল, কত আদর যত্ন করলো। আমি গৌরীদহে যাবো।

পরমা—তুমি দেখি সব পরের সম্পত্তি হাতাবার তালে আছো !

পুরন্দর—যে সম্পত্তি ভোগ করার কেউ নেই তার দিকে হাত বাড়ানো দোষের নয়। কেড়ে তো নিচ্ছি না।

ঘনা—(আনন্দে) বাবা, ও বাবা—আমাদের তবে তিন তিনটে বাড়ী হবে ! এতগুলো বাড়ী নিয়ে আমরা কি করবো, বাবা ?

পুরন্দর—(স্বগত—সে প্ল্যানও আমার আছে—সবগুলো পেলে অন্য-গুলো বেচে ভাল বানিজ্য করবো আর লতুদের কলকাতার বাড়ীটাই শুধু রাখবো।) এক বাড়ীতে তোর মা আর আমি থাকবো, একটাতে গণা থাকবে বৌ নিয়ে, আর একটাতে তোকে বিয়ে দিয়ে রাখবো রে হারামজাদা।

ঘনা—(চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে নৃত্য) আমাদের তিনটে বাড়ী হবে। আমার বিয়ে হবে, বাবার মাথায় কি বুদ্ধি !

(পুরন্দর দাঁত বের করে হাসতে থাকে, পরমা সংশয় ও লোভের দৃষ্টিতে বাপ-বেটার দিকে চেয়ে থাকে—পর্দা নেমে আসে)।

নবম দৃশ্য

গৌরীদহে জগদীশ-শৈলজার শোবার ঘর। বেলা দশটা এগারোটা। ঝি সুধা শৈলজার মাথার চুলের জট ছাড়াবার চেষ্টা করছে। শৈলজাকে আগের চেয়ে অনেক রোগা ও ক্লান্ত অবসন্ন দেখাচ্ছে, সোফার এক পাশে অন্যমনস্কভাবে বসে আছে। দু'-চোখের কোণে কালি পড়েছে, যেমন-তেমন করে শাড়ী পরা। (পুরো দৃশ্যতেই করুণ সুর বাজবে।)

সুধা—গিন্নীমা, কাল তুমি দুপুরে কিছুই মুখে দাওনি। রাতে কী খেয়েছিলে ?

(শৈলজা নিরুত্তর থাকে)।

সুধা—আজ দুপুরে খাবে তো ? না খেয়ে না খেয়ে শরীরের কি অবস্থা করেছো একবার চেয়ে ছাখো···।

শৈলজা—(কথার জবাব না দিয়ে—হঠাৎই) হ্যাঁ রে, সুধা, গৌরীদহে সেই দীঘিটা তুই দেখেছিস যে দীঘিতে বহুকাল আগে জমিদারের মেয়ে গৌরী স্নান করতে সময় ডুবে গেছল ? সে দীঘিতে অনেক জল—না রে ?

সুধা—না, গিন্নীমা। জন্ম থেকেই তো এই গেরামে মানুষ। ছোট বেলায় সেই দীঘির পাড়ে আমরা কত খেলা করেছি—তখনই তাতে জল ছিল না। তারও কত আগে সে দীঘি হেজেমজে গিয়ে একেবারে শুকনো খট্‌খটে—সেখানে তখন গরুবাছুর চরে বেড়াতো। এখন তো সে দীঘির চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়না—কত লোক সেখানে বাড়ীঘর করে বাস করতেছে।

শৈলজা—(অন্যমনস্কভাবে) জল থাকলে বেশ হত না রে ? আমিও একদিন সে দীঘিতে ডুব দিতাম, আর উঠতাম না। অভাগা যেদিকে চায় সাগরও শুকায়ে যায়—আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

সুধা—এমন কথা বোলোনি গিন্নীমা—আমার কষ্ট লাগে।

শৈলজা—(সাগ্রহে) তবে বল, আমার নন্দা।আর অভিষেক একদিন ফিরে আসবেই। আমি যে ওদের জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছি।

সুধা—ভগবান চাইলে অবশ্যই নন্দাদিরা ফিরে আসবে—গিন্নীমা। এখন চলো, স্নান সেরে দুটি কিছু মুখে দেবে।

শৈলজা—(চোখের জলে) ঠিক বলেছিস, সুধা—ভগবান চাইলে সবই হতে পারে। পৃথিবীতে কত কীই ত ঘটে—তাই না ?

(জগদীশের প্রবেশ—সঙ্গে একজন ডাক্তার, বয়স ৪০ মত)

জগদীশ—শৈল, ডাক্তারকে নিয়ে এসেছি—তোমার কি স্নান হয়েছে ?

শৈলজা—(করুণভাবে) আবার ডাক্তার কেন ? আমার কী হয়েছে !

ডাঃ—না বৌদি, আপনার কিছু হয়নি। তবে একটা কথা, আপনি যে ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছেন না, এতে শরীর টিকবে কি করে ? গত দু'আড়াই বছর ধরে আপনি এত অনিয়ম করছেন, সে কি ভাল ?

শৈলজা—আমার যে কিছু ভাল লাগে না ! বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

জগদীশ—আবার ঐ কথা বলছো ? আমার কথা একবার ভাবো, শৈল।

শৈলজা—(আকুলভাবে) তবে বল—কবে আমাদের নন্দা ফিরে আসবে ?

ডাঃ—মনকে শক্ত রাখুন বৌদি। (প্রেসার মেপে, সুধা সাহায্য করে। দেখুন, আপনার প্রেসার কত নেমে গেছে—ঠিকমত খাওয়া দাওয়া না করলে কবে হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। 'লক্ষ্মী' বৌদি —আপনার শরীরের একটু যত্ন নেবেন। আজ চলি আমি—কেমন ? চলি জগদীশদা— (প্রস্থান)।

সুধা—গিন্নীমা, তুমি এসো—আমি স্নানের জল দিচ্ছি। (প্রস্থান)

শৈলজা—ওগো, আমি কি নিয়ে বাঁচবো—কিসের আশায় বাঁচবো ?

জগদীশ—শোনো শৈল—অত ভেবোনা। এক কাজ করবে? চলো, আমরা দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসি—কাশী, হরিদ্বার কিম্বা দক্ষিণ ভারতে…।

শৈলজা—কি হবে গিয়ে! নন্দা যদি ফিরে আসে—আমাদের না দেখে যদি অভিমান করে চলে যায়…।

জগদীশ—আচ্ছা, বেশীদূর না হয় না গেলাম। চলো আমরা শ্রীপুর থেকে ঘুরে আসি। সেখানে তোমার বাবা আছেন, গোপালের দুই ছেলে-মেয়ে আছে—সবাইকে দেখলে তোমার মন…।

শৈলজা—ওগো, না-না। সেখানে আমার মা নেই, বাবা যখন জিজ্ঞেস করবেন—আমার নন্দাদিকে সঙ্গে আনিস নি, সে কেমন আছে?' —আমি কী বলবো? (কেঁদে) না-না, সে আমি পারবো না…

জগদীশ—আচ্ছা, থাক তবে এসব কথা। এখন চলো, স্নান করে দুটি মুখে দেবে এসো। কাল রাতে শুধু এলগ্লাস দুধ অনেক কষ্টে খাওয়াতে পেরেছি। তুমি না খেলে আমিই বা খাই কি করে? আমারও যে কিছু ভাল লাগে না।

শৈলজা—(নিরুপায়ভাবে) আচ্ছা—চলো তবে। ভাল লাগে না—আমার খেতে ভাল লাগেনা।

(জগদীশ সযত্নে শৈলকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যায়—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

দশম দৃশ্য

মশাগ্রামে পুরন্দরের শোবার ঘর। ঘনা একা তক্তপোষে উবু হয়ে শুয়ে একটা ছেঁড়া সিনেমা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে। খালি গা, পরনে ডোরাকাটা আণ্ডারওয়ার-জাতীয় হাফপ্যাণ্ট, মাথার কাছে রাখা একটা সস্তা ট্র্যাঞ্জিস্টার রেডিও থেকে তারস্বরে হিন্দি গান বেজে চলেছে—ঘনা বেতালায় মাথা দোলাচ্ছে। র‍্যাশনের

ব্যাগ হাতে সমবয়সী বন্ধু মদনের প্রবেশ। সময় বেলা ২/৩টা।

মদন—এই ঘনা, শুয়ে শুয়ে রেডিও বাজাচ্ছিস—র‍্যাশন ধরতে যাবি না?

ঘনা—(রেডিওর আওয়াজ ছোট করে উঠে বসতে বসতে) আয় মদনা, বোস্। নারে, আজ বোধহয় র‍্যাশন ধরা হবে না। বাবা টাকা দিয়ে যায় নি, মা-ও বাড়ীতে নেই।

মদন—তবে তুই থাক, আমি চলাম—কতক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হবে কে জানে!

ঘনা—আরে, কায়দা করে লাইনে ঢুকে যাবি—সেদিন তুই যেমন আমাকে ঢোকালি।

মদন—সবদিন ওসব কায়দা চলে না, বুঝলি—কবে ধরে প্যাঁদানি দিয়ে দেবে হয়ত।

ঘনা—ইস্! বাড়ীতে কেউ থাকলে আমি তোর সঙ্গে গিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে দিতাম! প্যাঁদানি দিলেই হল—আমরা সব 'উঠতি' না? তুই একটু বোস্, মা হয়ত এক্ষুনি এসে যাবে।

মদন—তোর মা কোথায় গ্যাছে?

ঘনা—ঐ ত বনমালী কাকুদের বাড়ী—দুপুরে খেয়ে উঠেই গ্যাছে।

মদন—হ্যাঁরে ঘনা, সবাই বলছে বনমালীকাকুর ছোট মেয়ে কাবেরীর সঙ্গে নাকি তোর দাদা গণাদার বিয়ে হবে? সত্যি!

ঘনা—(আগ্রহ না দেখিয়ে) সেই রকমই ত কথা চলছে।

মদন—হলে তোরা একটা মস্ত বড় দাঁও মারবি মাইরি—ওরা যা বড়লোক না!···না ভাই, আমি যাই—

ঘনা—আরে বোস্ না একটুখানি···

মদন—যাঃ, তোর কাছে বসতে ভাল লাগছে না। তুই এত বড় দামড়া ছেলে অথচ বাড়ীতে, পাশের মাঠে সব সময় আণ্ডারওয়ার পরে থাকিস—ভীষণ অসভ্য অসভ্য লাগে দেখতে।

ঘনা—কি করবো বল? বাবা বাড়ীতে প্যান্ট বা লুঙ্গিও পরে থাকতে

দেয় না—দেখলে পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেবে। বাবা বলে, জামা প্যান্ট সব সময় পরে থাকলে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাবে আবার কিনতে কত টাকা লেগে যাবে। কথাটা এক হিসেবে ঠিকই—নাকি বল? বাবা তো আগে বাড়ীতে সারাক্ষণ গামছা পরে থাকতো। বাবার আবার হাইড্রোসিল আছে তো—তাই মা অনেক বকাবকি করে বাবাকে লুঙ্গি পরা ধরিয়েছে।

মদন—তবে বাড়ীতে ন্যাংটো হয়ে থাকলেই পারিস—আণ্ডারওয়ারটাও তাহলে ছিঁড়বে না। থাক তুই তোর বাবার হাইড্রেসিল নিয়ে। —আমি চললাম। (দ্রুত নিষ্ক্রান্ত)।

ঘনা—এই মদনা—দাঁড়া—শোন…। ধুস্। বাবার কিপ্টেমির জন্য বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রেষ্টিজ পাংচার হয়ে যায়। কি যে করি…(রেডিওটা আবার জোরে বাজিয়ে দিল)।

(বিড়বিড় করতে করতে পুরন্দরের প্রবেশ, অফিসের পোষাক পাল্টে লুঙ্গি পরতে পরতে—

পুরন্দর—শালা পোষ্টমাষ্টারকে এত বছর ধরে তেল দিলাম—কোন কাজই হল না! য়্যাই হারামজাদা, রেডিও বন্ধ কর (ঘনা রেডিও বন্ধ করল)। এ্যাতো করে বললাম—অন্ততঃ দুটো বছর এক্সটেনশনের জন্য দু কলম লিখে দিতে, তা এক কলমও কি লিখলো! না লিখলো, আমার বয়েই গ্যাছে, আমিও বাকি কটা দিন খালি ফাঁকি মারবো। এতদিনই কি ভাল করে কাজ করেছি—অর্ধেক সময় বসে বসেই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, আর ওভারটাইমের বিল ভারি করেছি। তেল দিতে গিয়ে গাঁটের পয়সা একটাও খরচ করিনি—শুধু ভাল ভাল মুখের কথাই খসিয়েছি। এখন থেকে তাও করবো না—কর, কি করবি কর! হ্যাঃ!

ঘনা—(রেডিয়ো, সিনেমার পত্রিকা ঘরের একপাশে রাখতে রাখতে) ও বাবা, এসে থেকেই বক্‌বক্ শুরু করেছো?

পুরন্দর—চোপ-রও হারামজাদা—আমার ইচ্ছা আমি বক্‌বক্‌ করবো —তোর কি ?

ঘনা—যত ইচ্ছা বক্‌বক্‌ কর। র‍্যাশন আনতে হবে কি না—র‍্যাশনের টাকা দাও।

পুরন্দর ওসব টাকা ফাকা আমি দিতে পারবো না। তোর মা গেল কোথায়, সে টাকা দিল না ক্যানো ?

ঘনা—মার কাছে কি টাকা থাকে ? টাকা তো তোমার বাক্সে আর তার চাবিটা তোমার পৈতেয় বাঁধা। মা টাকা দেবে কোত্থেকে ! মা কি রোজগার করে ?

পুরন্দর—(মুখ খিঁচিয়ে) না, কারো রোজগার করার দরকার নেই গুষ্টিসুদ্ধ কেবল গেলো—আঃ ! তা তিনি গ্যালেন কোথায় ?

ঘনা—ভ্যাখো বাবা, মাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলবে না। মা গ্যাছে, তোমারই কথামত, বনমালীকাকুর বাড়ী—সেই যে, দাদার বিয়ের চেষ্টা করতে—মা তো প্রায় রোজই ওখানে যায়।

পুরন্দর যা তো চেষ্টা হচ্ছে ! হ্যাঃ ! ঐ চেষ্টার নাম করে রোজ সেজেগুজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে। আমি সব জানি সব বুঝি···

(বাহারি ছাপা শাড়ী পরা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে পরমার প্রবেশ—অজ পাড়াগাঁয়েও সে ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া পথে বেরোয় না।)

পরমা—(ভ্যানিটি ব্যাগ আলনায় ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে) কি সব জানো—বোঝো ?

পুরন্দর—(কথা উল্টে) ঐ ঘনাকে বলছিলাম, র‍্যাশন আনার নাম করে আড্ডা দেয়ার মতলব আর কি। হ্যাঃ ! তা তোমার ওদিকের কাজ কতটা এগোলো ?

পরমা— চেষ্টা তো করে যাচ্ছি, অনেকটা এগিয়েছেও—ওরাও বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ঘনা—হ্যাঁ বাবা, পাড়ায়ও সবাই বলাবলি করছে—এই মাত্র আমার বন্ধু মদ্না এসেছিল, সেও বলে গ্যালো।

পরমা—ঐ ছেলেটার নাম আমার সামনে করবিনাতো—বাপ-মা বেছে বেছে কি একটা অসভ্য নাম রেখেছে···

পুরন্দর—কেন, বেশ সুন্দর নাম তো—(উঁচু গলায়) মদ্না—মদন—ম-দো-ন।

পরমা—তোমার তো ঐ সবই ভালো লাগে—দিনরাত মুখে ছোটলোক ইতরদের ভাষার খই ফুটছে! সে যাক্, তুমি আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে—?

পুরন্দর—কেন, তোমার অভিসারে বিঘ্ন ঘটালাম নাকি?

পরমা—ফের ইতরের মত কথা—তাও আবার ছেলের সামনে!

পুরন্দর—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—একটু রসিকতা করছিলাম, বুইলেনা। তা কতদিনে বনমালীর মেয়েটাকে গেঁথে তোলা যাবে?

পরমা—কি করে বলবো—একটু সময় তো লাগবেই, হাজার হোক মেয়েটা কলেজে পড়ছে, এ সব মেয়ের মন চট্ করে বোঝা যায় না।

পুরন্দর—কেন—গণা প্রত্যেক সপ্তাহে আসছে, ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছে তবু দেরি কিসের? তবে গণাটাও একটা মাকাল ফল—হবে না—আমারই ব্যাটা তো। দিনরাত বাপ-পিসির পয়সায় বাবুগিরি করা আবার সিগারেট ফোঁকাও ধরেছে। ওর দ্বারা কিছু হবে না। হ্যাঃ!

পরমা—এসব তাড়াহুড়োর কাজ না। আর মেয়েদের মন ভোলাতে গেলে একটু ষ্টাইল দেখাতেই হয়—সেজন্য গণাকে দোষ দেয়া যায় না। তুমিই বা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

পুরন্দর—না—ব্যস্ত হব কেন! তোমাদের মত নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবো! শালা, যত চিন্তা ভাবনা সব একা আমার। (হঠাৎই তক্তপোষে চিৎপাত শুয়ে পড়ে হাত পা ছুড়ে) আমি

এখন কি করি? আমার রিটায়ারের আর পুরো ছমাসও বাকি নেই। রোজগার পেনসনের তলানিতে এসে ঠেকবে, এদিকে বাড়ির মালিকের সঙ্গে চুক্তি আছে, যেদিন রিটায়ার করবো তার পরদিনই বাড়ী খালি করে দিতে হবে। আঃ, উঃ! আমার মাথা ঘুরছে। আজও একটা বাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারলাম না। একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেলে যে মালপত্তর নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। (বেসুরে) বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা···

পরমা—আমি তখনই বলেছিলাম একটা বাড়ী তৈরী কর।

পুরন্দর—(তড়াক করে উঠে আবার তক্তপোষে উবু হয়ে বসে) বললেই হল! টাকা কোথায়? (ব্যঙ্গ করে) বলোনা তোমার বাপ-দাদাকে টাকা পাঠাতে, আমিও তোমার জন্য 'প্যালেস্' বানিয়ে দি। বলো—বলো! সে বেলা কেউ নেই—হ্যাঃ!

পরমা—আমার বাবা টাকা দেবে কেন? যা দেবার বিয়েতেই তো আদায় করে নিয়েছো! পেনসনের সঙ্গে যে টাকা পাবে তাই দিয়েই তো বাড়ী করা যায়।

পুরন্দর—হ্যাঁ, আমি আমার সব টাকা, সব সঞ্চয় দিয়ে বাড়ী করি আর বৃদ্ধ বয়সে খাওয়া-চিকিৎসার অভাবে মারা পড়ি। এই অপদার্থ ছেলেরা আমাকে দেখবে না অথচ বাড়ীটা দখল করবে—এ আমি ভালই জানি-হ্যাঁঃ।

ঘনা—(এতক্ষণ বাবা-মার কথা শুনে) ও বাবা, আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না—আমি একটা চাকরি পেলেই নিজের ব্যবস্থা করে নেব। কিন্তু তুমি যে পিসির বাড়ীর কথা বল, পিসে মারা গেছে, এখন অনায়াসে সেখানে···

পুরন্দর—হ্যাঁ, ছমাস আগে লতুর বর হঠাৎ মারা গেল, বাড়ীটাও লতুকে দিয়ে গেছে। শ্রাদ্ধের সময় গিয়ে লতুকে খুব মৌখিক সহানুভূতিও দেখিয়েছি। কিন্তু—

পরমা—(খোঁচা দিয়ে) গিয়ে তো কতবার ইনিয়ে বিনিয়ে রিটায়ারের

গল্প শোনালে—কিন্তু ঠাকুরঝি একবারো কোন আগ্রহ দেখালো কি? এই তো তোমার আপন বোন আর তোমার প্ল্যান!

পুরন্দর—(পরমার মুখের সামনে হাত নেড়ে) আ-হা-হা, খুব যে কথা শোনাচ্ছো! তোমার আপন বোন-শৈলদেবী আর মিঃ জগদীশ কি করলো? ঘনাকে দিয়ে কতগুলো চিঠি লেখালাম—কেমন কায়দা করে এড়িয়ে গেল।

ঘনা—(মাঝখানে বাধা দিয়ে) হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছো। ঐ মাসী মেসো মোটেই ভাল না। ওখানে থেকে পলিটেকনিকে পড়তে চাইলাম, একবার ডাকলোও না। আমি আর কখনো ও বাড়ীতে যাবো না, পরে কোনদিন সুযোগ পেলে এর শোধ······

পরমা—(বাধা দিয়ে) আহা, তখন সদ্য নন্দা মেয়েটি মারা গেছে, মেজদির কি মাথার ঠিক ছিলো? আর এখন তো······(মুখে কান্নার ভাব টেনে আনল)।

পুরন্দর—হ্যাঁ, এখন তো তিন মাস হল তোমার সে মেজদি মারাই গেছে। মিঃ জগদীশ এখন এতবড় বাড়ীটা নিয়ে কি করবে······ একা একা আছে······

ঘনা—ও বাবা, ও বাবা, আমি একটা কথা বলবো? আগে তুমি মেজোমাসীর বাড়ী যাওনি কিন্তু মাসীর শ্রাদ্ধের সময় মাকে নিয়ে কেন গ্যালে? যাওয়া উচিৎ হয়নি।

পরমা—(তিক্ত কণ্ঠে) তোদের বাপ কোন বিয়ে শাদীতে নিজে যায় না, আমাকেও যেতে দেয় না—গেলেই যে টাকা সোনাদানা কিছু দিতে হয়। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ঠিক যায়—বিনে খরচায় বেশ খ্যাঁটটি হয় তো।

পুরন্দর—না, তোমরা কেউ জানো না—সে জন্য নয়। আমি গেছিলাম মিঃ জগদীশ কেমন বাড়ীখানা করেছে দেখতে আর তার মানসিক অবস্থা কি বুঝতে।

পরমা—(উদ্বিগ্ন হয়ে) বাড়ী দেখে, মনের অবস্থা বুঝে তোমার লাভ ?

পুরন্দর—আছে, আছে। সেদিন বলেছিলাম আমার শেষ কংক্রীট প্ল্যানের কথা। এখন মন দিয়ে শোনো। মিঃ জগদীশের বাড়ী ভোগ করার কেউ নেই—ঐ বাড়ী আমার চাই, যেমন করেই হোক। তোমার মেজদি মারা যাবার পর……

পরমা—(বিরক্ত হয়ে) তোমার দেখছি শকুন শেয়ালের মত স্বভাব —কবে কে মরছে সেই ভেবে সর্বক্ষণ ভাগাড়ের দিকে চেয়ে আছো ! অগ্রদানী বামুনের বংশ তো, এছাড়া আর কি হবে ? কেবল পরের জিনিস হাতনোর মতলব।

পুরন্দর—সে তুমি আমাকে শেয়াল শকুন—কাক কুকুর যা বল আমার বয়েই গেল। কোন কথায় আমার কিছু যায় আসে না, গায়ে ফোস্কাও পড়ে না। আসলে আমি হলাম শকুনি—আমি জানি তাক বুঝে পাশা ফেলতে। এখন যা বলছি শোনো। তোমার মেজদি মারা যাবার পর মিঃ জগদীশের মনের যে অবস্থা দেখে এলাম—এ অবস্থায় তুমি যাবে গৌরীদহে, তোমার জামাইবাবুর দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে আমরা রিটায়ার করার পর তার সঙ্গে থেকে তাকে শেষ বয়সে দেখার কথা বলবে। আর এমনিভাবে শেষে বাড়ীটা হাত করতে হবে।

পরমা—(ব্যাকুলভাবে) না-না-এ হয় না, এ আমি পারবো না। পুরো তিনমাসও হয়নি মেজদি মারা গেছে…শ্রাদ্ধের সময় গিয়ে দেখে এলাম জামাইবাবু শুধু নন্দা আর মেজদির নাম করে কাঁদছে, মানুষটা সব হারিয়ে যেন কেমন হয়ে গেছে…

পুরন্দর—সেই জন্যই তো তোমার যাওয়া দরকার। না হলে তার মনের এই অবস্থায় যদি বাড়ীটা কোন মিশনকে দান করে বিবাগী হয়ে যায় ? তার চাইতে একটু চেষ্টা করলে যদি তোমার স্বামী পুত্‌রদের একটা স্থায়ী মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় সে চেষ্টা করতে দোষ কি ?

পরমা—(শ্লেষের সঙ্গে) না, দোষ হবে কেন! একজনের বিপদের সুযোগ নিয়ে যে এমন কথা বলতে পারে তাকে আমি ঘেন্না করি!

পুরন্দর—(ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চের মাঝখানে উঠে এসে পরমার মুখের সামনে হাত নেড়ে) তা তো করবেই। জামাইবাবুর দুঃখে বড় যে পরাণ কাঁদছে! তার চেয়ে তোমার পতি পুত্তুরদের কথা-একটু ভাবো—হ্যাঃ! ওসব বিপদের কথা রাখো—আমি যা বলছি তোমাকে তাই করতে হবে। দরকারে বাড়ীর জন্য কিছু টাকা ধরে দেবার কথা বলবে—তাতে আমারও মান থাকবে তোমার কথাও থাক্‌বে।

ঘনা—(আবার মাঝখানে পড়ে) ও মা, তুমি বাবার কথা শোনো—বাবা তো কিছু মন্দ কথা বলেনি।

পরমা—চুপ কর! এটা একেবারেই ক্যাবলা—ঝোলের লাউ অম্বলের কদু।

পুরন্দর—সবাই ক্যাবলা শুধু তুমি চালাক—বেশ! এখন আমি যা বলছি তাই কর—গৌরীদহে রওনা দাও।

পরমা—(চিৎকার করে) আমি যাবো না—কিছুতেই না—

পুরন্দর—(গলা চড়িয়ে) তোমাকে যেতেই হবে—আমার হুকুম—

(পরমা—পুরন্দর বারবার একই কথা বলে চলেছে আর ঘনা মাঝে মাঝে 'ও বাবা, তুমি অত চেঁচিও না' 'ওমা তুমি চুপ করো, বাবার কথা শোনো'—বলে যাচ্ছে—এরই মধ্যে মঞ্চের পর্দা নেমে আসবে)

একাদশ দৃশ্য

সময়-সকাল ১০/১১টা। পুরন্দর যথারীতি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে তক্তপোষে শুয়ে নিজের হাত দুটো চোখের সামনে তুলে নিজেই হস্তরেখা বিচার করছে। ঘনা এতক্ষণ বাইরে আড্ডা দিয়ে ঘরে ফিরল।

ঘনা—ও বাবা, তুমি এখনও শুয়ে আছ। অফিসে ত গ্যালে না, এতক্ষণ রান্নাটাও বসাও নি। বেলা দুপুর হয়ে গ্যালো—কখন খাওয়া হবে? দুদিন হল মা গৌরীদহে আর কোথায় কোথায় গ্যাছে এদিকে দুবেলা ভাতে ভাত খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গ্যালো!

পুরন্দর—যা, যা, বিরক্ত করিস না, তুই গিয়ে উনুনটা ধরা, পরে দেখা যাবে···(একমনে হাতের রেখা দেখতে থাকে)

ঘনা—তুমি ধরাও না—শুয়ে শুয়ে কি করছো?

পুরন্দর—এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছে—শীগগিরই কিছু সম্পত্তি আমার হাতে আসবে।

ঘনা—মা তো আজই গৌরীদহ থেকে ফিরবে—নিশ্চয়ই খুব ভাল খবর আনবে, তাই না বাবা?

পুরন্দর—(তক্তপোষে উবু হয়ে বসে আনন্দে হাঁটু দোলাতে দোলাতে) আনবে কিরে, আনলো বলে—তোর মায়ের ফেরার ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে, সে এলো বলে। যা তুই তাড়াতাড়ি উনুনটা ধরা···

ঘনা—বলছি আমি ওসব কাজ পারি না—তুমি দাদাকে বল।

পুরন্দর—তা পারবে কেন—পারো শুধু গিলতে আর আড্ডা দিয়ে বেড়াতে। তা সে হারামজাদা কোথায়?

ঘনা—ঐ তো পাশের কুঠুরীতে তোমার খাটিয়ায় শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

পুরন্দর—হ্যাঁ, ঐ করুক! তোর মা গৌরীদহে রওনা দেবার ক' ঘণ্টা পরে কলকাতা থেকে ফিরে সে বাবু শুধু শুয়ে শুয়ে সিগারেটই ফুঁকছে—এক পয়সা রোজগার নেই, এদিকে বাপ-পিসির পয়সায় ফোঁকাটি ঠিক চলছে। বনমালীর মেয়েটার পেছনে লেগে থাকলেও ত বুঝতাম।

ঘনা—ছাখো, দাদাকে দোষ দিও না। আমি খবর নিয়ে জেনেছি বনমালীকাকুর মেয়ে কাবেরী সাতদিন আগে ঝাড়গ্রাম গ্যাছে কলেজের পড়াশুনার ব্যাপারে—এখনও ফেরেনি। সেই জন্যই

দাদার মন খারাপ…

পুরন্দর—ঝাড়গ্রামে গ্যাছে তার জন্য চিন্তার কি আছে? সেখানে ওদের বাড়ী আছে, গিয়ে কদিন থাকতেই পারে। গণাকে বল তবে উনুনটা ধরাক ততক্ষণ…

(এক কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর এক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে খুশি খুশি মুখে পরমার প্রবেশ। ব্যাগ দুটো আলনায় রাখতে রাখতে—)

পরমা—হয়ে গেল, সব ঠিক হলে গেল। য়্যাই, আজ তুমি অফিস যাওনি!

ঘনা—আজ তুমি আসবে, একটা ভাল খবর আনবে—তাই আজ বাবা অফিসেই যায় নি।

পুরন্দর—যা, যা—আর ফোপরদালালি করতে হবে না। ছাখ গণা-হারামজাদাটা কোথায়, তারপর সবাই মিলে তোর মার কাছ থেকে গৌরীদহ-সংবাদ শোনা যাবে।

পরমা—গণা এখানে? (বাইরে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মুখের সামনে হাত নেড়ে ধুঁয়ো সরিয়ে দিতে দিতে গণার প্রবেশ—পরনে বাহারী লুঙ্গি ও লাল শার্ট) কিরে গণা, কলকাতায় লতুর বাড়ী গিয়ে শুনলাম তুই এখানে এসেছিস। শেষে আমি একা একাই গৌরীদহ গেলাম।

গণা—আমি কি করে জানবো তুমি যাবে? আমার হাতে টাকা পয়সা থাকে না, পিসি আমাকে হাত খরচের টাকা দেয়না—আমার হাত একদম খালি…

পরমা—আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। এখানে এসে কাবেরীর সঙ্গে দেখা করেছিস?

গণা—(হাতলভাঙা চেয়ারে বসতে বসতে বিমর্ষভাবে) কদিন হল কাবেরী ঝাড়গ্রাম গ্যাছে, এখনও ফেরেনি।

পুরন্দর—আজ না হয় কাল সে ফিরবে—কাবেরী তো আর পালিয়ে

যাচ্ছে না। যাক, তুমি গৌরীদহে কি হল তাই বল…

ঘনা—(বাধা দিয়ে) ও বাবা, এখনও উনুন ধরানো হল না—আমার যে খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

পরমা—সেকি, এত বেলা—প্রায় দুপুর—এখনও রান্নার ব্যবস্থা হয়নি ; (ব্যস্ত হয়ে) দেখি, আমি আগে উনুনটা ধরিয়ে দি। তারপর…

পুরন্দর—(অধৈর্য্য হয়ে) আঃ, খাওয়ার জন্য অত তাড়া কিসের ! আমরা কি সাহেব যে টাইম বেঁধে খেতে হবে ? আমরা হাফ্-জংলি—যখন পাই তখন খাই (স্বগত—যত কম খাওয়া হয় তত পয়সা বাঁচে)। তার চাইতে সবাইকে বরং এক মুঠো করে মুড়ি দাও—মুড়ি চিবোতে চিবোতে গৌরীদহ-সংবাদ শুনি —হ্যাঃ।

(পরমা আদেশ পালন করে—সস্তা ষ্টীলের বাটিতে দু মুঠো করে শুকনো মুড়ি তিনজনকে আলাদা আলাদা ধরিয়ে দেয়)

ঘনা—ও মা, তুমি নিলে না ?

পরমা—আমি ষ্টেশনে নেমে এককাপ চা খেয়েছি—জার্নি করে খুব টায়ার্ড লাগছিল তো—এখন আর কিছু খাবো না।

পুরন্দর—(সাগ্রহে) হ্যাঁ, এইবার বলো, গৌরীদহে কি করে এলে। (বলতে বলতে বড় করে এক মুঠ মুড়ি মুখে পুরে চিবোতে গিয়ে গলায় শুকনো মুড়ি বেধে জোর বিষম খেয়ে নিজেই নিজের মাথা থাবড়াতে লাগল)।

(পরমা মেঝের মাঝখানে মোড়া টেনে নিয়ে বসে বলতে আরম্ভ করল—গণা বিরহীর মত উদাস ভঙ্গীতে শুনছে, দু একটা করে মুড়ি মুখে দিচ্ছে—ঘনা দু গ্রাসে মুড়ি শেষ করে তক্তপোষে বাপের পাশে ঘন হয়ে বসেছে—পুরন্দর বিষম সামলে হাঁ করে শুনছে, শুনতে শুনতে লোভে তার চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে)

পরমা—(গর্বের ভঙ্গীতে) আমি যে কাজে হাত দেবো সেকাজ ঠিকমত হবেই হবে। প্রথমেই বলে রাখি, তোমার শেখানো

কোন কথাই আমাকে বলতে হয়নি। আমাকে দেখেই জামাই-বাবু (মুখে কান্নার ভাব) নন্দা-মেজদির নাম করে ভীষণ কাঁদতে লাগলো। সত্যি জামাইবাবুর শোকে চোখে জল না এসে যায় না। আমিও একটু কাঁদলাম—হাজার হোক নিজের দিদি তো—একজন পুরুষমানুষ কাঁদছে, মেয়েমানুষ হয়ে না কাঁদলে মানায় না। জামাইবাবুর মন নরম করতে তার দরকারও ছিল।

পুরন্দর—(স্বগত মন্তব্য) আমার উপযুক্ত সহধর্মিনীই বটে !

পরমা—কান্নাকাটি থামলে আমি আমাদের রিটায়ার করা, বাড়ী খোঁজার কথা বললাম। জামাইবাবু নিজে থেকেই বললো—তোমরা ইচ্ছে করলে আমার বাড়ীতেই থাকতে পারো, যখন আমি থাকবো না নন্দা-শৈলর স্মৃতি এই বাড়ীখানা তোমরা রক্ষা করবে। বললাম—সেতো ভাল কথা, কিন্তু শুধু শুধু আমরা বাড়ীটা নেবো তাতে আপনার ভায়রার—ভীষণ মানী লোক তো—মান থাকে না। বরং কিছু টাকা···। বললো—তা দিও না হয়, হাজার পঁচিশেক টাকা, প্রায় ত্রিশ বছর আগে প্রায় ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করে আমরা বাড়ীটা করেছিলাম। এখনকার হিঁসেবে কত হবে ঠিক জানি না—তা ছাড়া এখন সম্পূর্ণ বাড়ীতো দিচ্ছি না, যতদিন বাঁচবো আমি এর একটা অংশে থাকবো এবং আমার মৃত্যুর পরই সবটা বাড়ী পাবে। পরেও নন্দা-শৈলর স্মৃতিস্বরূপ এটি কাউকে দান-বিক্রী করা যাবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আমি এই সব শর্তেই রাজী।···

পুরন্দর—আঃ, একবারেই পঁচিশ হাজারে রাজী—কিছু কম করা···

গণা—বাবার ওদিককার বাড়ীর দাম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই—মেজোমাসীদের বাড়ী এখন লাখটাকাতেও হয় না—

পরমা—শুনলে তো, এখন চুপ করে শোনো। শেষে তোমার কথামত বললাম—তাহলে এব্যাপারে একটা বায়না লেখালেখি করে নিলে হয় না? আমরা প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা দেবো—পরে

রিটায়ার করে এসে বাকি সব টাকা—! জামাইবাবু বললো—চাইছো যখন তখন লেখাপড়া একটা করা যাবে, তবে তোমার সঙ্গে ব্যাপার, তুমি শৈলর বোন—মাঝখানে আর কোন কথাই থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বললাম—সে তো ঠিকই, আর জানবেন আপনার-আমার কথার মধ্যে আমার পরিবারে আমার কথাই সব, লেখাপড়াও আমার নামেই হবে, আপনার ভায়রা কর্ত্তা শুধু নামে। —জামাইবাবু এক কথার মানুষ, অতএব ধরে রাখো ঐ বাড়ী আমরা পাচ্ছিই (সগর্ব দৃষ্টিপাত)।

ঘনা—(তক্তপোষ থেকে লাফ দিয়ে নেমে হাততালি দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে) বাঃ—বাঃ—আমাদের একটা বাড়ী হয়ে গেল! সব ক্রেডিট আমাদের মা'র!

পুরন্দর—চুপ কর হারামজাদা—সব বুদ্ধি আমার অতএব ক্রেডিটও সব আমার। (স্বগত—উনি আবার বলে এসেছেন এ বাড়ীর সব কর্তৃত্ব ওনারই—কিন্তু আমি যে সকলের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাই, আমার কথাতেই যে সবাই চলতে বাধ্য তা জানে না)। (পরমাকে লক্ষ্য করে) য়্যাই. তুমি যে সেদিন বড়গলা করে বলেছিলে—কিছুতেই গৌরীদহে যাবে না—তারপর একমাস ধরে এই নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া তর্ক করলে—এখন দেখলে তো…

পরমা—(অনুরক্ত দৃষ্টিতে) সত্যি আমি বুঝতে পারিনি যে এত সহজে কাজ হবে। তোমার বুদ্ধির সঙ্গে কে পারবে!

পুরন্দর—তবে? বুদ্ধির্যাস্য বলং তস্য—হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা… (সঙ্গে গণা ঘনাও দাঁত বের করে হাসতে থাকে—পরমা স্বামী গর্বে ও নিজ বাহাদুরীতে মাথা দোলাতে থাকে)।

পরমা—(হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে) যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম। উনুন ধরাতে হবে রান্না করতে হবে। যাই আগে উনুনটা—

পুরন্দর—য়্যাই ঘনা, যা তো, দোকান থেকে হাফ্ কেজি মাংস নিয়ে

আয়—আজ জমিয়ে ফিস্টি হবে।

ঘনা—মাংসওয়ালা তোমার শ্বশুর কিনা, তাই এত বেলাতেও তোমার জন্য মাংস নিয়ে বসে আছে। বেলা প্রায় ১টা। তাছাড়া হাফ্ কেজিতে কী হবে, দাদার একারই তো···

পরমা—(যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) এতবেলায় আর মাংসের হ্যাঙ্গামা কোরো না। ঘরে প্রেসার কুকার থাকলে না হয়···

পুরন্দর—(অগত্যা) আচ্ছা, থাক না হয়—কালই হবে। (স্বগত—গণাটা আবার খায় বেশি বেশি! আজ রাতে ওকে কলকাতা রওনা করে দিলে কাল আড়াইশ মা সেই হয়ে যাবে—আমার কতগুলো টাকা বাঁচবে।)

নেপথ্যে—চিঠি—। সরখেলবাবু ঘরে আছেন নাকি?

পুরন্দর—কে—রহিমভাই? এসো এসো, কি খবর?

রহিম—(প্রবেশ) চিঠিটা দিতে এলাম (ঘনা ছোঁ মেরে পিওনের হাত থেকে চিঠি নিয়ে নাম ঠিকানা দেখতে লাগল।) পোষ্ট মাষ্টার সাহেব আপনার খোঁজ করছিলেন—আপনি আজ অফিস যাননি—কাল যাবেন তো?

পুরন্দর—দেখি। (স্বগত—শালা আবার এনকোয়ারী করতে পাঠিয়েছে! একখানা বাড়ী হাতের মুঠোয়—এখন এসব এন-কোয়ারীর মুখে পেচ্ছাব করি)।

রহিম—আচ্ছা, আমি চলি সরখেলবাবু, আদাব। (প্রস্থান)

পুরন্দর—দেখি কার চিঠি? (ঘনার হাত থেকে চিঠি কেড়ে নিয়ে খুলে মনে মনে পাঠ শুরু করল)

ঘনা—মা, তোমার নামে চিঠি, ঝাড়গ্রাম থেকে দিদি লিখেছে।

পরমা—য়্যাই, আমার চিঠি তুমি পড়ছো কেন? জানো, মেয়েরা মার কাছে অনেক গোপন কথা লেখে, ছেলেদের সে সব পড়তে নেই।

পুরন্দর—(পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে রাগে কাঁপতে থাকে। শেষে

তক্তপোষ থেকে এক লাফে নেমে মঞ্চের মাঝখানে এসে চিঠি সুদ্ধ একখানা হাত মাথার উপর তুলে আন্দোলিত করে) (চিৎকার) হ্যাঁ, গোপন চিঠি! ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবাইকে পড়ে শোনাবার মত চিঠি! বেজন্মা—ছেনাল—কুলমজানী…।

পরমা—শুধু শুধু মেয়েটাকে অমন ইতরের মত গালাগালি করছো কেন? দাও আমার কাছে. দেখি কি লিখেছে অর্পি…

পুরন্দর—আর দেখতে হবে না। আমিই পড়ে শোনাচ্ছি—(পাঠ) মা, একটা বিশেষ ব্যাপারে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। পরশু তোমাদের জামাই স্কুল থেকে ফিরে বললো—'তোমার ভাবী বৌদি কাবেরীকে দেখলাম যুধিষ্ঠির জানা নামে এখানকার একটি ছেলের সঙ্গে রিক্সায় চড়ে হেসে গল্প করতে করতে যাচ্ছে. তার কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ হাতে শাঁখা।' আমার বিশ্বাস হল না—কাকে দেখতে কাকে দেখেছে, কি দেখতে কি দেখেছে! কিন্তু ছোট জায়গা তো, কাল দুচার জনকে জিজ্ঞেস করেও ঐ একই কথা জানলাম—বনমালী কাকার মেয়ে কাবেরী গোপনে যুধিষ্ঠিরকে বিয়ে করেছে—। শুনেছো গোপন কথা! আর গোপন কথা শুনবে! হতচ্ছাড়ী, নচ্ছার, কুলটা—আঃ, আমার প্রথম প্ল্যানটা ভেস্তে গেল! সব দোষ এই হারামজাদা গণার… (লগ্নভ্রষ্টের মত মাথা নীচু করে গণা ততক্ষণে গুটি গুটি সরে পড়ে)।

পরমা—(বোকার মত মুখ করে) গণাকে বকছো কেন, গণা কী দোষ করলো? আহা, ছেলেটার মনে বেজায় আঘাত লেগেছে—ভেবেছিল কাবেরীর সঙ্গে বিয়েটা হবেই…

পুরন্দর—(দাঁত মুখ খিঁচিয়ে) বিয়েটা হবেই! অপদার্থ মাকাল ফল—একটা সামান্য মেয়েকে বশ করতে পারলো না! দূর হয়ে যাক আমার চোখের সামনে থেকে…(হঠাৎ গিয়ে তক্তপোষে চিৎপাত শুয়ে হাত পা ছুড়ে চিৎকার) আমার সব

থেকে বড় প্ল্যানটাই মাটি হয়ে গেল! আ-হা-হা—বিশ ভরি সোনা, পঁচিশ হাজার টাকা নগদ, একখানা বাড়ী যৌতুক—সব সব গেল, আমার সব গেল! যাক, ওদের সব বাড়ী ঝাড়খণ্ড ওয়ালারা দখল করে নিক। ঠিক নেবে, একদিন নেবে নিশ্চয়ই।

পরমা—আমি তখনই বলেছিলাম, অতবড় বড়লোকদের সঙ্গে আমাদের মানায় না—অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইলেইত হয় না!

পুরন্দর—বড়লোক দেখাচ্ছো! বড়লোক তো কি হয়েছে? (উঠে উবু হয়ে বসে) আমি বনমালীর নামে মামলা করবো—বেটা ঠগ জোচ্চোর, মেয়ের বিয়ে দেবে বলে আশায় আশায় রেখে···

পরমা—কী প্রমাণ আছে তার? লিখিত কোন প্রস্তাব দিয়েছে কি? বরং আমরাই গায়ে পড়ে—···

পুরন্দর—সব সময় লিখিত প্রমাণ লাগে না। এখানকার প্রতিটি লোক জানে। এখন সকলের কাছে অপদস্থ করলো আমাকে, আমার মানহানি ঘটালো, আমি মানহানির মামলা করবো, ক্ষতিপূরণ আদায় করবো···।

পরমা—(বিদ্রূপ করে) তোমার আবার মান, তার আবার মানহানি! (উনান ধরানোর কথা ভুলে মোড়ার উপর বসে পড়ে) মামলা করবে তো ঘরে বসে চিৎকার করছো কেন, কোর্টে যাও!

পুরন্দর—(চিৎকার করতে থাকে) হ্যাঁ, যাবোই তো কোর্টে! আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে অপমান করেছে, আমি ক্ষতিপূরণ চাই, আমি মামলা করবো···! (ঘনা ক্যাবলার মত মুখে বুড়ো আঙুল দিয়ে একবার বাপের দিকে একবার মায়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

বিশ্রাম

দ্বাদশ দৃশ্য

গৌরীদহে জগদীশের শোবার ঘর—আসবাব-পত্র সব আগের মতই, তবে দেওয়ালে স্ত্রী শৈলজা ও মেয়ে নন্দিনীর দুটো ছবি টাঙানো। ধুতি পাঞ্জাবী পরা জগদীশ একটি সোফায় খবরের কাগজ হাতে বসে—কখনও একটু কাগজ দেখছে, কখনো উৎসুক ভাবে পথের দিকে তাকাচ্ছে, কখনো বা একদৃষ্টে ছবি দুটির পানে চেয়ে থাকছে। সময়-সকাল ১০টা মত। রাঁধুনী-বৌ সুধার প্রবেশ।

সুধা—কর্ত্তাবাবু, আপনাকে কি আর এক কাপ চা দোবো?

জগদীশ—না, থাক—এত বেলায় আর চা খাবোনা।

সুধা—গিন্নীমার ছোটবোন ও তাঁর বাড়ীর সব আজই আসছেন তো এখানে?

জগদীশ—(অন্যমনস্কভাবে) হ্যাঁ, সেই রকমই তো চিঠিতে লিখেছে।

সুধা—ওনারা এসে গেলে খুব ভাল হয়। ছোট দিদিমণি আগে তো দু-তিনবার এখানে এসেছিলো, একবার আমাকে দুটি টাকা বক্‌সিস্ করেও গেছলো—নন্দাদিদি, গিন্নীমা আর আপনার জন্য আমার কাছে অনেক দুঃখ করেছিলো। ওনারা এলে আপনার রান্না ওদের হাঁড়ীতেই হবে, তাই না কর্ত্তাবাবু?

জগদীশ—হয়ত তাই, দেখা যাক!

সুধা—আমি কিন্তু আপনার কথামত সকলের জন্য রান্না বসিয়েছি, প্রায় হয়েই গ্যাচে—এরপর ভাত বসালেই রান্না শেষ।

জগদীশ—ঠিকই করেছো। (বাইরে কিছু লোকের শব্দ)।

সুধা—ঐ যে দিদিমণিরা এসে গেল মনে হয়, আমি যাই, মাছটা নামলে ভাত বসিয়ে দি। (প্রস্থান)

কিছু মালপত্র হাতে-কাঁধে ঝুলিয়ে একে একে গণা, ঘনা, পরমা ও

সব শেষে চারদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে পুরন্দরের প্রবেশ। কেউ জগদীশকে প্রণামটাও করে না।

গণা—(রসকষহীন কণ্ঠে) মেসো, মালপত্তরগুলো কোন ঘরে রাখবো ?

জগদীশ—(উঠে দাঁড়িয়ে) আরে এসো, এসো সব। জিনিষপত্তর সব ওপাশের ঘরগুলোতে আর আমার পাশের ঐ বৈঠকখানা ঘরটিতে রাখো। আমার একার পক্ষে শোয়া বসার জন্য এই একখানা ঘরই যথেষ্ট। (গণা ঘনা অন্য ঘরে চলে যায়)।

পরমা—আহা জামাইবাবু, বৈঠকখানা ঘর না হলে আপনার বসা-পড়াশোনার কত অসুবিধে হবে। আমরা বরং ওপাশের ঘর-গুলোতেই গুছিয়ে নিই···

জগদীশ—না, না—তোমাদের লোকজন বেশি, অসুবিধে হবে—

পুরন্দর—আহা দাদা যখন বলছেন তখন সে কথা শোনা উচিৎ, গুরুজনদের কথা মানতে হয়। (স্বগত—এই বড় ঘরটা যদি ছেড়ে দিতো তবে আরো ভাল হোত)। আমি না হয় এখন থেকে ঐ বৈঠকখানা ঘরেই রাতে শোবো—দাদা আর আমি পাশাপাশি ঘরে থাকবো, কি বলেন ? হ্যা-হ্যা-হ্যা। (স্বগত —বৌ ছেলেরা আমার সঙ্গে একই ঘরে শোয় না সেটা না জানানোই ভাল)।

পরমা—সেবারে তোমাকে নিয়ে এসে জামাইবাবুর সাহায্যে ব্যাঙ্কে পেনসনের নতুন একাউন্ট খুলে গেলাম—তখন একটা রাত তুমি ঐ বৈঠকখানা ঘরটিতেই তো শুয়েছিলো। (স্বগত—একঘরে করে রাখার কারণটা গোপন থাক)। মনে আছে আপনার জামাইবাবু, সে রাতে আপনার ভায়রা ডিভান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেছলো।

জগদীশ—(মৃদু হেসে) হয়ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্নটপ্ন দেখেছিল। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন পুরন্দর, বোসো। (নিজেও বসে)।

পুরন্দর—(কৃতার্থভাবে সোফার এককোণে বসতে বসতে) দাদা আমার যা উপকার করলেন! না হলে এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে বৌ ছেলেপুলে নিয়ে রিটায়ারের পর, আমি গরিব মানুষ, পথে দাঁড়াতে হোতো। আপনার উপকারের ঋণ আমি আজীবন মনে রাখবো। (স্বগত—এ শুধুই মুখের কথা, মিঃ জগদীশ যদি বোকা হয় তবে ভাববে আমি মনের কথাই বলছি!)

জগদীশ—না-না—আমি কি এমন করেছি—ওসব কথা বলে লজ্জা দিও না ভাই।

পুরন্দর—(স্বগত—যা ভেবেছি—লোকটা বোকা আছে। আর একটু কাঁদুনি গাই!) না-না-দাদা, আমাকে বলতে দিন। আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না! আমার শরীরে অনেক ব্যাধি—হাঁপানী, গেঁটে বাত, পেটে গ্যাস্ট্রিক না আলসার না ক্যানসার, বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরে। আপনি দয়া করে আশ্রয় দিলেন, এখন আমি নিশ্চিন্ত—এখন আমি মরলেও কোন দুঃখ নেই, বৌ ছেলেরা আপনার আশ্রয়ে…

(জগদীশ বোকা বোকা মুখ করে শুনতে থাকে। সেই ফাঁকে পরমা ঘর ছেড়ে যেতে যেতে জগদীশের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে পুরন্দরের উদ্দেশ্যে—)

পরমা—তুমি তো রোজই একবার করে মরছো—ঠিক বাপের মত বাতিক পেয়েছে। যাই, রান্নার দিকটা দেখি…

জগদীশ—(ব্যস্ত হয়ে) না—না পরমা, তোমার এখন রান্নার দিকে যাবার দরকার নেই। সুধা সকলের জন্য রান্না প্রায় শেষ করেছে, আজ আর…

পরমা—আপনি কেন শুধু শুধু—আমাদের রান্না আমিই যা হোক করে নিতাম।

জগদীশ—(আশাভঙ্গের বেদনায়) এখন না হয় থাক, রান্না যখন হয়ে গেছে, তোমরা এতটা পথ এসে নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রান্ত।

নেপথ্যে গণা—ও মা, একবার এসো তো···ছাদে কোথায় টিভির এ্যাণ্টেনা লাগাবো দেখিয়ে দিয়ে যাও।

পরমা—(আমাদেরও টিভি আছে এমনি একখানা গর্বের ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে) যাই—এখনই এ্যাণ্টেনা লাগাতে হবে ! (প্রস্থান)

পুরন্দর—মশাগ্রামে থাকতে তো আমরা টিভি দেখতে পাইনি, এখানে খুব দেখা যাবে। দাদা, আপনিও না হয় দেখ···(জগদীশ ইশারা করে নিজের ঘরের টিভি দেখালো)—ও হ্যাঁ আপনার ঘরেই তো টিভি আছে, সেবার এসে দেখে গেছলাম—ভুলেই গ্যাছি—হে-হে-হে-হে···

নেপথ্যে ঘনা—ও বাবা, ঘরের কোথায় কোথায় পেরেক পুঁতবো এসে দেখিয়ে দিয়ে যাওনা—।

(সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দর উঠে গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে জগদীশ তার শোবার ঘরে আবার একা। বাইরে থেকে একসঙ্গে দুতিনটা হাতুড়িতে পেরেক ঠোকার প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যায়—ঠক্‌ঠক্ খটাখট্। একটু পরে সুধার প্রবেশ—জগদীশ গালে হাত দিয়ে বসে আছে)

সুধা—কর্ত্তাবাবু, আপনি কি এখন স্নান করে নেবেন ? রান্না তো প্রায় হয়ে এলো—

জগদীশ—একটু পরে যাচ্ছি, সবাই একসঙ্গে খাবো তো—ওরা ততক্ষণ একটু গুছিয়ে নিক।

সুধা—আচ্ছা কর্ত্তাবাবু, দিদিমণিকে বলতে শুনলাম—নিজেদের রান্না নিজেরাই করে নেবে। তার মানে আপনার খাবার ব্যবস্থা আলাদাই থাকবে ?

জগদীশ—তাই তো মনে হচ্ছে (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস চোখে চেয়ে থাকে)

সুধা—(আপন মনে) কি জানি বাবা, এরা কী ধরনের আপন লোক! কর্ত্তাবাবু আবার আদর করে এদের ঘরে ঢোকালো। ওদিকে

পেরেক ঠুকেঠুকে বাড়ীটাকে কামারশালা করে তুললে গা!
(প্রস্থান)

(একটু পরে ঘনার প্রবেশ)

ঘনা—(খুসি খুসি মুখ করে অন্তরঙ্গ ভাবে) মেসো, দাদা না, পিসির কাছ থেকে একটা মিনি টিভি বাগিয়েছে। আমি একবার দেখেছি পিসির বাড়ীতে এসে। খুব ছোট ছোট দেখায়—আমার ভাল লাগেনি। আপনার টিভিটা বেশ বড়—আমি আপনার ঘরে এসে এসে টিভি দেখবো—কেমন?

জগদীশ—বেশ তো, দেখো।

ঘনা—মেসো, আপনি কি স্থন্দর চুপচাপ থাকেন, বেশি কথা বলেন না। আমাদের বাবা না, সব সময় বক্-বক্ করে, দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই কথা বলে, ঘুমের মধ্যে ও বকে।

জগদীশ—তাই নাকি?

নেপথ্যে পুরন্দর—(প্রচণ্ড চিৎকার করে)—য়্যাই হারামজাদা ঘনা, কোথায় বসে বসে আড্ডা মারছিস, এ্যান্টেনা লাগাতে লোক এসেছে, তাকে ছাদে গণার কাছে নিয়ে যা। বুঝলে ভাই, আমি এই বাড়ীটা কিনে নিয়েছি—আমার এখন দুটো বাড়ী, একটা কলকাতায় আর একটা এখানে।

নেপথ্যে অন্য কণ্ঠ—আর এ বাড়ির মালিক?

নেপথ্যে পুরন্দর—হ্যাঁ—আছে—ঐ পাশের একখানা ঘরে (তাচ্ছিল্য ভাব)

ঘনা—নাঃ, বাবাকে নিয়ে আর পারা গেল না। যা—চ্ছি। (প্রস্থান)

(জগদীশ নিরুৎসাহভাবে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। একটু পরে প্রায় নায়িকার ঢংএ পরমার প্রবেশ।)

পরমা—আচ্ছা জামাইবাবু, রাতে আপনি ঘরের বাইরের দিকের জানালাগুলো খুলে শোন না বন্ধ করে?

জগদীশ—বন্ধ করে। কেন?

পরমা—দেখুন না, আপনার ভায়রাকে সেই কথা বলছি, গতবার এসে দেখেও গেছি, কিন্তু আমার কথা শুনছেই না। (পুরন্দরকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে) য়্যাই শুনছো, জামাইবাবু ঘরের জানালা বন্ধ করে শোন. তুমিও শোবে—

নেপথ্যে পুরন্দর—(চিৎকার করে) আমি আমার মতে চলি, আমি আমার মতে—হ্যাঃ!

পরমা—(আপন মনে-জগদীশকে শুনিয়ে) বড় একরোখা মানুষ, কারো কথা শোনে না। এমন মানুষের সঙ্গে ঘর করা যে কি কঠিন কাজ। (ব্যস্তভাবে) যাই, অনেক কাজ···

জগদীশ—ভাল কথা, শোনো পরমা। শ্রীপুর থেকে তোমার দাদা গোপাল জরুরী খবর পাঠিয়েছে—কি একটা প্রেস কেনার জন্য তার বেশ কয়েক হাজার টাকা দরকার। এই বাড়ীর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কিছু টাকা দিচ্ছো জানতে পেরেই আমার কাছে চেয়েছে—

পরমা—(একটি সোফায় বসে সাগ্রহে) আমাদের এই বাড়ী নেবার ব্যাপারে দাদা কিছু বলেছে?

জগদীশ—না—এই—বলেছে—এত কম টাকায় এই বাড়ীটা পেয়ে পরীরা মস্তবড় দাঁও মারছে! আমি তো লাভ লোকসানের কথা ভাবিনি, এরমধ্যে দাঁও মারার কথা আসে কি করে বুঝি না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) যাক্, হ্যাঁ যা বলছিলাম—তোমরা পেনসন ইত্যাদির টাকা তো পেয়ে গেছো—যদি তা থেকে কিছু টাকা দাও, গোপালকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি! বাকি টাকা পরে ধীরে সুস্থে···

পুরন্দর—(হঠাৎই যেন একলাফে ঘরে ঢুকে জগদীশের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে দুহাত নেড়ে) না—না—না—না—না। বাকি সব টাকা একসঙ্গে নিন্, দলিল করে দিন। দান খয়রাত যা করার আপনি করুন। আমার টাকায় দান খয়রাত চলবে না—হ্যাঃ!

(জগদীশ হঠাৎ চমকে ওঠে—পরে হতভম্বের মত পরমার দিকে চায়)

পরমা—(বেকায়দায় পড়ে বিব্রতভাবে) আচ্ছা, হচ্ছে-হচ্ছে। তুমি এখন ওঘরে যাও তো—যাও—চলো—চলো—(পুরন্দরকে ঠেলতে থাকে)।

পুরন্দর—(যেতে যেতে) না—এসব টাকা পয়সার কথা—আমি যা বলবো একেবারে ক্লিয়ার কাট্। যে সে ব্যাপার নয়—টাকা —টাকা··· (প্রস্থান)

পরমা—(পুরন্দরকে ঠেলে পাশের ঘরে পাঠিয়ে ফিরে এসে লজ্জিত-ভাবে বসতে বসতে) দেখলেন—কেমন একরোখা মানুষ! যাক্‌গে, আপনি কিছু ভাববেন না। ও যা বলছে, কদিন পরে না হয় বাকি সব টাকাই আমি আপনাকে দেবো। আপনিও একটা লেখাপড়ার ব্যবস্থা—

জগদীশ—ছাখো পরমা, আমার নিজের এখন টাকার কোন দরকার নেই—নেহাৎ গোপাল চেয়েছে তাই—। যাক, দিও টাকা যেমন বলছো—বায়না একটা লেখাপড়া আগেই হয়ে আছে, পরে আর একটা লেখাপড়াও করে দেবো। তবে একটা কথা—পরশু নন্দার চতুর্থ ও তার একমাস পরে তোমার মেজদির প্রথম —বার্ষিকী···(গলাটা ধরে আসে)। (একটু থেমে) এ দুটো দিন গেলে লেখাপড়ার ব্যাপারে হাত দেওয়া যাবে···

পরমা—(মুখে মেকি করুণভাবে ফুটিয়ে) ও হ্যাঁ, তাইতো! আমি ভুলেই গেছিলাম। ঐ দুদিন কি কোন অনুষ্ঠান করবেন, জামাইবাবু?

জগদীশ—না—কি আর করবো ওসব লোক দেখানো অনুষ্ঠান করে! একাই ঘরে বসে স্মৃতির পাতা ওল্টাবো আর চোখের জল—(দীর্ঘশ্বাস)।

পরমা—যাক্, ওসব কথা সব সময় ভেবে মন খারাপ করবেন না—

আমি এসে গেছি আর ভাবনা কি? ঠিক আছে, লেখাপড়া পরেই হবে। এরমধ্যে আমরাও খুব চেষ্টা করে গণার বিয়েটা দিয়ে দেবো। জানেন, মশাগ্রামে গণার একটা খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল—বিশভরি সোনা, পঁচিশ হাজার টাকা, আরো কত কি। হঠাৎই সম্বন্ধটা ভেঙে গেল। গণার ভীষণ মন খারাপ, তাই ওর বিয়ের ব্যাপারে আমাদের তাড়া। আমি যাই—ওদিকে ওরা গোছগাছ কি করছে দেখি, আমি না দেখলে কোন কাজই ঠিক-মত করতে পারে না ওরা··· (ব্যস্তভাবে প্রস্থান)।

(জগদীশ তার আগের কথার রেশ ধরে করুণ চোখে দেওয়ালে টাঙানো ছবি দুটোর দিকে চেয়ে থাকে।)

সুধা—(ঘরে ঢুকে) কর্তাবাবু, আপনি স্নান করতে যান। রান্না হয়ে গেছে—আমি যাই সকলের খাবার জায়গা করি। (প্রস্থান)

জগদীশ—হ্যাঁ—এই যে—যাই। (ধীরে ধীরে প্রস্থান)

(একটু পরে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে চোরের মত পুরন্দরের প্রবেশ। প্রায় পিছনে পিছনে পরমার প্রবেশ)

পরমা—জামাইবাবু স্নান করতে গ্যাছে, তুমি এখন এ ঘরে ঢুকে উঁকি-ঝুঁকি মারছো কেন?

পুরন্দর—এটা এখন আমার বাড়ী। সব ঘরগুলো ভাল করে দেখতে হবে না? য়্যাঃ।

পরমা—এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, তোমার দেখি কোন কিছুতেই তর সয় না! আগে দলিল হোক।

পুরন্দর—একটা বায়নার দলিল আগেই হয়ে আছে, কদিনের মধ্যে বাকি কুড়ি হাজার টাকা দিলেই সম্পূর্ণ বাড়ীটা আমার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই ঘরটা আমরা কবে দখল করতে পারবো?

পরমা—তুমি দেখি একদিনেই সারা বাড়ীর দখল নিতে চাও! জামাইবাবু যতদিন আছে···

পুরন্দর—না, এই ঘরখানাই সব থেকে বড় আর সুন্দর। এইটে আমার শোবার ঘর হবে। ওপাশের ঘরটা ঘনার শোবার ঘর, গণার জন্য তো তার পিসির বাড়ী আছেই। দু দুটো বাড়ী এখন আমার হাতের মুঠোয়—আঃ, কী আনন্দ!

পরমা—হবে—হবে—সব হবে, একটু ধৈর্য্য ধরো। একবার যখন এ বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি, সম্পুর্ণ বাড়ীটাই আমাদের হবে। আমার উপর ভরসা রেখো।

পুরন্দর—(কৃতজ্ঞভাবে) তোমার উপরই তো সব ছেড়ে দিয়ে রেখেছি গিন্নী···(দুজন পরস্পরের দিকে বিচিত্র লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—মঞ্চে পর্দা নামে)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(গৌরীদহে জগদীশের বাড়ীর অপর এক অংশে পুরন্দর পরিবারের শোবার ঘর। আসবাব—১টি তক্তপোষ, ১টি হাতল ভাঙা চেয়ার, মোড়া, ১টি টেবিল ফ্যান, একটি টুলের উপর ১টি মিনি টিভি সেট বসানো, দেওয়ালে কয়েকটি ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। সময় বেলা ১১টা মত। পুরন্দর লুঙ্গি পরে খালি গায়ে তক্তপোষে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিরস বদনে উবু হয়ে বসে আছে। ঘনা হাফ্‌প্যাণ্ট পরা অবস্থায় সাধের টিভিটাকে ঝাড়ছে।)

ঘনা—ও বাবা, বাবা—আজকের মাংসটা খুব ভাল রান্না হচ্ছে। মার যা হাতের রান্না না—এখান থেকেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

পুরন্দর—(ক্ষিপ্তভাবে) কে তোদের মাংস আনতে বলেছে—পয়সা পেলি কোথায়? য়্যাঁঃ!

ঘনা—তোমার পয়সা না, দাদা টাকা দিয়েছে তাই দিয়ে মাংস কিনে আজ রান্না হচ্ছে। দাদা একটা চাকরি পেয়েছে না।

পুরন্দর—(মুখ ভেংচে) দাদা টাকা দিয়েছে! ভারি তো চারশো

টাকা মাইনের চাকরি—কাপড়ের দোকানের সে—লস্-ম্যান। আ-হা-হা-হা-হা—ও টাকা ওর ফুঁকতেই উড়ে যাবে। প্রাণে আনন্দ আর ধরছে না! (রান্নাঘরে পরমাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে) য়্যাই শুনছো—সে ব্যাপারটার একটা কিছু করা দরকার এখনই···হ্যাঃ!

(আঁচলে জল হলুদ লাগা হাত মুছতে মুছতে পরমার প্রবেশ)

পরমা—কোন ব্যাপার?

পুরন্দর—(দাঁত খিঁচিয়ে) কোন ব্যাপার? য্যানো ন্যাকা, কিছুই জানে না! ঐ যে হাওড়ার মেয়েটার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে পাঁচদিন পরে গণাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসছে—সেটা বন্ধ করতে হবে।

পরমা—সে যা করার তুমি কর, আমি আর কিছু পারবো না। প্রায় একমাস হল এখানে এসে থেকে আমাকে মেয়ে দেখার জন্য চড়কির মত ঘুরিয়েছো! নিজে কোথাও গেলে না, বিছানা থেকে একবার নামলে না পর্য্যন্ত—এদিকে ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল! আমি কি করবো, আমার কি দোষ?

পুরন্দর—হ্যাঁ, সব দোষ তোমার আর ঐ উজবুক ঘনার। সম্বন্ধ নিয়ে এলো কে, না ওনার পিসির ননদের ছেলে চয়ন তার বোন চামেলীর মেয়ের জন্য! চয়নকে ডেকে আনলো কে—না, ঘনা। এখন সবাই সাধু—য়্যাঃ!

ঘনা—দ্যাখো বাবা, আমাকে দোষ দেবেনা বলে দিচ্ছি। আমাকে কিছু বললে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো কিন্তু। দাদার বিয়ের পাত্রী জুটছে না দেখে আমি চয়ন মামাকে বললাম, মা মেয়ে পছন্দ করে এলো—এখন আমার দোষ!

পরমা—য়্যাই, মিথ্যে কথা বলবি না। আমি কি মেয়ে পছন্দ হয়েছে বলেছি ওদেরকে? আমি শুধু বলেছি—মেয়ে তো দেখতে শুনতে ভালই। ভদ্রতা করে ওরকম বলতেই হয়। এসব পুরুষ মানুষের

কাজ—মুখের উপর না করে দেওয়া। (পুরন্দরকে) য়্যাই, তুমি যে আমাকে দোষ দিচ্ছো। চয়ন-চামেলী প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে এসে মেয়ে দেখার কথা বলে গ্যালো—ওরা চলে গ্যালে আমি বললাম, চয়ন মানুষটা সুবিধের নয়, এক নম্বরের ফোরটুয়েন্টি। তখন তুমিই না বললে—হোক ফোরটুয়েন্টি, আমি ফোরটুয়েন্টির বাবা—ওরা বনেদী বংশ, ঘরে অনেক সোনা দানা, নিশ্চয়ই দেবে থোবে ভাল। বল—বলনি তুমি সে কথা?

পুরন্দর—যাই বল, সব দোষ তোমার আর ঘনার। আমি কোন লোকসানের কারবারে নেই, ব্যস—আমার শেষ কথা!

পরমা—দোষ তোমার…

ঘনা—আমার কোন দোষ নেই…

(কোলাহল চরমে ওঠে। বাইরে থেকে ডাক শোনা যায়)

নেপথ্য কণ্ঠ—সরখেলবাবু কি এ বাড়ীতে থাকেন? সরখেলবাবু আছেন?

পুরন্দর—কে?

নেপথ্য কণ্ঠ—আমি চাকুলিয়ার এ. এস. এম্—ভজহরি।

পুরন্দর—(চাপাস্বরে পরমাকে) চিনতে পারছো, সেই যে ভজহরি, মশাগ্রামে আমাদের পাশেই তার আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রায়ই আসতো। লোকটা দুহাতে ঘুষ খায়, আমার মনের মত লোক। আমরা বাড়ী কিনেছি, ওকে ভাল করে আদর যত্ন করে বুঝিয়ে দিতে হবে,—আমিও কিছু কম যাই না। (তক্তপোষ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে) আরে এসো, এসো ভজহরি! (ভজহরির প্রবেশ—বয়স ৫৫ মত) তা হঠাৎ আমাকে 'বাবু' 'আপনি-আজ্ঞে' আরম্ভ করলে কেন—আমরা কতদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ভজহরি—সে তো বটেই। তবু নতুন জায়গা কিনা, তাই একটু সঙ্কোচ লাগছিল। এই যে বৌদি, নমস্কার, ভাল আছেন তো? (পরমা হেসে মাথা দোলালো)। তারপর পুরন্দর, বাইরে

থেকেই তোমার জোর গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম—কোন ঝামেলা-টামেলা…! লাভ লোকসান কি সব বলছিলে? (হাতল ভাঙা চেয়ারে উপবেশন)

পুরন্দর—আর বল কেন ভাই। (চৌকিতে উবু হয়ে বসে) বড় ছেলে গণার বিয়ের জন্য মেয়ে খোঁজা চলছিল। হঠাৎ এক দুপুর বেলায় ওনার (পরমাকে দেখিয়ে) কে এক মাসতুতো না পিসতুতো ভাই চয়ন এসে হাজির, সঙ্গে তার বোন চামেলী। কে চয়ন আমি চিনতেই পারি না! সে-ই ভাব জমিয়ে বলল—'পরীদি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? - আমি শোভাবাজারের চয়ন, বাগবাজারে আপনার পিসি আমার মার বৌদি হয়। সঙ্গে আমার বোন চামেলী, ওর হাওড়ায় বে' হয়েছে।' তা বেশ, কী ব্যাপার, কী মনে করে? প্রস্তাব দিল চামেলীর মেয়ে চন্দনার সঙ্গে গণার বিয়ের। আমি বললাম—বেশ তো, চেনাজানা ঘর—মেয়ে টেয়ে দেখা হোক, দেনা পাওনা ঠিক হোক।…

পরমা—(ভজহরির প্রতি—মোড়ায় বসে হাত মুখ নেড়ে) ওর কথা শুনলেন এবার আমার কথাও শুনুন। আমাকে আর গণাকে দুবার করে পাঠালো মেয়ে দেখতে, নিজে খাট থেকে নামলো না একবারের জন্য। মেয়ে দেখে এসে আমরা মেয়ের রূপগুণ আলোচনা করছি, দেনা পাওনার কোন কথাই হয়নি—কাল দুপুরে একখানা চিঠি এলো ডাকে। মেয়ের বাবা লিখেছে—সামনের পঁচিশ তারিখ বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, কুড়ি তারিখ আসবে ছেলেকে আশীর্বাদ করতে। তক্ষুনি. রান্না ফেলে রেখে আমাকে দৌড় করালো শোভাবাজারে চয়নের বাড়ীতে—দেনা পাওনার কথা হয়নি, পাকা কথা হয়নি, কী করে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল! চয়ন ভীষণ চালু—আমি যেতেই মাথা ধরার ভান করে শুয়ে রইল আর বলতে লাগলো—'আমি ভগ্নীপতিকে কথা

দিয়েছি এ বিয়ে হবেই—বিয়ের কার্ড ছাপা হয়ে বিলি হতে গেছে —এখন 'না' করলে আমার প্রেষ্টিজ যাবে'। আর জলযোগের দই আনিয়ে ঘোলের সরবৎ খাইয়ে আমাকে বিদেয় করলো। আপনিই বলুন—আমার দোষটা কোথায় ?

পুরন্দর—(দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পরমার মুখের সামনে হাত নেড়ে) কেন, বলতে পারলে না—মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়নি, কোন দেনা-পাওনার কথা হয়নি—এ বিয়ে আমরা দেবো না, ব্যস ! আমি কি ঘরের টাকা খরচ করে ছেলের বিয়ে দেবো ?

পরমা—(তেতে উঠে) এ সব কাজ পুরুষ মানুষের, মেয়েমানুষকে দিয়ে সব করাতে গেলে ঐ রকমই হয়। তোমার হাত পা আছে, যাওনা—গিয়ে এ বিয়ে বন্ধ করে এসো—দেখি তোমার কত মুরোদ। তোমার সঙ্গে ঘর করা এক মস্ত ঝকমারি···

পুরন্দর—তোমরা সব উল্টোপাল্টা কাজ করে আসবে—তার জন্য আমি দৌড়োবো কোথায় শোভাবাজার, কোথায় হাওড়া—আমার বয়েই গ্যাছে। য়্যাঃ !···

পরমা—তবে আর চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছো কেন—শাড়ী পরে ঘরে বসে থাকো—

পুরন্দর—আমি শাড়ী পরবো কেন, তোমাকেই লুঙ্গি পরিয়ে ছাড়বো হ্যাঃ !

পরমা—হ্যাঁ, এখন ঐটিই বাকি—তোমার হাতে পড়ে আমার (কান্না)।

ভজ—আহা পুরন্দর, বৌদিকে বকছো কেন ? এখনও সময় যায়নি। বৌদি, মাংস রান্না করছেন বুঝি, যান ভাল করে রান্না করুন, আজ জমিয়ে মাংস খেতে হবে। শোনো পুরন্দর, এক কাজ কর। আশীর্বাদের দিন ওরা এলে তুমি একেবারে বেঁকে বসবে—বলবে, আমাদের এই এই চাই, না হলে আশীর্বাদ হবে না ! তখন সুড়সুড় করে···সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে বাঁকা

আঙুলেই ওঠাতে হয়। বুঝলে না?

(পরমা এতক্ষণ ভজহরির পরামর্শ শুনে চোখ মুছে হাসি মুখে রান্নাঘরে চলে যায়।)।

ঘনা—(এতক্ষণ চুপচাপ থেকে সকলের কথা শুনে) কিন্তু ভজকাকু, একটা কথা। চয়নমামার ভগ্নীপতি নাকি সি আই ডিতে কাজ করে—পণের দাবী করলে যদি পুলিশে ধরিয়ে দেয়, জেল খাটায়—?

পুরন্দর—হ্যাঃ, আমিও কি সেকথা আগে ভাবিনি? কিন্তু ওবেটা যে সি আই ডির লোক—আজকাল আবার পণপ্রথা বিরোধী আইন নাকি চালু হয়েছে, চারদিকে বধূহত্যা, মামলা মোকদ্দমা, জেল হাজত কত কি শোনা যায়···

ভজহরি—ও হ্যাঁ, তাও ত বটে—আমি ভুলেই গেছিলাম। দিনরাত গাড়ীর হিসেব, আপ-ডাউন, গুডস্-প্যাসেঞ্জার এই সব করে বুদ্ধিতে মরচে ধরে গ্যাছে। যাক্ গে, যেতে দাও—এবারটা না হয় লোকসানের বানিজ্যই করলে—হে-হে-হে।

পুরন্দর—তোমার আর কি? তোমার তো সবই লাভ—গাড়ী এলে গেলেই ঝুড়িঝুড়ি পয়সা। আমি যে এদিকে ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে চলেছি। আঃ।

ভজহরি—ছাড়ো ওসব কথা। তার চেয়ে বলো কি করে এতবড়ো বাড়ীটা বাগালে? শুনলাম খুব সস্তায় নাকি দাঁও মেরেছো?

পুরন্দর—(গোঁফের ফাঁকে হেসে) বলবো, বলবো, এসেছো যখন তখন সবই জানতে পারবে।

ভজহরি—(ঔৎসুক্যের সঙ্গে) হ্যাঁ হে, কলকাতায় তোমার এক নিঃসন্তান বোনের বাড়ী আছে—সেটাও তুমি পাবে বলেছিলে। তাহলে ত তুমি রাজা লোক—তোমার দু'দুটো বাড়ী! একেবারে যাকে বলে লক্ষপতি—এক লাখ দু'লাখ নয়—লাখ-লাখপতি—হা-হা-হা-হা—। দু'দুটো বাড়ী হাতিয়ে তুমি যা পাবে আমি

সারাজীবন ঘুষ খেয়েও তার ধারে কাছে যেতে পারবো না।

পুরন্দর—(কৃত্রিম বিনয়ে) তা এক রকম বলতে পারো।

ভজহরি—একরকম কি হে—রীতিমত! আমি একটা ভাল পরামর্শ দি শোনো। বোনের বাড়ী হাতে এসে গেলে এ বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে শুধু কলকাতায় বোনের বাড়ীটাই রেখো। হাজার হোক কলকাতার বাড়ী—আর এ বাড়ী বিক্রি করে খুব কম হলেও লাখটাকার বানিজ্য করতে পারবে—ছেলের বিয়েতে লোকসান সুদে-আসলে পুষিয়ে যাবে—হা-হা-হা-হা।

পুরন্দর—(দাঁত বের করে হেসে) আমিও তাই ভেবে রেখেছি। তুমি দেখছি আমার মনের কথাটাই বললে। তুমি আমার সত্যিকারের মনের মিতা—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ (উচ্চ হাস্য)।

ভজহরি—তবে আর কি? ছেলের বিয়েতে লোকসানের কথা আপাততঃ ভুলে যাও। বৌভাতে কত লোক হবে ভাবছো?

পুরন্দর—প্রথম ছেলের বিয়ে—আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কনেপক্ষ স্থানীয় লোক সব মিলিয়ে ধর পাঁচশ' তো বটেই। নতুন বাড়ী কিনেছি, সবাইকে দেখাতে হবে না? হাঃ-হাঃ-হাঃ…

ভজহরি—ঠিক, ভাল করে জাঁকজমক কোরো। একটা বড় বিয়ের পক্ষে এ বাড়ীটা একটু ছোটই হবে—যদি পার একটা আস্ত বিয়ে-বাড়ী হাজার দু'হাজার টাকা দিয়ে ভাড়া কোরো—আলো, মাইক, খানাপিনা—হা-হা-হা··

পুরন্দর—তুমি ঠিকই বলেছো—এটা আমারও মনের কথা—হাঃ হাঃ হাঃ হা…

(ব্যস্তভাবে পরমার প্রবেশ—হঠাৎ মিউজিকের সুর থেমে গিয়ে করুণ সুর বেজে ওঠে)

পরমা—(ঠোঁটে এক আঙুল ঠেকিয়ে—চাপা স্বরে) চুপ, চুপ,—আস্তে আস্তে! তোমাকে সকালেই বলেছি—আজ মেজদির মৃত্যু বার্ষিকী। ওপাশের ঘরে জামাইবাবু আজ উপোস করে

আছে, ঘরের ছবিগুলো মালা দিয়ে সাজিয়েছে, ধূপ জ্বেলেছে, এইমাত্র দেখে এলাম জামাইবাবু ছবির সামনে বসে চোখের জল ফেলছে। আজকের দিনে অত চেঁচামেচি হাসাহাসি কোরো না।

পুরন্দর—রেখে দাও তোমার বার্ষিকী! এটা এখন আমার বাড়ী, আমি যা খুসি তাই করবো। উনি যে সময়ে অসময়ে রেডিয়ো টিভিতে হা-হা করে খেয়াল গান বাজান তাতে আমাদের অস্মুবিধে হয় না? আর আমরা হাসলে কথা বললে ওনার রাতের ঘুম নষ্ট হয়! আমার বয়েই গ্যাছে কারো মরা বৌয়ের জন্য মুখ গোমড়া করে থাকতে। আমার বন্ধু এসেছে, তাকে নিয়ে একটু ফুর্তি করবো না? য়্যাঃ!

ভজহরি—ঠিক বলেছো ভাই। অন্যের স্মৃতি—দুঃখ, সে সবে আমাদের কি দরকার! আমার কথা হল—ইট ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরী—খাও পিয়ো ফুর্তি করো। বৌদি আজ কিন্তু মাংসটা জমবে ভাল, খা—সা গন্ধ পাচ্ছি—হা-হা-হা…

পুরন্দর—ঠিক, খাঁটি কথা। আরো চিৎকার করবো—আরো হাসবো-হা-হা-হা-হা

(দুই বন্ধু অট্টহাস্য করতে থাকে, নেপথ্যে করুণ সুর বেজে চলে, পরমা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

চতুর্দশ দৃশ্য

(গৌরীদহে পুরন্দর পরিবারের শোবার ঘর। গণা-চন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে, আজ বর-কনে অষ্টমঙ্গলের ফিরুনীতে হাওড়া রওনা হয়ে যাবে। যে দু-চারজন আত্মীয়স্বজন বিয়েতে এসেছিল তার মধ্যে পুরন্দরের বিধবা বোন ললিতা ও মেয়ে অর্পিতা,

জামাই অনন্ত দুবছরের শিশু পুত্র এখনও রয়ে গেছে—তাদের মাঝে মাঝে ঘরে আসা যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে। সময়-বেলা প্রায় একটা।

পুরন্দর নতুন শ্বশুর-সুলভ মুখভঙ্গী নিয়ে তক্তপোষে উবু হয়ে বসে আছে—পরণে সেই লুঙ্গি এবং খালি গা। ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা—দাদা, আজ তো গণা নতুন বৌ নিয়ে অষ্টমঙ্গলের ফিরুনীতে যাচ্ছে। সেখান থেকে দুদিন বাদে বৌমাকে নিয়ে আমার কলকাতার বাড়ীতে এসে উঠবে। আমি তবে ওদের সঙ্গে রওনা হয়ে যাই।

পুরন্দর—যাবি—যা। ছেলেত নয়, এ যেন আমার কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া—প্রায় দশ হাজার টাকা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার কেবল লোকসান আর লোকসান—য্যাঃ!

(অর্পিতার প্রবেশ)

অর্পিতা—হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছো। আমার ননদ পুঁটুলি ছাখো না, যেন পুতুলের বিয়ের বাক্স। (ননদসুলভ ভঙ্গীতে) ঢের ঢের বিয়ে দেখেছি। নতুন বৌদির বাপের বাড়ীর মত এমন কিপ্টে জীবনে দেখিনি! নিজের মেয়েকে যে গয়না দিয়েছে সেও সব ফোর্টিন ক্যারেট—বিয়ের বাসন, তাও শুধুই ষ্টীলের!

পুরন্দর—নতুন বৌ কোথায়—রান্নাঘরে? তবে শোন অর্পিতা, তুইও শোন লতু। বিয়েতে এক পয়সা নগদ দিল না। শুধু বর—বরযাত্রীদের জন্য একটা ট্যাক্সি আর একটা মিনিবাস, ব্যস!

ললিতা—এই যখন অবস্থা তখন এতবড় বৌভাতের আয়োজন না করলেই ভাল হোত দাদা। ক্যাটারারের খরচ দিয়ে এত্ত—এত্ত তৈরী খাবার—তার বারো আনাই ফেলা গেল, মিষ্টিগুলো পচলো! আবার দুহাজার টাকা দিয়ে একটা আস্ত বিয়েবাড়ী ভাড়া করাটাও ঠিক হয়নি।

পুরন্দর—ভেবেছিলাম পাঁচশ লোক হবে—কিন্তু দেড়শও হয়েছে

কিনা সন্দেহ। এত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তোরাই যে কজন এসেছিস—আর কেউ, এমন কি আমার সম্বন্ধী গোপালবাবু পর্য্যন্ত সপরিবারে অনুপস্থিত। বন্ধু বান্ধবের দেখা নেই। আর সারা গৌরীদহের সব লোককে নেমন্তন্ন করেছিলাম—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা একটা লোকও বৌভাতে এল না! (স্বগত—নিজের প্রতিষ্ঠা দেখাবার এতবড় সুযোগ মাঠে মারা গেল!)

ললিতা—তোর ভায়রা জগদীশবাবুও ত কিছু খেলো না।

পুরন্দর—(তাচ্ছিল্যভরে) উনি নাকি নেমন্তন্ন বাড়ীতে খান না—শরীরে সয় না। আসলে আমাদের অপমান করার মতলব!

অর্পিতা—বাবা, আমরাও কিন্তু আজ ঝাড়গ্রাম রওনা হচ্ছি। (নেপথ্যে স্বামী অনন্তকে উদ্দেশ্য করে) য়্যাই শুনছো, ছেলেটাকে ওঘরে দাদার কাছে রেখে তুমি স্যুটকেশ গুছিয়ে নাও।

পুরন্দর—তোরাও আজ যাবি? আচ্ছা যা। (স্বগত—থাকতে বলা মানে তো আমার অন্ন ধ্বংশ করা। মেয়ে যে বাপের বাড়ী আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া চায়নি, আমার বাপের ভাগ্যি বলতে হবে!)

(অনন্ত ঘরে ঢুকে নীরবে নিজেদের স্যুটকেশ গোছাতে থাকে। অর্পিতা সাহায্য করে। নতুন বৌ চন্দনার প্রবেশ—নতুন বৌ-সুলভ অঙ্গাভরণ ও নতুন শাড়ী পরা)

চন্দনা—পিসিমা, মাছের ঝোলে নুন কতটা দেবো একটু দেখিয়ে দিন না।

ললিতা—চল যাই। বৌদি উকিলের বাড়ী থেকে কখন ফিরবে—বেলা ১টা বাজে, রান্নাও প্রায় হয়ে এলো।

পুরন্দর—(শ্বশুর সুলভ গাম্ভীর্য্য নিয়ে—গলা খাঁকারি দিয়ে) নতুন বৌমা, ঘনাটা কোথায় গেল বলতে পারো? য়্যাঃ!

চন্দনা—এতক্ষণ রান্না ঘরে আমার সঙ্গে গল্প করছিল ঘনাদা। ও ঘরের মেসোমশাই এইমাত্র স্নান করে বের হতে ঘনাদা স্নান

করতে বাথরুমে ঢুকে পড়লো। (ললিতা ও চন্দনার প্রস্থান)।

(ভর দুপুরে বাইরে থেকে তেতেপুড়ে পরমার প্রবেশ—একহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ অন্যহাতে রোল করা একটি কাগজের মোড়ক)

পরমা—(তেড়ে ফুঁড়ে) ঢের হয়েছে, এ নিয়ে আমি আর দৌড়ো-দৌড়ি ছুটোছুটি করতে পারবো না!

পুরন্দর—(ব্যাগ্রভাবে) উকিলবাবু কি বলল তাই বলো? তুমি তাকে আমি যা বলেছিলাম—বায়না অনুযায়ী নিঃশর্ত্ত দলিল—সাফ বিক্রয় কোবালা আমরা চাই!—বলেছিলে?

পরমা—বলেছি। কিন্তু উকিলবাবু বলল—আপনার জামাইবাবু কয়েকটি শর্ত্ত, বিশেষ করে তার স্ত্রী-কন্যার স্মৃতি বিজড়িত এ বাড়ী আপনারা ভবিষ্যতে কাউকে দান-বিক্রি করতে পারবেন না, তার উল্লেখ করতে বলেছে।

পুরন্দর—(চিৎকার করে) আঃ, আবার শর্ত! বলছিনা, কোন শর্ত রাখা চলবে না? বায়নাতে কি কোন শর্তের কথা উল্লেখ আছে?

পরমা—কিন্তু জামাইবাবু প্রথমেই আমাকে ঐ শর্তের কথা বলেছিল আর আমিও তা মেনে নিয়েছিলাম। গোড়াতে সে কথা তোমাকেও জানিয়েছি—ছেলেরা সাক্ষী আছে। এখন 'না' বললে চলবে কেন?

পুরন্দর—সে সব মুখের কথা আমাদের মুখে আর মনে মনে থাকবে—লেখায় নয়। দান বিক্রির অধিকার আমার চাই-ই।

পরমা—জামাইবাবু তাতে রাজী নয়।

পুরন্দর—আমিও কোন শর্ত মানতে রাজী নই। যাও, তোমার জামাই বাবুকে বলে এসো। হ্যাঃ!

পরমা—(বিরক্তভাবে) হ্যাঁ, যাচ্ছি। এই আমার শেষ যাওয়া—একেবারে শেষ কথা বলে আসবো।

পুরন্দর—(কিছুটা উদ্বিগ্ন) কি শেষ কথা বলবে?

পরমা—সে আমি বুঝবো। কথাবার্ত্তা সব আমাতে ও জামাইবাবুতে হয়েছিল—শেষ কথা আমাদের দুজনের মধ্যেই হবে।

(রাগতভাবে অর্পিতার কাছে ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে কাগজের মোড়ক হাতে পরমার প্রস্থান। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ললিতার প্রবেশ)

ললিতা—বৌদির গলার আওয়াজ পেলাম যেন—কোথায় গেল? এত চেঁচামেচি কিসের? (জামাই অনন্ত পাশের ঘরে পালাল)।

পুরন্দর—(অত্যন্ত বিতৃষ্ণায়) আরে ঐ যে ওনার জামাইবাবুটি। পঁচিশ হাজার টাকায় সম্পূর্ণ বাড়ীটা দেবে বলল, বায়নার টাকা নিল, পরে গোপালবাবুর নাম করে বাকি সব টাকাও নিলো—এখন দলিল করার বেলায় শর্ত্তের কথা বলছে, দান বিক্রি করতে পারবো না, উনি সারাজীবন এ বাড়ীতেই থাকবেন, আরো কত কি! হ্যাঃ!

ললিতা—হ্যাঁ, বৌদি প্রথমবার এখানে এসে কথা বলে গিয়ে আমার বাড়ীতেও সে কথা বলেছিলো। তা এতে দোষ কি?

পুরন্দর—(পারিপার্শিক ভুলে বোনের উপর খেঁকিয়ে উঠল) দোষ কি! তোরা মেয়েমানুষ এ সবের কি বুঝিস? সাধে কি বলে—মেয়েদের দশহাত কাপড়েও কাছা হয় না—তাদের বুদ্ধি আর কত হবে! কথা হয়েছিল মুখে, সেটা আমাদের মুখে মুখেই থাক—লেখার দরকার কি? একবার লিখলে সারাজীবন ঐ সব স্মৃতি আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে—আমার বয়েই গ্যাছে! হ্যাঃ!

ললিতা—(তর্ক করে) কেউ যদি তার বাড়ী একান্ত আপনজনের স্মৃতি হিসেবে রাখতে চায়—তার ইচ্ছার মূল্য দেয়া উচিত! (কেঁদে) আমাদের বাড়ীটাও তো ওনার (স্বামীর) স্মৃতি…

পুরন্দর—(বাধা দিয়ে) আহা, তোর বাড়ীর কথা আসছে কেন? সে বাড়ী দেখার জন্যই গণাকে তোর হাতে তুলে দিয়েছি, আমরাও তোর পিছনে আছি। কিন্তু এ বাড়ীর ব্যাপার আলাদা—টাকা দিয়েছি অতএব সাফ নিঃশর্ত্ত দলিল আমার

চাই। (স্বগতঃ—বাড়ীটা বিক্রি করে যে লাখ টাকার বাণিজ্য করবো ভেবেছি—সেটাই হতে দেবে না !)

ললিতা—কিছু টাকা নিয়েছে ঠিকই, তবে বাড়ীর দাম তো নেয়নি !

পুরন্দর—(রেগে) হ্যাঁ, নিয়েছে। এক পয়সা নিলেও সেটাই দাম।

অর্পিতা—বাবা, ঐ যে মেসোর সঙ্গে কথা বলে মা আসছে।

(থমথমে মুখে খালি হাতে পরমার প্রবেশ)

পুরন্দর—(অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে) কী হোলো,—কী কথা হোলো—কী বলে এলে ? (পরমা গম্ভীর হয়ে তক্তপোষের এক কোণে বসে পড়ে—ললিতা অর্পিতা জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। পুরন্দর রেগে চিৎকার করে) কী—কথার জবাব দিচ্ছো না যে ? (উত্তেজিতভাবে তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়ায়)।

পরমা—(ভাবলেশহীন মুখে গম্ভীরভাবে) বলে এলাম—এ বাড়ী আমরা নেবো না—আমরা শীগগিরই এ বাড়ী ছেড়ে দেবো।

পুরন্দর—(অবাক হয়ে তক্তপোষে বসে পড়ে—এবার পা দুটো ঝুলিয়ে) কী বললে ! বাড়ী নেবে না !! এ বাড়ী ছেড়ে দেবে !!!

পরমা—হ্যাঁ। নেবো না। ছেড়ে দেবো। জামাইবাবু আবার ভেবে দেখতে বলেছিল—আমি তার মুখের উপর দলিলের নকল ছুঁড়ে দিয়ে বলেছি—আর ভাবার কিছু নেই—এই আমার ফাইনাল কথা।

পুরন্দর—আর যে পঁচিশ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে—সে টাকা ?

পরমা—জামাইবাবু বলেছে—সব টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবে।

পুরন্দর—(মাথায় রক্ত চড়তে থাকে—কঠিন স্বরে) এরপর আমরা কোথায় যাবো ! ?

পরমা—অন্য কোন ভাড়া বাড়ীতে (নির্লিপ্তভাব)।

পুরন্দর—(রেগে আর একটু গলা চড়িয়ে) আর বিয়েতে যারা আত্মীয়স্বজন এসেছিল এমন কি গণার নতুন শ্বশুর বাড়ীর

লোকেদের কাছেও যে বলেছি—আমরা এ বাড়ী কিনে নিয়েছি —তাদেরকে কি বলবো, তাদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে?

পরমা—(রাগতভাবে) আমি কি করবো—সে দায় তোমার! তুমি শর্ত্ত মানতে রাজী নও, জামাইবাবুও নিঃশর্তে বাড়ী লিখে দেবে না—অতএব আমি ঠিক করেছি, এ বাড়ী নেবো না।

পুরন্দর—(প্রচণ্ড রেগে আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে) 'বাড়ী নেবো না' বলার তুমি কে? তুমি কি এ বাড়ীর কর্তা? আমি কর্তা, আমি টাকা দিয়েছি—আমি এ বাড়ী ছাড়বো না। বাড়ী নেবে না! আমার টাকায় বাড়ী কেনা হয়েছে—আর তোমার কথায় বাড়ী ছেড়ে দেবো! না, কিছুতেই না···

পরমা—(কঠিন স্বরে) লেখাপড়া সব আমার সঙ্গে, অতএব আমি নেবো না এইটাই শেষ কথা। তুমিই যতই চ্যাচাও আমার যায় আসে না···

পুরন্দর—(হতাশভাবে তক্তপোষে বসে পড়ে—পরে সটান শুয়ে পড়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে) হায়-হায়-হায়! আমার বৌ আজ এতবড় অপমান করলো! দুই শালী ভগ্নীপতিতে মিলে অপমান করার জন্য আমাকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে! ভগ্নীপতিটি গণার বিয়েতে হাজারো রকমভাবে আমাদের অপমান করেছে—মেয়ে দেখতে যায়নি, আশীর্বাদে থাকেনি, বরযাত্রী যায়নি, বৌভাতে খায়নি—আরো কত! আর তার শালীটি এখন ভগ্নীপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে, নিজের স্বামীকে, অপমান করছে, বাড়ী থেকে উৎখাত করছে। (কান্না-মেকি) আঁ-আঁ-আঁ, উঁ-উঁ-উঁ— আমি আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাবো কি করে? উঁ-উঁ-উঁ—এত বড় অপমান আমি সহ্য করবো কি করে? আঁ-আঁ-আঁ—উঁ-উঁ-উঁ···

(স্নান সেরে ডোরাকাটা আণ্ডার-অয়্যার পরা, খালি গা, মাথার চুল এলোমেলো, কাঁধে ভিজে গামছা চিৎকার করতে করতে বীরদর্পে ঘনার প্রবেশ)

ঘনা—ও বাবা—ও বাবা, তুমি কাঁদছো ক্যানো? মা, বাবা কাঁদছে ক্যানো? ও, বুঝতে পেরেছি, ঐ মেসো বাড়ীর দলিল করে দিতে চায় নি, না বাবা? (পুরন্দর কান্নার মধ্যেই কায়দা করে মাথা দুলিয়ে—'হুঁ-উঁ-উঁ') তাই তো? আমি ঐ মেসোকে বাঁশ দেবো। যে আমার বাবাকে কাঁদায় তার পোঁদে আমি বাঁশ দেবো—।

(অবস্থা ঘোরালো দেখে ললিতা—অর্পিতা এক পাশ দিয়ে সরে পড়ে। গণ্ডগোলের আওয়াজে নতুন বৌ চন্দনা ঘরে ঢুকতে গিয়ে অবস্থা বুঝে আড়ালে চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে গণার মঞ্চে প্রবেশ)

ঘনা—(ঘনা বলতে থাকে)—ও বাবা, তুমি কেঁদোনা—তোমার কান্না দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। আমি এই একমাসে পাড়ায় অনেক 'উঠতি মস্তানের' সঙ্গে বন্ধু পাতিয়েছি। একা একা থাকে, কারো সঙ্গে মেশে না। দাঁড়াও না, সেই বন্ধুদের ডেকে এনে মেসোর পোঁদে বাঁশ দেবো। তুমি কেঁদো না বাবা. তুমি চুপ করো।

গণা—(কোমরে হাত রেখে গম্ভীর গলায়) মা, তোমার কী দরকার ছিল ঐ মেসোর মত ফোরটুয়েন্টি চিটিংবাজ লোকের কাছে বাড়ী কিনতে আসার? (গলা আরো চড়িয়ে) কি ভেবেছে লোকটা! আমাদের ভালোমানুষ পেয়ে ঠকাবে? বাবা-মাতে ঝগড়া বাধিয়ে সংসারটাকে তছনছ করে দেবে? কী আছে ওর এই বাড়ীটা ছাড়া!—ওর নাই লোকবল, নাই অর্থবল। বাবার টাকা আছে, আমাদের মত মস্তান জোয়ান দু'দুটো ছেলে আছে। ভালোমানুষের মত দলিল লিখে দিক। আমাদের বিপদে ফেলে নিজের রান্নাঘরে বসে আরাম করে খাচ্ছে! খেয়ে নিক, আর বেশিদিন খেতে হবে না—একদিন রাতের অন্ধকারে লোড-শেডিংএর মধ্যে ঐ চট্‌পটিয়া বাবুকে গলা টিপে খতম করে দেবো—তারপর হয় ফাঁসিতে ঝুলবো নয় জেলে যাবো। দেখি ও

লোকটা কি করে সুখে থাকে!

পরমা—(অবাক দৃষ্টিতে দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে) তোরা সবাই এত লোভী স্বার্থপর অমানুষ—আমার জানা ছিলো না! আমার রীতিমত ঘেন্না লাগছে!

পুরন্দর—(ছেলেরা চিৎকার শুরু করতেই মেকি কান্না বন্ধ করেছিল —পরমার কথা শেষ হতেই তড়াক করে চৌকিতে উঠে বসে চিৎকার করে) হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা লোভী স্বার্থপর অমানুষ—আমরা লোক ঠকিয়ে খাই, পরের সম্পত্তি হাতাই। (স্বগত—কথাটা মিথ্যা নয়।) তুমি আর তোমার জামাইবাবু উদার নিঃস্বার্থপর —হোল তো? (তক্তাপোষ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে কোমরে লুঙ্গি আঁটতে আঁটতে) আমি আর তোমার কথা গ্রাহ্য করিনা, তোমার ঐ সবসময় চপ্পল চট্‌পটিয়ে চলা জামাইবাবুকেও নয়। আমার দুই উপযুক্ত ছেলে আমার পক্ষে আছে। দেখি কি করে মিঃ জগদীশ দলিল করে না দেয়। তুমি বলে এসেছো—বাড়ী নেবো না। তুমি বলার কে? যা বলার আমি বলবো। আমার কথাই শেষ কথা। একবার যখন এ বাড়ীতে এসেছি আমাকে এখান থেকে ওঠায় এমন লোক এখনো জন্মায়নি। (হঠাৎ ছোরাখেলা নৃত্যের ভঙ্গীতে) আমি বাক্স থেকে ছোরা বের করবো—ছোরা হাতে তাণ্ডব নৃত্য করবো—দুই শালী-ভগ্নীপতিকে সেই সঙ্গে নাচাবো—শালী ভগ্নীপতি পিরীত ঘুচিয়ে দেবোই! ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি—এবার দুটোকেই ফাঁদে পেয়েছি—যাবে কোথায়! আমাকে অপমান করার মজাটা সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়বো—মিঃ জগদীশকেই বাড়ী ছাড়া করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি পাগল হয়ে গেছি, আমি পাগল, যাকে খুশি আঁচড়াবো কামড়াবো। যেমন করেই হোক আমি এ বাড়ীর দখল নেবোই—এ বাড়ী আমার চাই-ই চাই—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। বলেছে—বাড়ী নেবে না—বাড়ী ওর বাপ নেবে…

(পুরন্দর নৃত্য করতে থাকে। ঘনা চেঁচায় 'পোঁদে বাঁশ দেবো', গণা চেঁচায় 'চিটিংবাজ ঠগ জোচ্চোর'—পরমা তক্তপোষের কোণে গালে হাত দিয়ে বসে ঘৃণাভরা চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্চের পর্দা নেমে আসে।)

পঞ্চদশ দৃশ্য

(পুরন্দর পরিবারের শোবার ঘর। ঘরে একটা টেবল ফ্যান চলছে। ঘরের মিনি টিভিটা মঞ্চের সামনের দিকে এক কোণে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরিয়ে বসানো আছে। সময় রাত ৮টা মত। পুরন্দর যথারীতি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বিরস বদনে তক্তপোষের উপর উবু হয়ে বসে আছে। পরমা ঘরের এক কোণে মোড়ার উপর বসে অলসভাবে মাথার ন'ইঞ্চিটাক লম্বা কাঁচা পাকা চুলে চিরুণী চালাচ্ছে চুল বাঁধছে—পুরন্দরের দিকে পিছন ফিরে—বোঝা যায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাল নেই। কিছুক্ষণ নীরবতা।)

পুরন্দর—(গলা খাঁকারি দিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টায়) য়্যাই শুনছো, গণা বৌ নিয়ে লতুর বাড়ীতে বেশ ভালই আছে নিশ্চয়ই, তাই না ? য়্যাঃ !

পরমা—(নিরাসক্ত গলায়) হবে। আমি তো দেখতে যাইনি।

পুরন্দর—বিয়ের পর সাতটা দিন গণা বৌ নিয়ে মিঃ জগদীশের পাশের ঘর, ঐ যে কি বলে, ড্রইংরুমে শুয়েছিল। তার আগে আর পরে এখন আমি ঐ ঘরে শুই। তোমরা বল—আমার ও ঘরে শোয়া চলবে না, মিঃ জগদীশের নাকি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে !

পরমা—(মুখ না ফিরিয়ে) ঠিকই ত। তোমাকে নিয়ে একই ঘরে বা পাশের ঘরে আমিই শুতে পারি না সারারাত বক্‌বকানির

জন্য, অন্য লোকে ত পারবেই না।

পুরন্দর—কিন্তু ওঘরে ফ্যান আছে, এ ঘরে ঐ একটা টেবিল ফ্যানে আমার হাওয়া লাগে না।

পরমা—মশাগ্রামে এতোকাল ঐ টেবিল ফ্যানটিই সম্বল ছিল—তখন গরম লাগেনি? আর ও ঘরের ফ্যানটি তো জামাইবাবুর।

পুরন্দর—সে যারই হোক, আমি ঐ ঘরেই শোবো—ঘরটা দখলে রাখতে হবে তো।

পরমা—(ঠোঁট উল্টে) কদিন বাদে এ বাড়ীই ছেড়ে চলে যেতে হবে —ঘর দখলের স্বপ্ন দেখছে !

পুরন্দর—আরে সেই কথাই তো বলছি। সেদিন যে তুমি রাগের মাথায় এ বাড়ী নেবে না বলে এলে সেটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তুমি আবার গিয়ে তোমার জামাইবাবুকে বল—ওটা ছিল রাগের কথা, অভিমানের কথা (স্বগত—যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট—শালী-ভগ্নীপতির মধ্যে মান-অভিমানের কথাটা খুব লাগসই, বেশ একটু আদিরসের সম্পর্ক আছে)। এখন মান অভিমানের কথা ভুলে দলিলটা করে দিন।

পরমা—(বিরক্তভাবে) এক কথা বারবার ঘ্যানোর ঘ্যানোর কোরো-নাতো—গা জ্বলে যায় ! আমি থুথু ফেলে থুথু চাটতে শিখিনি। কদিন ধরে একই কথা শুনতে শুনতে কান পচে গ্যালো—'যাও, গিয়ে বলো' ! আমার একটা মান সম্মান নেই ?

পুরন্দর—(খেঁকিয়ে) আর আমার যেন কোন মান সম্মান নেই ! আমি সবার কাছে অপদস্থ হবো এ বাড়ী ছেড়ে দিলে—তার বেলায় ?

পরমা—থাক্, থাক্—তোমার কত মান সম্মান তা আমার জানা।

(পুরন্দর রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল—ফুলপ্যান্ট শার্ট পরা ঘনা বাইরে আড্ডা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই—তার উপর রাগটা ঝাড়ল)

পুরন্দর—য়্যাই হারামজাদা, তুই আমার জামা আবার পরেছিস ?

ঘনা—পরেছিই তো। আমার জামাটা যে ময়লা, তোমাকে কেচে দিতে বলেছিলাম···

পুরন্দর—ক্যানো কেচে দেবো, আমি কি এ বাড়ীর সকলের ধোপা না চাকর ? য়্যাঁঃ !

পরমা—(মাঝখানে পড়ে ঘনাকে তেড়েফুঁড়ে) য়্যাই ঘনা, টিভির নব মুচড়ে মুচড়ে কি করে রেখেছিস, আমি চালাতে গিয়ে পারলাম না। কখন রাত আটটা বেজে গেছে—চিত্রহারে কি সুন্দর সুন্দর হিন্দী গান হয়—সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াস···

ঘনা—(গায়ের জামা খুলে বাপের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে—পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে লুফে নেয়) আমি কি শুধুই আড্ডা মারি নাকি ? উঠতি মস্তান বন্ধুদের 'ফিট' করে রাখছি—তারা বলেছে, তুই তোর মেসোর সঙ্গে লড়ে যা ঘনা, শেষে আমরা তোর পিছনে আছি।

পুরন্দর—(খুশি হয়ে) বাঃ, বাঃ, বেশ, বেশ। তোর বন্ধুদের বাড়ীতে ডেকে আনবি, চা খাওয়াবি, সবাইকে হাত করবি।

ঘনা—আসতে বলেছি—ওরা বলে, জগদীশকাকুর সামনে আমরা যেতে পারবো না, তবে আমরা তোর পিছনে অবশ্যই আছি।

পরমা—(বিদ্রূপ করে) শেষে—পিছনে ! মুরোদ বোঝা গ্যাছে ! নে, আর বেশি কথা না বলে টিভিটা খোল—চিত্রহার বুঝি শেষই হয়ে গেল···

(ঘনা একটু খুটখাট করে টিভি খুলে দিতে একটি হিন্দী সিনেমার গান জোরে বেজে ওঠে। পরে প্রয়োজনে আওয়াজ কমাতে হবে। বাপ মা ছেলে তিনজনে টিভির দিকে হুমড়ি খেয়ে চেয়ে থাকে—নায়ক নায়িকার দ্বৈত সংগীত চলতে থাকে)

পুরন্দর—(নাচ গানের তারিফ করতে করতে বেরসিকের মত) আচ্ছা, নায়িকা অত দূর থেকে নায়কের কোলে কি করে

ঝাঁপিয়ে পড়ল ?

পরমা—মোটেই কঠিন না—এ সব হল ক্যামেরার কাজ! (উঠে দাঁড়িয়ে এ্যাক্টিং-এর ভঙ্গীতে) নায়িকা যদি এইখানে…

পুরন্দর—(দাঁত বের করে হেসে) বুঝি, বুঝি, আমি সব বুঝি—তোমাদের কাছে না বোঝার ভান করি।

পরমা—(এ্যাক্টিং-এ বাধা পেয়ে বসে পড়ে) বোঝ যদি তবে মাঝখানে বক্‌বক্‌ করে রসভঙ্গ কর ক্যানো? চুপ কর—দেখতে দাও।

(মূর্ত্তিমান রসভঙ্গের মত ব্যাগ-স্যুটকেস হাতে গণার প্রবেশ, সঙ্গে নতুন বৌ চন্দনা।)

পরমা—এ কি, তোরা হঠাৎ! বেডিং কই?

(নতুন বৌ শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে।)

গণা—আমাদের বিয়ের বেডিং ট্যাক্সি থেকে নামানোই হয়নি বিয়ের পরদিন ফেরার সময়। বাবা সেই ট্যাক্সিতে ছিল. ট্যাক্সির ভাড়া দিল আর বেডিং নামাতেই ভুলে গ্যালো।

পুরন্দর—(খেঁকিয়ে উঠে) আমার বয়েই গ্যাছে—নিজের জিনিষ নিজে দেখেশুনে রাখতে পারো না? এখন আমার দোষ! য্যাঃ!

পরমা—(জোড়হাত করে) থাক বাবা, আমার ঘাট হয়েছে বেডিং এর কথা জিজ্ঞেস করে! আসলে এ কদিনের গণ্ডগোলে আমার মাথাটাই গোলমাল হয়ে গ্যাছে। থাক ও কথা। তারপর তোরা এই অসময়ে হঠাৎ মোটঘাট নিয়ে চলে এলি যে?

পুরন্দর—(হঠাৎ ঘনাকে) য্যাই হারামজাদা. টিভি বন্ধ কর—গণা কি বলছে শুনতে দে। (ঘনা টিভির আওয়াজ কমাল)।

গণা—(প্রায় কান্নার স্বরে) পিসি আমাদের তাড়িয়ে দিল।

পুরন্দর—(তক্তপোষ থেকে লাফিয়ে নামল—রাগে কাঁপতে কাঁপতে) কি বললি! পিসি তোদের তাড়িয়ে দিল!! লতুর এতবড় সাহস…

পরমা—আঃ, চ্যাচাচ্ছো ক্যানো! আগে শুনতে দাও সবটা। নে

গণা, তুই বল। পিসির সঙ্গে কোন···(পুরন্দর আবার তক্তপোষে বসল। চন্দনা পরমার পায়ের কাছে মেঝেতেই বসে পড়ল।)

গণা—(হাতল ভাঙ্গা চেয়ারে বসে) না, পিসির সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাটি হয় নি। বরং আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে বৌ নিয়ে গেলে পিসি আমাদের একখানা ভাল ঘর দিল, খাট বিছানার ব্যবস্থা করল। পাঁচটা দিন ভালোই কাটলো। পরদিন সকালে পিসির দুই দেওর তাদের বৌ ছানাপোনাদের নিয়ে এসে হাজির—তারা নাকি আসামে ছোটখাটো কি সব ব্যবসা করতো, এখন সেখানে ভীষণ মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে—তাই তারা সবাই প্রাণভয়ে প্রায় এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে। সেখানে তাদের ফিরে যাবার সম্ভাবনা আর নেই।

পুরন্দর—(অধৈর্য্য হয়ে) ওর দেওররা পালিয়ে এসেছে তো তোদের কি ?

গণা—বলছি শোনো। দুদিন ধরে পিসি আর পিসের ভাইদের মধ্যে আমাদের আড়ালে কি সব আলোচনা হল। তারপর আজ সকালে পিসি বললো—দেখছিস তো অবস্থা। বাড়ীটা যদিও তোদের পিসে আমার নামে লিখে দিয়ে গেছে কিন্তু এ কথাও বলে গেছে—যদি আমার ভাইরা বিপদে পড়ে কখনো এখানে আসে তবে তাদেরকে আশ্রয় দিও। আহা, মানুষটা সত্যদ্রষ্টা ছিলো! স্বামীর নির্দেশ, তার রক্তের সম্পর্ক—আমি অমান্য করতে পারি না। তোরা গৌরীদহে অতবড় বাড়ী কিনেছিস —বৌমাকে নিয়ে তুই সেখানেই গিয়ে থাক।

পুরন্দর—(প্রচণ্ড রাগে তক্তপোষ থেকে আবার লাফিয়ে নামে, উত্তেজনায় কোমরের লুঙ্গি খসে পড়ে আর কি—এক হাতে লুঙ্গি ধরে অন্য হাত নেড়ে) আ-হা-হা-হা-হা, একেবারে সতীসাবিত্রীর মত কথা—স্বামীর নির্দেশ, রক্তের সম্পর্ক! আর গণা তোর মায়ের পেটের ভাইয়ের ছেলে নয়! তার সঙ্গে তোর রক্তের

সম্পর্ক নেই? (একটু থেমে—লুঙ্গি কোমরে আঁটতে আঁটতে) আর তুইও তেমনি গাধা—বললো আর সুড়সুড় করে চলে এলি! পিসির বাড়ীতে প্রায় পনেরো বছর ধরে আছিস, পাড়ায় তোর কত মস্তান বন্ধুবান্ধব। তাদের লেলিয়ে ঐ দেওর দুটিকে পিটিয়ে বাড়ীছাড়া করতে পারলি না? আহাম্মক কোথাকার! য়্যাঃ!

গণা—তুমি জানো না, আসামের ঘটনায় ওদের প্রতি পাড়ায় কি প্রচণ্ড 'সিম্প্যাথেটিক', ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে পাড়ার লোক উল্টে আমাকেই পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে।

পুরন্দর—(বিদ্রূপের সুরে) পাবলিক—সিম্-প্যা-থি! ওঃ, লতুও শেষ পর্য্যন্ত আমাকে পথে বসালো—ওর বাড়ীটাও আমার হাত-ছাড়া হোলো! (হঠাৎ শূন্যে দুহাত আস্ফালন করে) আমি লতুর নামে মামলা করবো—ঐ দেওরদের ওবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করবো…

পরমা—মামলা যে করবে—কিসের জোরে?

পুরন্দর—গণা এত বছর ওখানে ছিল, ঐ ঠিকানায় তার র‍্যাশন কার্ড আছে—সেই তো যথেষ্ট। এ ছাড়া যদি কোন চিঠি থাকে—গণাকে কাছে রাখতে চেয়ে…

পরমা—না, ঠাকুরঝি সে রকম কোন চিঠি লেখেনি, আমার বেশ মনে আছে।

পুরন্দর—আঃ—আমি এখন কি করি! আমি পাগল হয়ে যাবো—মাথার চুল ছিঁড়বো—দেওয়ালে মাথা ঠুকবো…

পরমা—হ্যাঁ, ঐ করো। কেবল পরের সম্পত্তি হাতাবার মতলবে থাকলে ঐ সবই করতে হবে!

গণা—(অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল যেন) মা, আমরা তবে মেসোর ড্রয়িং রুমে আমাদের শোবার ব্যবস্থা…

পুরন্দর—(লাফ দিয়ে একপাশে গিয়ে দরজা আটকাবার ভঙ্গীতে দু হাত দুপাশে ছড়িয়ে—চিৎকার করে) না, ও-ঘর আমার, আমি

ওঘরে শুই ঐ ঘরেই শোবো।

পরমা—(চন্দনার দিকে ইঙ্গিত করে কষে ধমক দিয়ে) আঃ কি হচ্ছে কি! বাড়ি—সম্পত্তির লোভে মাথাটা কি একেবারেই গ্যাছে? সোমথ ছেলে নতুন বৌ নিয়ে কি আমার পাশে শোবে?

পুরন্দর—(আরো রেগে) হ্যাঁ, আমার মাথা খারাপ, আমি পাগোল —পা—গো—ল। আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি দশহাজার টাকা খরচ করে—এখন সে বৌ নিয়ে যেখানে খুসি চলে যাক্। হ্যাঁঃ!

পরমা—কী যা তা বকছো! গণা হাফ্ বেকার ছেলে—এই বাজারে বৌ নিয়ে সে কোথায় যাবে? ওরা আমাদের কাছেই থাকবে।

পুরন্দর—(চিৎকার করে) না, থাকবে না। বিয়ে হওয়া ছেলেকে তার বৌসুদ্ধ আমি পুষতে পারবো না। এটা আমার বাড়ী— —এখানে ওর ঠাঁই হবে না, হ্যাঃ!

গণা—(রেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) ছ্যাখো বাবা, তোমার দুর্ব্যবহার অনেক সহ্য করেছি—আর পারছি না। এত যে কথা বলছো—আজ আমার এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ তুমি দায়ী। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আমাকে আর পড়ালে না, কোন চাকরিতে ঢোকালে না। পিসির বাড়ী দখল করার মতলবে আমাকে তার হাতে গছালে। সেখানে পনের বছর ধরে ফাই-ফরমাস খেটে বাজার-সরকারি করে অন্নদাস হয়ে কাটালাম। আমাকে পড়ালো না—কোনো চাকরিও জুটিয়ে দিলো না। মাঝখানে বনমালীকাকুর মে—থাক, নতুন বৌ ঘরে আছে বলে সে কথা আর তুলবো না। শেষে নিজের চেষ্টায় একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি জুটিয়েছি—মাসে মাত্র চারশ টাকা। এই অবস্থায় আমার বিয়ে দিলে, আমার এখন বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমিই টাকা গয়নার লোভে আমার বিয়ে দিলে—ওদিকে টাকা গয়না সব ফক্কা…

পুরন্দর—(জোর করে আত্মপক্ষ সমর্থন) যা করেছি বেশ করেছি। কিন্তু আমার বাড়ীতে তোর ঠাঁই হবে না এই আমার শেষ কথা।

গণা—খুব যে আমার বাড়ী আমার বাড়ী করছো—এ বাড়ী কি তোমার? মা বলে দিয়েছে এ বাড়ী নেবে না। এখন তুমি নিজে কোথায় যাবে তাই ভাবো! মা এ বাড়ী নেবার ব্যবস্থা ঠিক করেই ফেলেছিলো—তুমিই মাঝখানে বাগড়া দিলে শর্ত্ত মানবো না, মেসোর পায়ে পা লাগিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে তাকেও শত্রু করে তুললে। মনে কর আমরা কিছু জানি না, বুঝি না—না?

পুরন্দর—(খেঁকিয়ে) এতই যদি, বল না তোর মাকে—তার পেয়ারের জামাইবাবুকে বলে বাড়ীর দলিলটা লিখিয়ে নিতে।

পরমা—(তেতে উঠে) ক্যানো বলবো? যে কাজ সহজে হোতো তাকে তুমি তিক্ত করে তুলেছো। আমি প্রাণ গেলেও আর দলিলের কথা বলতে যাবো না—আমি বাড়ী ছেড়ে দেবো!

পুরন্দর—যাও—বাড়ী ছেড়ে যেখানে খুসি চলে যাও। আমি একাই থাকবো আর বাড়ীর দখল নিয়ে ছাড়বো—না হলে আমার নাম পুরন্দর সরখেল না!

পরমা—আচ্ছা, আমিও দেখবো এতোর পরেও কি করে তুমি এ বাড়ী নাও। সব চাবিকাঠি তো আমার হাতে।

ঘনা—(এতক্ষণ পরে কথা বলল) মা, তুমি বাবার মুখে মুখে তর্ক করবে না! তোমার কাজ রান্না করা—যাও রান্না কর গিয়ে।

পরমা—(অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মুখে কথা ফোটে না—শেষে) ঘনা—তুই!

ঘনা—হ্যাঁ, আমি। ক্যানো তুমি বাবার কথা শুনে চলবে না—বাবা আমাদের সকলের গার্জেন।

গণা—(আর নিজেকে সামলাতে না পেরে) কিরে ঘনা, তোর এতবড় সাহস মাকে টোন্ (টণ্ট) করিস, মাকে কম্যাণ্ডিং করছিস!

ঘনা—একশোবার করবো, মা ক্যানো বাবার কথা শোনে না?

গণা—সে বুঝবে বাবা আর মা। আয় তোকে আজ একটু শিক্ষা দিই—

(গণা চটাপট কিলচড় মারতে লাগলো ঘনাকে, ঘনাও সমানে হাত চালাচ্ছে)

ঘনা—ঠিক আছে আমারও হাত আছে—এই ছ্যাখ—

চন্দনা—(ছুটে গিয়ে ঘনাকে টেনে ধরে বলতে থাকে) সরে এসো ঘনাদা, ও কিন্তু ভীষণ রাগী, রাগলে কোন জ্ঞান থাকে না।

পরমা—(আর এক দিক থেকে গণাকে হাত ধরে টানে) থাম গণা, আর লোক হাসাসনে। পাড়ায় মান সম্মান আর রইলো না।

(মারামারি চলতে থাকে)

পুরন্দর—(হঠাৎ খুসি হয়ে—স্বগত) বাঃ, বাঃ, বেশ হচ্ছে। মিঃ জগদীশকে টিট্ করতে এদের বাহুবলই আমার দরকার—এখন তার মহড়া চলছে। হ্যাঃ!

(মারামারি টানাটানির মধ্যে মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

ষোড়শ দৃশ্য

গৌরীদহে পুরন্দর পরিবারের শোবার ঘর। রাত প্রায় সাড়ে ৮টা। পুরন্দর, পরমা, গণা, ঘনা ও চন্দনা মনযোগ দিয়ে টিভি দেখছে—বাংলা ছবি। মিনি টিভিতে (দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে বসান) শেষ দৃশ্য—কোর্টসীনে ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের সওয়াল চলছে—(নেপথ্যে ক্যাসেট বাজাতে হবে)—

…মি লর্ড, সবশেষে আমার বক্তব্য—এ কথা বলা কখনই ঠিক হবে না আত্মীয় আত্মীয়কে ঠকাতে পারে না। বস্তুতঃ সংসারে এমন বহু ঘটনা আছে যেখানে বাপ ছেলেকে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি

থেকে বঞ্চিত করেছে, ছেলে মাকে বাড়ীছাড়া করছে, ভাই ভাইয়ের সম্পত্তি ঠকিয়ে নিচ্ছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর সেই সব বঞ্চিত, অত্যাচারিতদের পক্ষে আদালতের আশ্রয় চাওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে? চক্ষুলজ্জা! লোকলজ্জা! আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই! সমাজের বাঁকা দৃষ্টি! ওসবের কোন মূল্য নেই। ক্ষুধার্ত্তকে উপোসের উপকারীতার উপদেশ দিতে যাওয়া উপহাসেরই নামান্তর। অতএব, মি লর্ড, আসামী শ্রী জনার্দন যে অপরাধ করেছে, তার নিকট আত্মীয়া আমার মক্কেল শ্রীমতী সরলাবালাকে যেভাবে বঞ্চিত করেছে, তার জন্য··· স্-স্-স্-স্-স্ (অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন)···

পুরন্দর—যাঃ, শেষ দেখতে দিল না—'অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় —দুঃখিত' হয়ে গেল। আঃ!

ঘনা—বাংলা ছবিতে ভাল কোর্টসীন দেখাতে পারে না। হিন্দি ছবি হলে একেবারে ফাটিয়ে দিত। টিভি বন্ধ করে দি, বাবা? এখন তো 'সমাচার' হবে।

পুরন্দর—হ্যাঁঃ, দে বন্ধ করে দে। ওসব সমাচার শুনে কি হবে? (ঘনা টি-ভি বন্ধ করল)।

গণা—(একটু উস্‌খুস করে) এখন এক কাপ চা হলে হত না?

পরমা—(চন্দনাকে) যাও ত চন্দনা, চায়ের জল বসাও। চা হয়ে গেলে আমি রাতের রুটি তরকারি করবো। (চন্দনার প্রস্থান) (পরমা একটি ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দেয়)

পুরন্দর—(সুযোগ পেয়ে) য়্যাই শুনছো—নাটকে কি বলছিলো শুনলে তো? তুমি যে আত্মীয় কুটুম্ব বলে চক্ষুলজ্জায় বাঁচো না। প্রয়োজনে মামলা করা কোন দোষের নয়—তা সে যত নিকট সম্পর্কই হোক। গত একমাস ধরে তোমাকে এত করে বোঝাচ্ছি—কিন্তু তুমি সেই এক গোঁ ধরে বসে আছো—'জামাই বাবুর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করতে পারবো না'। আরে

বাবা, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই—মিঃ জগদীশকে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

পরমা—(টিভি ছবির বক্তব্যে. প্রভাবিত হয়ে) মামলা করা ছাড়া কি কোন উপায়ই নেই ?

পুরন্দর—(স্বগত—টিভির নাটকে উকিলের বক্তৃতায় ওষুধ ধরেছে মনে হচ্ছে)। (ভালমানুষের মত) কি উপায় আছে, তুমিই বল।

পরমা—ধর আমরা যদি গৌরীদহ ছেড়ে কলকাতার সাউথে একটা বাড়ী ভাড়া করে গিয়ে উঠি, পরে কাছাকাছি জমি দেখে…

পুরন্দর—ওদিকে বাড়ী ভাড়া করতে গেলে কত সেলামী লাগে—তোমার জানা আছে ? গণা অনেক বছর কলকাতায় আছে—ও-ই বলুক।

গণা—তা দশ পনেরো হাজার টাকা তো বটেই।

পুরন্দর—আমি বলছি—তাও নয়, আরো বেশি, বিশ পঁচিশ হাজার। ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে—আমি বলছি—তুমি মামলায় রাজী হয়ে যাও। আরে, একবার মামলার কথা বলেই দেখনা—পরে দরকারে কয়েকটা উকিলের নোটিস দিলে ভয় পেয়ে মিঃ জগদীশ সুড়সুড় করে দলিল লিখে দেবে।

ঘনা—মা, তুমি বাবার কথা শোনো, মামলা কর।

পরমা—বাপ-বেটা সব এক রা—আমি আর পারি না ! ঠিক আছে তাই হোক। তবে আমিও শেষ কথা বলে দিচ্ছি—আমাকে দিয়ে মামলা করাবে করাও, তারপর সব মিটে গেলে ছমাসের মধ্যে তোমাদের সংস্রব ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। এ সংসারে আমি আর থাকবো না—সকলের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে !

পুরন্দর—(স্বগত—এই ত, পথে এসো বাপু।) সংসার ছেড়ে যাবে কোন চুলোয় ! বাপের বাড়ী যাবার পথ বন্ধ—বাপ মরে

গেছে, দাদা-বৌদি ওদিকে ঝ্যাটা নিয়ে বসে আছে। যাক সে সব পরে দেখা যাবে। য়্যাই ঘনা, ছ্যাখতো মিঃ জগদীশ তার ঘরে আছে কিনা ?

ঘনা—রাত প্রায় নটা বাজে, এখন নিশ্চয়ই ঘরে থাকবে—আমি গোয়েন্দা তো—মেসোর সব খবর আমার জানা…

পুরন্দর—আঃ, বেশি কথা না বলে যা বলছি তাই কর। আড়াল থেকে দেখে আয় সে কি করছে—তার ঘরে বাইরের কেউ আছে কিনা। (ঘনার প্রস্থান) (স্বগত—অনেক কষ্টে মামলার কথায় রাজী করানো গ্যাছে—এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না)।

ঘনা—(ফিরে এসে) হ্যাঁ, ঘরেই আছে, বাইরের কেউ নেই। মেসো রাতের খাবার খেতে বসার তোড়জোড় করছে।

পুরন্দর—ঠিক আছে। (পরমাকে) যাও, এই সময় গিয়ে মামলার কথাটা বল। কি কি কথা কেমন ভাবে বলতে হবে তোমাকে অনেকবার বলেছি, মনে আছে ? সেই ভাবে সব এক এক করে বলবে। (পরমা ঝাঁটা একপাশে রেখে যাইতে উদ্যত)।

চন্দনা—(প্রবেশ করে) মা, চায়ের জল নামানো হয়ে গ্যাছে, এখন রাতের রুটি…

পুরন্দর—(বিরক্ত হয়ে) আঃ, যাচ্ছে একটা শুভ কাজে সেই সময় বাধা ! ওসব পরে হবে বৌমা, তুমি রান্নাঘরে যাও। (চন্দনার প্রস্থান)। (পরমাকে) যাও, এগিয়ে যাও। আমরা তোমার পিছনে আছি। যাও, কোন ভয় নেই।

পরমা—আমি কাউকে ভয় পাই না।

(পরমা বীরদর্পে এগিয়ে যায়—পুরন্দর, ঘনা, গণা একটু দূরে থেকে পা টিপে টিপে পরমাকে অনুসরণ করে—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)।

দৃশ্যান্তর

পাশের জগদীশের শোবার ঘর। রাত ৯টা। টিভি বন্ধ। টিভির উপর রাখা শৈলজা ও নন্দার তুখানি ছবির মাঝখানে একটি মোমবাতি জ্বলছে—ঘরে ইলেকট্রিক লাইটও জ্বলছে। জগদীশ একটি সোফায় বসে গল্পের বই পড়ছিল। একসময় ঘড়ির দিকে চেয়ে সময় দেখে গল্পের বই ও চোখের চশমা খুলে একপাশে রেখে দিল। কিছুক্ষণ ছবি তুটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অলসভাবে উঠে দাঁড়ায়. চপ্পল পায়ে তুপা গিয়ে গায়ের পাঞ্জাবী/শার্ট খুলে ব্রাকেটে ঝোলায়, পরণে থাকে শুধু ধুতি ও গেঞ্জি. এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে। অন্য দরজা দিয়ে পরমা উঁকি মারে—নিরস গলায় বলে—

পরমা—জামাইবাবু কি এখন খেতে যাচ্ছেন (প্রবেশ করে) ?

জগদীশ—(হঠাৎ পরমার গলার আওয়াজে চমকে ওঠে—ফিরে দাঁড়ায়) কে ? ও পরমা—কি ব্যাপার।

পরমা—না, বলছিলাম কি, আপনি দলিল করার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন কি ?

জগদীশ—কিছু ভাবছি না তো। তুমি বলেছো এ বাড়ী নেবে না—সুতরাং আবার দলিল কিসের ?

পরমা—(মেয়েলী ভঙ্গীতে) সেটা ছিল আমার অভিমানের কথা।

জগদীশ—আর তোমার ছেলেদের মুখে গালাগালি, হুমকি—সেগুলো কি ছিলো ? এরপর আমাদের আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।

পরমা—(গলায় কান্নার ভাব এনে) আমরা তবে কোথায় যাবো ?

জগদীশ—আমি কি জানি ? 'বাড়ী নেবো না' তুমিই বলেছো, অতএব কোথায় যাবে তুমিই ঠিক করবে।

পরমা—আমি আপনাকে যে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছি তার কি হবে ?

জগদীশ—তোমরা কবে বাড়ী ছাড়বে জানালে আমি সব টাকাই ফেরৎ দেবো।

পরমা—আপনার কি টাকা যোগাড় করা হয়ে গেছে—সব টাকাই একসঙ্গে দিতে পারবেন ?

জগদীশ—না, এখনো যোগাড় করিনি, তবে তুমি বললেই আমি সব টাকার ব্যবস্থা অবশ্যই করবো।

পরমা—(কঠিন স্বরে) আপনাকে আর টাকার যোগাড় করতে হবে না, আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করবো……

(নেপথ্যে পুরন্দর প্রভৃতির চাপা উল্লাসধ্বনি—'বলেছে, বলেছে, মামলার কথা বলেছে!')

জগদীশ—(অবসন্নভাবে পাশের সোফায় বসে পড়ে—নার্ভাস চোখে পরমার মুখের দিকে চেয়ে) মা-ম-লা করবে! তুমি! আমার নামে ? তোমার মেজদি শৈলজার বাড়ীতে তারই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একথা বলতে পারলে—পরমা!

পরমা—হ্যাঁ। আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করেছেন—আপনি আমাকে ঠকাতে চেয়েছেন—লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে এখন বাড়ী থেকে তাড়াতে চাইছেন···

জগদীশ—তোমাদের মনে লোভ থাকতে পারে, আমি কোন লোভ দেখাই নি। ঠকানোর কথা বলছো কি করে—দলিল করতে আমি রাজীই ছিলাম, তোমরাই কোন শর্ত্ত মানতে রাজী হলেনা—অথচ তোমার সঙ্গে সেই শর্ত্তের কথাই হয়েছিল। বিনা শর্ত্তে কি কেউ দেড় লাখ টাকার বাড়ী মাত্র পঁচিশ হাজারে দেয় ?

পরমা—বায়নার কাগজে কি কোন শর্ত্তের কথা লেখা আছে ?

জগদীশ—তার মানে শর্ত্তের কথা তুমি অস্বীকার করতে চাও। তবে তো নিঃশর্ত্ত দলিল হয়ে গেলে যে কোন সময় এই সম্পূর্ণ বাড়ীটা

বিক্রি করে দিয়ে আমাকে পথে বসাতে পারো, শৈল-নন্দার স্মৃতি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারো।

পরমা— আরো কঠিন স্বরে) হ্যাঁ, আপনি এখন আমার হাতের মুঠোয়। আপনি জানেন না, পরে আপনাকে যে টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে বিনা রসিদে দিয়েছি সেই পরিমাণ টাকা, কুড়ি হাজার টাকা কোর্টে জমা দিয়ে মামলা করলেই এই সম্পূর্ণ বাড়ীটা আমার নামে হয়ে যাবে, মামলায় আপনার হার হবে।

জগদীশ—. একটু ভেবে) সেদিন যে তুমি বলেছিলে—বাড়ী নেবে না, এ বাড়ী ছেড়ে দেবে—এখন কথা পাল্টাচ্ছো কেন ? আমি টাকা ফেরং 'দেবো না' বলিনি—টাকা মেরে দেবার লোকও আমি নই।

পরমা—সে ছিল আমার একার সিদ্ধান্ত—কিন্তু ওরা আমার কথা মানছে না···

জগদীশ—ওরা কারা ? সব কথাই হয়েছে তোমার আর আমার মধ্যে। (শেষ তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরার মত) তুমি বলেছিলে তোমাদের সংসারে তোমার কথাই শেষ কথা—এখন পিছনের ওদের দেখাচ্ছো কেন ?

পরমা—ওদের সঙ্গেই আমাকে চিরকাল বাস করতে হবে, তাই। (কঠিন স্বরে) এখন একমাত্র আমার স্বামীই আপনাকে মামলার হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

জগদীশ—অর্থাৎ তোমার ইচ্ছে আমি গিয়ে পুরন্দরকে পায়ে ধরবো ?

পরমা—(আরো কঠিনস্বরে) দরকার হলে তাই ধরবেন।

জগদীশ—(উঠে দাঁড়িয়ে) ধন্যবাদ, তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। (রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে) তার জন্য যে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত।

পরমা—(শেষ চেষ্টা) তবু আপনি দলিল করে দেবেন না ?

জগদীশ—(ফিরে দাঁড়িয়ে) এর পরেও ! না, কিছুতেই না—আমি

মরে গেলেও না। কর তোমরা মামলা—

পুরন্দর—(আচমকা দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, মামলা করবো—মামলা করে আপনাকে উৎখাত করবো। (জগদীশের মুখের সামনে হাত মুখ নেড়ে) পরে বিনা রসিদে যে কুড়ি হাজার টাকা আপনি নিয়েছেন সে টাকা এক্ষুণি ফেরৎ দিন। আমি টাকাও নেবো আবার মামলাও করবো। আপনি আমাকে পদে পদে যত অপমান করেছেন, এখন পায়ে ধরলেও আমি ছাড়বো না। মামলা করবোই। দিন—টাকা ফেরৎ দিন। হ্যাঃ।

জগদীশ—(হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে) আমি ঝগড়া করবো না, কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না··· (বলতে বলতে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল)।

গণা—(রান্নাঘরে যাবার দ্বিতীয় দরজা আটকে দাঁড়িয়ে পেশী ফুলিয়ে হাত মুঠো করে) বলুন, আপনি টাকা নিয়েছেন কিনা? টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন না কেন? টাকা ফেরৎ দিতে কোন অসুবিধে বা আপত্তি আছে কি? বলুন, জবাব দিন। না হলে এমন লেস্‌ন্ দেবো···

পুরন্দর—(জগদীশ সে দরজায় বাধা পেয়ে ফিরে দাঁড়াতেই) যাবেন কোথায়, আগে সব টাকা ফেলুন।

ঘনা—(প্রথম দরজার বাইরে, উইংসের পাশ থেকে চীৎকার করে) দেড় লাখ, দুলাখ যা লাগে কোর্টে ঠিক হবে। বাবা মামলা করবেই।

পরমা—(জগদীশকে বিপন্ন বোধ করতে দেখে) ভয় পাচ্ছেন? দলিল করে দিন—কেউ কিছু করবে না।

জগদীশ—(একসঙ্গে চতুর্মুখী আক্রমণে বিহ্বল হয়ে পালাবার উপায় খুঁজতে—তোয়ালে হাতে পরমা—পুরন্দরের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে)—আমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করবো না, ঝগড়া করবো না। (দ্রুত প্রস্থান)

পরমা—মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে।

পুরন্দর—কোথায় গেল?

ঘনা—(বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে) মেসো বাথরুমে গেল।

পুরন্দর—যাক্। তুমি যদি ঐ কুড়ি হাজার টাকা বিনা রসিদে না দিতে তবে আজই আমি মিঃ জগদীশকে মামলায় ঝোলাতাম। এতগুলো টাকা আবার কোর্টে জমা দেওয়া কি সহজ কাজ? আর শেষে যদি মামলা খারিজ হয়ে যায় তবে সব টাকাই…

পরমা—চল, আর এঘরে দাঁড়িয়ে 'মামলা' 'মামলা' বলে চীৎকার করার দরকার নেই, পাড়ার সবাই শুনতে পাবে।

পুরন্দর—আচ্ছা—বাথরুম থেকে ফিরুক তখন আবার আসা যাবে। এখন হাফ ডোজ দিয়েছি, তখন ফুল ডোজ দেবো। চল।

(পুরন্দর, পরমা, গণা ঘনার প্রস্থান! নেপথ্যে সকলের চেঁচামেচি শোনা যায়। পরমা—আমাকে ঠকিয়ে জীবনে শান্তি পাবে? পুরন্দর—আগে টাকাগুলো ফেরত চাই। গণা—গায়ের ছাল তুলে নেব। ঘনা—মামলা হবে।)

(মঞ্চ কিছুক্ষণ ফাঁকা। একটু পরে পা টিপে টিপে চোরের মত ঘরে ফিরে জগদীশ দ্রুত গায়ে জামা পরতে পরতে)—

জগদীশ—মনে হচ্ছে একা পেয়ে মারধোর করতে পারে—খুনও করতে পারে। এই ফাঁকে পালাতে হবে, পরে যা হয় দেখা যাবে। (শৈলর ছবির দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে) দেখ শৈল, আজ তোমারই বোন পরমা ও তার পরিবারের দুর্ব্যবহারে তোমার স্বামীকে নিজেদের বাড়ী থেকে পালাতে হচ্ছে। আমাদের সাধের নন্দিনী ভিলা তুমি রক্ষা কোরো। আমি যাচ্ছি—
(দ্রুত প্রস্থান)।

(আবার মঞ্চ ফাঁকা। একটু পরে ঘনা এসে ঘরে উঁকি দিয়ে)

ঘনা—(চেঁচিয়ে) ও বাবা, মেসো বাথরুমে নেই, ঘরেও নেই।

পুরন্দর—(ছুটে এসে) য়্যাঁ, নেই! পালালো নাকি?

(পরমা ও গণার প্রবেশ)

পরমা—তাই তো মনে হচ্ছে।

পুরন্দর—কোথায় আর যাবে, এক্ষুণি ফিরে আসবে, রান্না করা খাবার ঘরে ফেলে রেখে…

পরমা—(চিন্তিতভাবে) যদি না ফেরে?

গণা—যদি পাড়ার লোক ডেকে নিয়ে আসে—আমরা সবাই মিলে একজনের উপর অত্যাচার করছি বলে? কিম্বা যদি থানায় রিপোর্টিং করে? পুলিশ এসে তবে আমাকেই আগে ধরবে—আমি যে ছাল ছাড়াবো লেসন্ শেখাবো বলেছিলাম…

পুরন্দর—বললেই হোলো, কী প্রমাণ আছে? সাক্ষী কোথায়?

গণা—(পাশের ঘরে নতুন-বিয়ে-করা বৌ-এর কথা ভেবে) না থাক, এ কিন্তু ঠিক হল না। ঘরে নতুন বৌ আছে—সেই বা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবছে!

পুরন্দর—কেউ কিছু ভাবলো তো আমার বয়েই গেল। বাইরের কেউ বলতে এলে বলবো—আমরা তাকে কিছুই বলিনি বা করিনি, ব্যস। সব বানানো কথা।

পরমা—(বিবেক দংশন করে) সত্যি, একসঙ্গে তিন চার জনে মিলে একজনকে ঘিরে ধরা রীতিমত কাপুরুষের কাজ হয়েছে।

পুরন্দর—কাপুরুষ তো তোমার কি? তুমি মেয়েমানুষ—পুরুষ বা কাপুরুষ কোনটাই নও। বিবেক, দরদ—! এতই যদি তবে দলিল করে দিচ্ছে না কেন, চাওয়ামাত্র টাকা ফেরৎ দিচ্ছে না কেন? হ্যাঃ!

ঘনা—ছাখো মা, তুমি বাবার কোন কাজে ভুল ধরবে না বলে দিচ্ছি। বাবা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

গণা—য়্যাই ঘনা, ফের মাকে ধমক দিয়ে কথা বলছিস? সেদিনের শিক্ষা ভুলে গেছিস?

পরমা—এই বুঝি আবার শুরু হল ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি। এই-সব অশান্তির জন্য আমার আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না…

পুরন্দর—(দাঁত মুখ খিঁচিয়ে) সব অশান্তির মূলে তুমি। আমার এতগুলো টাকা পেয়ারের জামাইবাবুকে দিয়ে রেখেছো, সে টাকা ফেরৎ দাও—নয়ত দলিল এনে দাও। তারপর যেখানে খুসি সেখানে চলে যাও। হ্যাঃ!

পরমা—যাবোই তো। আর মাত্র ছয় মাস, তারপরই এই সংসার ছেড়ে চলে যাবো।

পুরন্দর—হ্যাঁ, তাই যাও, আজই যাও। আমি এখানেই থাকবো আর মামলা করে বাড়ীর দখল নেব।

পরমা—ঐ কুড়ি হাজার টাকা না পেলে যে তোমার মামলা করার মুরোদ নেই সে আমি আগেই বুঝেছি। তুমি আর বেশি কথা বোলো না!

পুরন্দর—তুমিও বেশি কথা বোলো না!

(পরমা—পুরন্দর ঝগড়া করতে থাকে—'তুমি বেশি কথা বোলো না', 'তুমি বেশি কথা বোলো না',—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে।)

সপ্তদশ দৃশ্য

(গৌরীদহে জগদীশের বাড়ীর আঙ্গিনা বা উঠোন। পিছনে দুপাশে দুটি ঘর মাঝখান দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ির একাংশ দেখা যাচ্ছে। সময় বিকেল ৪।৫ টা। সিঁড়ির পাশে পরমা এলোচুলে উদাসভাবে গালে হাত দিয়ে একটি মোড়ায় বসে আছে। বাইরে থেকে গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী কাঁধে কাপড়ের ঝোলানো ব্যাগ গোপালের প্রবেশ—গায়ের রং কালো, মোটা মেদবহুল চেহারা, মাথার চুল অর্দ্ধেক পাকা, বয়স পঞ্চাশ)।

পরমা—(আশ্চর্য্য হয়ে) দাদা, তুই হঠাৎ। গণার বিয়েতে এলি না যে?

গোপাল—স্কুলের মাষ্টারী, প্রেস এই সব নিয়ে এত ব্যস্ত যে বিয়েতে আসা হল না। মেজোজামাইবাবুর কাছ থেকে জরুরী চিঠি পেয়ে হঠাৎই আসতে হল—মেজোজামাইবাবু ঘরে আছে?

পরমা—(ঠোঁট উল্টে) তিন দিন তিনরাত হল বাড়ীতে নেই—তার কোন খবরও জানি না—

পুরন্দর—(নিজেদের বাঁ-পাশের শোবার ঘর থেকে (খালি গা, লুঙ্গি পরা) বেরিয়ে আসতে আসতে) কে, গোপালবাবু নাকি? তুমি আমাদের উচ্ছেদ করতে এসেছো?

পরমা—আঃ, ওরকমভাবে কথা বলছো কেন? আয় দাদা, ঘরে আয়।

গোপাল—মোটামানুষ তো, ঘরের মধ্যে আমার ভীষণ গরম লাগে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানেই কোথাও বসি।

পরমা—(নিজের মোড়াটি এগিয়ে দিয়ে) তবে এইটায় বোস। নতুন বৌ দেখবি না দাদা? বৌমা—চন্দনা, দেখ কে এসেছে। (চন্দনার প্রবেশ) আমার দাদা, তোমার মামাশ্বশুর—প্রণাম কর। (চন্দনা একে একে তিন জনকে প্রণাম করে) বৌমা, যাও তো দাদার জন্য চা জলখাবারের ব্যবস্থা কর, আমি আসছি। (চন্দনার প্রস্থান) দাদা, রাতে থাকবি তো?

গোপাল—(মোড়ায় বসতে বসতে) বাঃ—বাঃ, বেশ বৌ হয়েছে—সুন্দর হয়েছে। নারে পরী, থাকা হবে না। অনেক কাজ ফেলে হঠাৎই আসতে হয়েছে—আজই ফিরবো। (ঘনাকে ঘর থেকে বের হতে দেখে) আরে ওটা কে, ঘনা—না? কতদিন দেখিনি, আসাও হয়না। (ঘনা একটা প্রণাম ঠোকে)।

পুরন্দর—(উঠোনেই একটু দূরে উবু হয়ে বসে) তা আসবে কেন? আর এলেও আমার ভাত খাবে কেন? মিঃ জগদীশ তোমাকে

চিঠিতে কী লিখেছে—এসে আমাদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে? তাই না? আমাদের চাইতে মিঃ জগদীশের সঙ্গেই তো তোমার নিকট সম্পর্ক। হ্যাঃ।

গোপাল—না, মেজোজামাইবাবু চিঠিতে বেশি কিছু লেখেনি। আচ্ছা বলতো পরী, তোর মুখ থেকেই শুনি। তোরা নাকি মামলা করবি বলেছিস?

পরমা—(গলায় কান্নার ভাব এনে) আমি আর কি বলবো···

পুরন্দর—(মাঝখানে বাধা দিয়ে) ও আবার কি বলবে। শোনো গোপালবাবু, আমরা এখানে এলাম, মোট পঁচিশ হাজার টাকা গুণে দেওয়া হল—পরে মিঃ জগদীশ বলল দলিল করে দেব না···

পরমা—(বাধা দিয়ে) আসলে কয়েকটা শর্ত্ত নিয়ে···

গোপাল—হ্যাঁ, তোর চিঠিতে তোরা এ বাড়ীটা কিনে নিচ্ছিস খবর পেয়ে একবার এখানে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, এত বড় বাড়ী, দেড় দু লাখ না হলেও অন্ততঃ লাখখানেক টাকা···। এসে শুনলাম মাত্র পঁচিশ হাজার—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল 'পরীরা মস্ত বড় দাঁও মেরেছে তো!' তখনই কিছু শর্ত্তের কথা জামাইবাবুর মুখে শুনেছিলাম···। পরে ঐ টাকা থেকে আমি অনেক টাকাও নিয়েছি···

পুরন্দর—না, ওসব শর্ত্ত-ফর্ত্ত থাকা চলবে না। আমার চাই···

ঘনা—মামা শোনো, মেসো একনম্বরের চিটিংবাজ, ঠগ—মাকে ভালোমানুষ পেয়ে ঠকাতে চেয়েছে, টাকাগুলো মেরে দিয়ে···

গোপাল—(ধমকে) চোপ্—বড়দের কথার মধ্যে থাকবি না।

ঘনা—(উদ্ধতভাবে) কেন থাকবো না? কথা বলার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। মেসোর জন্য আমাদের ঘরে অশান্তি হবে, বাবা মাকে কথা শোনাবে, মা কাঁদবে—আমি উপযুক্ত ছেলে হয়ে চুপ করে থাকবো! আমি মেসোকে দেখে নেবো, পোঁদে বাঁশ দেব···

গোপাল—(প্রচণ্ড ধমকে) চোপ্‌! ফের যদি কথা বলবি একচড়ে সবগুলো দাঁত খুলে নেবো। যা এখান থেকে। ('আমি দেখে নেব, পোঁদে বাঁশ দেবো'—বলতে বলতে ঘনা ঘরে ঢুকে গেল।) হ্যাঁ, বল পরী। শর্ত যদি তোদের পছন্দ না হয় তবে টাকা ফেরৎ নিয়ে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যা···

পরমা—আমিও তো সেই কথা বলেছিলাম, কিন্তু এরা······

পুরন্দর—না—কেন যাবো? টাকা আমি দিয়েছি—সাফ দলিল আমার চাই! না দিলে মামলা হবেই।

(চন্দনা চা নিয়ে আসে, পরমা তার হাত থেকে নিয়ে গোপালকে দিলে—চন্দনা চলে যায়)

গোপাল—(চায়ে চুমুক দিয়ে) ছাখ পরী, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমা করা ভাল দেখায় না। ওসব চিন্তা ছেড়ে দে।

পুরন্দর—(বাধা দিয়ে) শোনো গোপালবাবু, তুমি জানো না, আমরা এসে থেকে গণার বিয়ে পর্য্যন্ত মিঃ জগদীশ আমাদের পদে পদে বহু অপমান করেছে। সেসব ছেড়ে দিলেও—সবাইকে যে বলেছি আমি এ বাড়ি কিনেছি, এখন বাড়ী ছেড়ে দিলে বাইরের সকলের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। অতএব মামলা ছাড়া কোন পথ নেই—মামলা হবেই।

গোপাল—পরী, তোরও কি শেষ কথা এই? (চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল)।

পরমা—(কান্নার ভাব) আমি আর কি বলবো—এরা যা বলবে···

গোপাল—(বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) কেউ যখন আমার কথা শুনবে না তখন আমি আর এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। আমি চললাম—

ঘনা—(হঠাৎ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে) ও বাবা, ও বাবা, আমি এইমাত্র বাইরের জানালা দিয়ে দেখলাম মেসো আস্তে আস্তে এই

বাড়ীর দিকেই আসছে...

গোপাল—মেজো জামাইবাবু আসছে ? ভালই হোলো। যা পরী, তোরা ভিতরে যা। আমি এখানেই জামাইবাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলে শ্রীপুর রওনা হবো।

(জগদীশের ফেরার সংবাদে পরমার মুখে বাঁকা হাসি দেখা দেয়। পরে গোপালের কথামত সকলে প্রস্থান করে)

(একটু পরে বিষণ্ণ উস্কোখুস্কো চেহারা নিয়ে বাইরে থেকে জগদীশ ভিতরে প্রবেশ করে।)

জগদীশ—(গোপালকে দেখে) আরে গোপাল যে, তোমার কথাই ভাবছিলাম, কতক্ষণ হোলো এসেছো ?

গোপাল—এই কিছুক্ষণ হল। শুনলাম আপনি তিনদিন বাড়ীতে ছিলেন না, কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন নাকি ?

জগদীশ—(বিমর্ষভাবে) সে অনেক কথা—পরে তোমাকে সব বলব। এসো, ঘরে এসে বস।

গোপাল—না জামাইবাবু, আমি আর বসবো না। আজই শ্রীপুরে ফিরে যেতে হবে। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে বা এক দুদিন পরে—শ্রীপুর থেকে বেড়িয়ে আসবেন, আপনার মন ভাল হবে। জানেন, প্রেসটা (ছাপার মেশিন) আমার হাতে এসে গেছে। আপনার টাকাগুলো পেয়ে আমার খুব উপকার হয়েছে মোটামুটি ঐ টাকার জোরেই প্রেসটা বাড়ীতে এনে বসাতে পেরেছি। তবু এখনও অর্ধেকের উপর দাম বাকী পড়ে আছে, এ ছাড়া আরও অনেক খরচ। ঠিক করেছি বাড়ীর অর্ধেকটা বিক্রি করে দেবো. পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম অফারও করেছে এক পার্টি। পূর্বপুরুষদের অত বড় বাড়ী, এখন ঠাকুমা, মা, বাবা কেউ নেই—গায়ত্রী আমি আর ছেলেমেয়ে দুটি নিয়ে আমরা মাত্র চারটি প্রাণী—বাড়ীর অর্ধেকও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড়। ঐ টাকা পেলে আপনার টাকা যেমন ফেরৎ দিতে পারবো

সেই সঙ্গে দুমাসের মধ্যে প্রেস চালু করে 'শ্রীপুর দর্পণ' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ছেপে বার করতে পারবো। আসুন না জামাইবাবু, নতুন প্রেস কেমন হয়েছে দেখে আসবেন, পনেরো দিন একমাস বা যতদিন খুসি ওখানে থেকে আসবেন—মনের পরিবর্তন হবে।

জগদীশ—(বেদনাভরা কণ্ঠে) না ভাই—এ বাড়ী ছেড়ে, শৈল-নন্দার স্মৃতি ফেলে রেখে কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না। আমার দূরে কোথাও যাওয়া হবে না। (শৈল-নন্দার কথা স্মরণ করে জগদীশ-গোপাল দুজনেই কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে) থাক ওসব কথা। তোমাকে যে জন্য আসতে বলেছিলাম—মামলার ঝামেলা—সে ব্যাপারে কী হোলো ?

গোপাল—চলুন, পথে যেতে যেতে বলছি। আমার গাড়ীর সময় হয়ে যাচ্ছে। আসুন জামাইবাবু, আপনি আমাকে রিক্সাস্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন।

জগদীশ—আচ্ছা—চলো তবে। দাঁড়াও, সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে—ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে আসি।

(জগদীশ পকেট থেকে একটি মোমবাতি ও দেশলাই বার করে, গোপাল দেশলাইএর কাঠি জ্বেলে মোমবাতি ধরিয়ে দেয়, জগদীশ বাতি হাতে নিজের ডান দিকের ঘরে ঢুকে যায়, গোপাল তার পিছনে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ঘরের ভিতর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, একটু পরে জগদীশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে)।

জগদীশ—চলো—তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

গোপাল—(একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) চলুন—(উভয়ের প্রস্থান)।

(মঞ্চ ফাঁকা হতেই পুরন্দর তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, পিছনে পরমা এবং ঘনাও। চন্দনা এসে চায়ের কাপ উঠিয়ে নিয়ে যায়)।

পুরন্দর—(শ্লেষের সঙ্গে) মিঃ জগদীশ তবে তিনদিন পরে বাড়ীতে এলেন ! আবার কি বলছিলো শুনেছো—এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। আহা, এটা যেন তার পৈতৃক বাড়ী। য়্যাঃ !

পরমা—তার পৈতৃক বাড়ী না হলেও নিজের তৈরী বাড়ী—তোমার পৈতৃক বাড়ী তো নয়। তুমি কি চাও মানুষটা তার নিজের বাড়ীতে না থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে ? তিনদিন পরে···

পুরন্দর—আ-হা-হা, অমনি দরদ একেবারে উথ্‌লে উঠলো ! আমার ওসব দরদের বালাই নেই। সে যে তোমার স্বামীপুত্তুরদের পথে বসাবার মতলব ভাঁজছে—তার বেলায় ? (পরমাকে উত্তেজিত করতে) দেখলে না, আমাদের উচ্ছেদ করার জন্য শ্রীপুর থেকে গোপালবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছে—তোমার দাদাকে ডেকে আনলো অথচ তোমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করলো না ? এইতেই বোঝা যায় লোকটা কত বড় শয়তান। আমরা এখনো মামলা করিই নি, তার আগেই সব আত্মীয়স্বজনকে মামলার কথা বলে সকলের কাছে আমাদের হেয় করছে, ছোট করছে। এর পরও কি বলবে—মামলা কোরোনা ? মামলা হবেই। হ্যাঃ।

ঘনা—দেখি, মেসো ফিরে আসছে কি না।

(ঘনা নিজেদের ঘরে ঢোকে। বাইরে থেকে গণার প্রবেশ।)

গণা—কি হল, আবার নতুন কিছু হয়েছে নাকি ?

পরমা—(উদাস কণ্ঠে) দাদা এসেছিল শ্রীপুর থেকে।

গণা—মামা এসেছিলো ? কেন ! কখন ?

পুরন্দর—এই তো একটু আগে। তোদের মেসোটি কাঁদুনি গেয়ে মামাকে চিঠি লিখেছিল—তিনি এসেছিলেন আমাদের উচ্ছেদ করতে। য়্যাঃ।

গণা—তোমরা চুপচাপ শুনে গেলে—কিছু বলতে পারলে না !

পুরন্দর—বলিনি আবার ? আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিয়েছি এই পুরন্দর

সরখেল কাউকে ভয় করে না, কারো তোয়াক্কাও করেনা—তা সে শালাই হোক আর সম্বন্ধীই হোক। হ্যাঃ।

গণা—মাঃ, এই মেসো লোকটাকে আমি আর একটুও সহ্য করতে পারছিনা! একদিন ওকে··· (ঘনার দ্রুত প্রবেশ)

ঘনা—ও বাবা, বাবা—মেসো আবার আসছে, একাই।

পুরন্দর—(পরমাকে) আমরা ভেতরে যাচ্ছি—তুমি মিঃ জগদীশকে কড়া করে শুনিয়ে দাও—এ মামলা হবেই—।

(পরমা ছাড়া আর সকলে নিজেদের ঘরে ঢুকে যায়। পরমা উঠোনে একা আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।) (একটু পরে গভীর দুশ্চিন্তায় মাথা নিচু করে শ্লথপায়ে জগদীশ উঠোনে প্রবেশ করে। কোনদিকে না তাকিয়ে—এমন কি পরমাকেও লক্ষ্য না করে—ধীরে ধীরে এগিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে যায়।)

পরমা—(উঠোনের আর কোণ থেকে পরমা বলে ওঠে) জামাইবাবু·

জগদীশ—(হঠাৎ চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে) কে?

পরমা—আপনি কেন আমাকে না জানিয়ে দাদাকে ডেকে এনেছিলেন?

জগদীশ—, আশ্চর্য হয়ে · আমার শৈলর ভাই গোপালকে ডাকবো কি না তার জন্য তোমাদের পার্মিশন নিতে হবে!

পরমা—হ্যাঁ। জানেন, এর ফলে এদের মামলা করার জিদ আরো বেড়ে গেল?

জগদীশ—সে কথা তোমাদের সবার মুখ থেকে সর্বদাই শুনছি, গোপালের মুখেও তাই শুনলাম। এখন আর নতুন কথা কি বললে? আমি কি খাঁচায় বন্দী? প্রয়োজনে কাউকে ডাকতেও পারবো না? কারো সঙ্গে কথা বলতেও পারবো না?

নেপথ্যে পুরন্দরের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা—বলে দাও, মামলা আমি করবোই, য়্যাঃ···

গণা—(হঠাৎ উত্তেজিতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে) মামা এসে

আপনার সঙ্গে কথা বলল আর আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গ্যালো ?

জগদীশ—(ধৈর্য্য হারিয়ে) তুমি কোথাকার লাটসাহেব যে তোমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে ?

গণা—(হাতের পেশী ফুলিয়ে) আমি কে তা শীগগিরই বুঝতে পারবেন

পুরন্দর—(আড়াল থেকে) খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিবি গণা।

জগদীশ—(অতিষ্ঠ হয়ে) নাঃ, এরা আমাকে বাড়ীতে থাকতেই দেবে না দেখছি। আর তো পারি না···(বলতে বলতে দ্রুত পরমা ও গণার মাঝখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল)।

পুরন্দর—(বীরদর্পে প্রবেশ করে) আবার পালালো নাকি ?

পরমা—তোমরা সবাই মিলে যা করছো—তাতে কোন ভদ্রলোক বাড়ীতে টিকতে পারে না।

পুরন্দর—আহা, কি এমন বলা হয়েছে—একটুতেই বাবুর গায়ে ফোস্কা পড়ে! এতই যদি মান সম্মান জ্ঞান তবে একবাড়ীতে বাস করা উচিত নয়। হ্যাঃ!

পরমা—সে তো তোমার বাড়ীতে বাস করতে আসেনি—আমরাই এসেছি। বলি, মামলাই যখন করবে তখন মুখে ঝগড়া কর কেন ?

পুরন্দর—এখন তো তুমিই প্রথম তাকে কথা শোনালে।

পরমা—সেও তোমার কথাতেই। এমন চলতে থাকলে আমিও একদিন পালাবো।

পুরন্দর—যাও—পালাও না। একবার জামাইবাবু পালাচ্ছে—একবার শালী পালাতে চাইছে। তার চাইতে আর চক্ষুলজ্জা না দেখিয়ে শালী-ভগ্নীপতি দুটিতে একসঙ্গে 'ইলোপ' হয়ে যাওনা। আমিও মনের সুখে গান ধরি—শালী-ভগ্নীপতির কথা অমৃত সমান—হ্যা হ্যা হ্যা। চলো, চলো, সব ঘরে চলো—অনেকক্ষণ চা খাওয়া হয়নি।

(পুরন্দর সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের ঘরে ঢোকে। একটু পরে তুজন গ্রামসভা কর্মী মঞ্চে ঢোকে। একজন হাঁক দেয়—)

১ম জন—পরমা দেবী—পুরন্দর সরখেল ঘরে আছেন ?

পুরন্দর—(হেঁড়ে গলায়) কে ? (প্রায় লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে) কে আপনারা—রাত করে না বলে কয়ে আমার বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছেন ? (পরমা গণা ঘনাও বেরিয়ে আসে)।

২য় জন—বাড়ী আপনার নয়, জগদীশদার। শুনুন—আমরা স্থানীয় গ্রাম-সভার কর্মী। জগদীশদা গ্রাম-সভার কাছে অভিযোগ করেছেন—বাড়ীতে তাঁর উপর ভীষণ অত্যাচার হচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে গ্রামসভার প্রধানরা একদিন মিটিংএ বসবেন। আপনাদের জানাতে বলা হয়েছে—জগদীশদাকে যেন টর্চার করা না হয়।

পরমা—ওনাকে কিছুই বলা বা করা হয়নি—এসব ওনার 'শো'।

১ম জন—(বিদ্রুপ করে) গ্রামপ্রধানদের মিটিংএই তা শো করবেন।

পুরন্দর—(তেড়ে উঠে) আমরাও 'কমপ্লেন' করবো—উনি আমাদের টাকা মেরে দিয়েছেন, বাড়ীর দলিল করে দিচ্ছেন না।

২য়জন—সে কথাও গ্রামসভার প্রধানদের বলবেন।

গণা—(১ম জনের কাঁধে হাত দিয়ে)—দেখুন দাদা, উনি কি লিখেছেন জানি না, তবে আমাদেরও কিছু বক্তব্য···

১ম জন—(এক ঝট্‌কায় কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে) দেখুন মশাই, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলবেন না। আমার গায়ে হাত রেখে কথা বলতে এলে কি হয় সারা গৌরীদহের লোক জানে।

২য় জন—চলো যাই, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। (উভয়ের প্রস্থান)

পুরন্দর—(প্রচণ্ড চীৎকারে) আমিও কালই গ্রামসভায় 'কমপ্লেন' লিখে পাঠাবো—দেখি তারা কি বিচার করে। না হলে কোর্ট তো খোলাই আছে। হ্যাঃ।

পরমা—আর চেঁচিয়ে কি হবে ? যা ভয় করেছিলাম তাই হল। এত তুর্ব্যবহার করা মোটেই উচিৎ হয়নি। এখন পাড়ার লোক

এসে ধম্‌কি দিয়ে গেল—বাড়ী বয়ে অপমান করে গেল।

পুরন্দর—কে অপমান করে গেল? আমিও জোর গলায় জবাব দিইনি কি? আমাকে অপমান করা এতই সহজ! আমার যে অপমানবোধ আছে আজ পর্য্যন্ত কেউ প্রমাণ করতেই পারেনি। হ্যাঃ!

পরমা—পারবে কি করে—তোমার গায়ে যে-জানোয়ারের চামড়া, কোন অপমানই তা ভেদ করতে পারবে না। মাঝখান থেকে দু' দুজন ষণ্ডাগুণ্ডা লোকের কাছে আমিও অপদস্থ হলাম।

পুরন্দর—ভারি ত ষণ্ডা-গুণ্ডা—আমিও ষণ্ডা-গুণ্ডার বাবা, ঘরে দুদুটো ষণ্ডা ছেলে তবে পুষেছি কেন? আমিও লড়ে যাবো! হ্যাঃ!

ঘনা—(এতক্ষণ চুপ করে থেকে ভয়ে ভয়ে) না বাবা, আমি যে উঠতিদের সঙ্গে মিশি, এরা দুজন তাদের থেকে অনেক বড়—সবাই এদের ভয় পায়। দাদা না জেনেই ওদের কাছে আমড়া-গাছি করতে গেছিল। এদের গ্রুপটাই এলাকার সব বদমাশদের টাইট্‌ দিয়ে রেখেছে।

পুরন্দর—(ঘাবড়ে গিয়ে) সে কথা আগে বলতে হয়! যাক, আমিও ঘাবড়াই না। আমি এদেরও উপরের বড় বড় মাতব্বরদের কাছে যাবো, কথার তোড়ে সবাইকে কন্‌ভিন্স করবো যে মিঃ জগদীশ একজন মস্ত চিটিংবাজ—হ্যাঃ।

গণা—(রীতিমত ভয় পেয়ে) বাবার জন্যই সব হচ্ছে। বারবার আমাদের তাতিয়ে দেয় মেসোর বিরুদ্ধে—আমাদের রক্ত গরম, টেম্পারেচার (টেম্পার) ঠিক রাখতে পারি না—আন্‌সান্‌ বলে বসি, যা তা করে ফেলি। বাবার আর কি, বুড়োমানুষ বলে ডজ্‌ করে বেরিয়ে যাবে—মরণ হবে শালা আমাদের। কবে হয়তো পথে ঘাটে মাডার (মার্ডার) হয়ে যাবো, এদিকে ঘরে আমার নতুন বিয়ে করা বৌ! মার কথামত টাকা পয়সা ফেরৎ নিয়ে চলে গেলেই ভাল হোতো। এই বাবাই আমাদের ডোবাবে...

পুরন্দর—(রেগে) যা, তোরা সব দূর হয়ে যা—যা, ব্যাটা—সব। আমি একাই লড়ে যাবো, এ বাড়ী ছেড়ে কিছুতেই যাবো না, এটা আমার বাড়ী। বলে—আমি ডোবাবো! আরে, ডোবালে আমি ডোবাবো—ভাসালেও আমিই ভাসাবো।...হ্যাই হারামজাদা ঘনা, এ্যাদ্দিন উঠতিদের সঙ্গে মিশে খুব তো জ্যাথালি, এখন ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস। যা, কাগজ কলম বের কর—কলমে হয়তো মরচেই ধরে আছে, লেখাপড়ার সঙ্গে আর সম্পর্ক কোথায়—একটা লম্বা চিঠির ড্র্যাফট্ আজ রাতেই করে রাখতে হবে, কাল টাইপ করে পাঠাবো। তারপর থেকে সব মাতব্বরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, মিঃ জগদীশকে উকিলের নোটিশ ধরাতে হবে। অনেক কাজ, চল্-চল। (ঘনাকে ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢোকে সঙ্গে গণাও।)

(পরমা উঠোনে একা মোড়ার উপর গালে হাত দিয়ে উদাসভাবে বসে থাকে—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে।)

অষ্টাদশ দৃশ্য

গৌরীদহের গ্রাম্য পথ, চৌমাথার মোড়। সময় বেলা ১০।১১টা। পুরন্দর একা পথের ধারে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে—নিজের মনে কথা বলছে।

পুরন্দর—নাঃ, এখানকার লোকগুলো কেউ সুবিধের নয়। কাউকে ডেকে মিঃ জগদীশের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে কানেই নেয়না, মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আমিও তাকে পেছন থেকে মুখ ভেংচে দিই—কেন, আমার কি মুখ নেই! দরকারে কামড়েও দিতে পারি।...কদ্দিন ধরে এই দুপুর রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে—কবে হয়ত মাথা গরম হয়ে পাগলা কুকুরের

অবস্থা হবে।···এখন আর আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। অনেক কষ্টে কয়েকটা নাম যোগাড় করেছি, শুধু তাদেরকে ধরবো। এদের মধ্যে একজন আমি ঘরে না থাকতে গিয়ে আমার ওয়াইফের সঙ্গে কথা বলে এসেছে—তাকেই আমার বেশী দরকার।···ঐ তো একজন লোক আসছে—ওকে জিজ্ঞেস করি। (১ম পথিকের প্রবেশ) ও মশাই, এখানকার জোয়াদ্দার-সমাদ্দার বাবুদের দেখেছেন কোথাও ?

১ম পথিক—কেন, ঐ মানিকজোড়ের খোঁজ করছেন কেন ? কারো সর্বনাশ করার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি ? ওদের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। (বিরক্তভাবে নিজ গন্তব্যে গমন)।

পুরন্দর—(পেছন থেকে মুখ ভেংচে দিয়ে) ব্যাটা যেন সাধু পুরুষ ! কত সাধু দেখলাম ! হ্যাঃ !···ঐ তো আর একজন—(২য় পথিক —প্রবেশ) হ্যাঁ মশাই, জোয়াদ্দার-সমাদ্দার দুজনের খবর জানেন ?

২য় পথিক—তাদের খবর জানতে হয়না—তারাই সকলের হাঁড়ির খবর নিয়ে বেড়ায়। একটু দাঁড়ালে এখানেই তাদের দেখা পেয়ে যাবেন। কাউকে বাঁশ দেবার মতলব আছে মনে হচ্ছে যেন !

(একবার পুরন্দরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রস্থান।)

পুরন্দর—যাক, এতক্ষণে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। আরো সুখবর—মানিকজোড় দুটি আমার মতই নটোরিয়াস্ মনে হচ্ছে, সবাই এক ডাকে চেনে এবং এড়িয়ে চলে—ঠিক লোকে আমাকে যেমন করত মশাগ্রামে থাকতে। এরাই ঠিক আমার মনের মত মানুষ।···ঐ যে দুজন লোক একসঙ্গে আসছে—ওরাই নিশ্চয় আমার বহুবাঞ্ছিত জোড়া-মানিক।

(জোড়া-মানিকের প্রবেশ—একটি ছাতা দুজনে ভাগাভাগি করে মাথায় দিয়ে)

পুরন্দর—এই যে শুনুন—আমি মিঃ জোয়াদ্দার আর মিঃ সমাদ্দারকে

খুঁজছি। আপনারাই কি…

১ম জোড়া-মানিক—হ্যাঁ, আমরাই সেই ছুজন। বলুন। আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

পুরন্দর—ওঃ আপনারাই, ধন্যবাদ-নমস্কার, নমস্কার (জোড়া মানিকের প্রতি-নমস্কার)। অধমের নাম পুরন্দর সরখেল, আমি এখানে মিঃ জগদীশের…

১ম জোড়ামানিক—ব্যস্, ব্যস্—আর বলতে হবে না। আমরাও এই মাত্র আপনার আস্তানা ঘুরে আসছি—শুনলাম আপনিও আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছেন। এই তো আমাদের দেখা হয়ে গেল—একেই বলে রতনে রতন খোঁজে—চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় 'রতনে রতন চেনে'। তাই না ? হা-হা-হা…

পুরন্দর—(কৃতার্থভাবে) হেঁ-হেঁ-হেঁ, যা বলেছেন। বড় বিপদে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি—এখন আপনারা যদি আমাকে সাহায্য করেন।

১ম জোড়ামানিক—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আপনাদের বিপদ কী তাও আমরা বিশদ জানি। আসলে প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর রাখাটাই হল আমাদের প্রধান কাজ—এবং প্রয়োজনীয় বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়াও। এসব আর কিছুই নয়, স্রেফ পরোপকার করা। লোকে বলে আমরা পরের সংসারে কাঠি দিয়ে বেড়াই—তা এ রকম কাজে বদনাম একটু হয়ই—বুঝলেন না ?

পুরন্দর—(স্বগত) এরা দেখি আমার মতই খচ্চর—হয়তো আমার থেকে বেশিই। (প্রকাশ্যে) হেঁ-হেঁ. তা যা বলেছেন…

১ম—এই তো সেদিন প্রথম খবর পেয়েই আপনার আস্তানায় গেলাম। আপনি ঘরে ছিলেন না…

পুরন্দর—ও, আপনিই সেদিন কষ্ট করে গেছিলেন ? কি বলে যে আপনাকে…

১ম—আরে না-না, কষ্ট কোথায় ? আপনার ওয়াইফ, মিসেস্ সরখেল

একজন মডার্ণ লেডি, আমাকে বসিয়ে চা খাওয়ালেন, সামনে বসে কত গল্প করলেন—নিজেদের বিপদের কথা সব জানালেন। তাঁর কাছেই তো ভালো করে সব জানতে পারলাম।

পুরন্দর—আমার ওয়াইফ তো? কি তার বুদ্ধি, কি তার এটিকেট জ্ঞান—কী বলবো। আবার জানেন তো, আমার ওয়াইফ আই. এ. পাশ—

১ম—বটে, বটে! আমারও তাই মনে হয়েছিল—উনি উচ্চশিক্ষিতা। তাঁর দিদিটি অর্থাৎ মিঃ জগদীশের স্ত্রীও শুনেছি কলেজে পড়েছিলেন—অনেক বছর থেকে ঐ পরিবারটিকে জানি-চিনি তো—কিন্তু ছিলেন একেবারে কলাবৌটি—আমাদের মত লোককে সামনে বসিয়ে চা খাওয়াবে গল্প করবে—ভাবাই যায় না—শুধু ছিল রূপের দেমাক! যাক, তিনি স্বর্গে গেছেন—এখন নিন্দে করা ভাল দেখায় না। তবে আপনার ওয়াইফ—তাঁর মধুর ব্যবহারের কথা ভোলা যায় না, আমি রীতিমত মুগ্ধ।

পুরন্দর—(স্বগত) ব্যাটা দেখি পরের ওয়াইফ নিয়ে রসালাপ শুরু করেছে! (প্রকাশ্যে) এখন কথা হচ্ছে মিঃ জগদীশকে কি করে বাগে···

১ম—বলছি, বলছি। ঐ লোকটা মহা-শয়তান, বাইরে ভাব দেখায় যেন মস্তবড় অনেষ্ট, যুধিষ্ঠীরের ইয়ে। আরে অনেষ্টই যদি তবে তার অসময়ে চাকরি যাবে কেন? বলে বেড়ায়, মনের দুঃখে চাকরি ছেড়েছে—বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। মশাই বলুন আপনি—আপনি পারতেন সময়ের আগেই চাকরি ছাড়তে?

পুরন্দর—কী যে বলেন—আমি তো এক্সটেনশন চেয়েও পেলাম না।

১ম—তবেই বুঝুন। আর ঐ লোকটাই, শুধু ও কেন, আরো বহুলোকে বলে বেড়ায়, আমি নাকি বেআইনী ব্যবসা করে খাই। আরে মশাই, আজকাল আইনী ব্যবসা আছে কোথায়? যাক এসব কথা! মনে হবে আত্মপ্রচার করছি।···এখন দেখতে হবে মিঃ

জগদীশ যেন টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, ব্যাঙ্কের পাশ বই, বায়নার কাগজ এসব যেন ঠিক থাকে! অন্য সব পরামর্শ দেবেন আমার এই দাদা। দাদা—(মাইকের মাউথ-পীস হাতে তুলে দেবার কায়দায় হাতের ছাতাটিই ২য়জনের হাতে তুলে দেয়)

(পুরন্দরও এবার ২য় জোড়া-মাণিকের দিকে তাকায়)।

২য় জোড়ামানিক —(একটু কেশে) প্রথমেই বলে নি, মিঃ জগদীশের সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তাকে আমি চিনিও না—যেমন একটু আগে পর্য্যন্ত (পুরন্দরের প্রতি আঙুল দেখিয়ে) আপনাকে-ও চিনতাম না। অতএব আমি প্রকৃতই নিরপেক্ষ। তবে আমার এই দাদাটির (১ম কে দেখিয়ে) কাছে একতরফা শুনে বুঝেছি—মিঃ জগদীশ লোকটাই দোষী—পরিষ্কার চুক্তি খেলাপের কেস্—তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, তার শাস্তি হওয়া উচিৎ। আত্মীয় বলে 'নো' খাতির।

পুরন্দর—(গদগদ কণ্ঠে) আপনি অতি ন্যায্য কথা, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। আমারও এটি মনের কথা। তারপর বলুন—

২য়—প্রথমেই যেতে হবে ভাল উকিলের কাছে—চুক্তি খেলাপের ভয় দেখিয়ে উকিলের নোটিশ পাঠাতে হবে মিঃ জগদীশকে।

পুরন্দর—(স্বগত) একেবারে আমার মনের মত লোক। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে দেখুন, এক উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা নোটিশ অল্‌রেডি পাঠিয়েছি—মিঃ জগদীশ তা পেয়েও গ্যাছে।

২য়—আঃ. একটাতে কি হবে! নতুন নতুন ধারা যোগ করে রোজ, আচ্ছা না হয় হপ্তায় অন্ততঃ ছুটো করে নোটিশ পাঠাতে হবে। অফিসের কাজে অনেক কোর্ট কাছারি চষে বেড়িয়ে অনেক উকিল মোক্তার জজ গুলে খেয়ে মাথার চুল সব পাকিয়েছি। যদিও মাথায় আমার প্রকাণ্ড টাক, তবু যে কটা চুল আছে তার মধ্যে একটাও কাঁচা চুল খুঁজে পাবেন না। যাক্. এর পর

যেদিন উকিলের কাছে যাবেন, আমাকে সঙ্গে নেবেন।

পুরন্দর—অবশ্য অবশ্য—বড় বাধিত হলাম আপনার উপদেশে! আচ্ছা স্থানীয় গ্রামসভা…

২য়—(বাধা দিয়ে) স্থানীয় গ্রামসভা সম্বন্ধে আমি বিশেষ ওয়াকিবহাল নই—মাত্র অল্প ক'বছর এখানে এসেছি তো! সেটা আমার দাদা বলতে পারবেন। নিন দাদা—(মাইক হস্তান্তরের ভঙ্গিতে ছাতা হাত-বদল)

পুরন্দর—মানে, বলছিলাম কি, আমি টেম্পোর মাথায়—টেম্পো গাড়ী নয়, অতি উৎসাহে ঝোঁকের মাথায় গ্রামসভাকে একটা লিখিত কম্‌প্লেন পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে…

১ম জো. মা—এঃ, একেবারে কাঁচা কাজ করেছেন—উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজে নিজে কি সব ইংরেজী ফলিয়েছেন, হয়তো পুরো ব্যাপারটাই কেঁচে যেতে পারে।

পুরন্দর—না, মানে, আমার দাবী তো খুবই ন্যায্য—তাই কোর্টে যাওয়ার আগেই যদি গ্রামসভা বাড়ীটা আমার হাতে তুলে দিতে সাহায্য করে।

১ম—পাগোল হয়েছেন—ঐ গ্রামসভা হল—বৈষ্ণবের আড্ডা, শান্তির আখড়া। ওরা আপনাকে কিছুতেই মামলা করতে দেবে না, উল্টে মিঃ জগদীশের পক্ষেই রায় দেবে। ব্যাপারটা খুলেই বলি আপনাকে। আমিও এককালে ওখানে যাতায়াত করতাম কিন্তু ওদের কাজ কর্ম দেখে আর যাই না (স্বগত—আসলে আমার বিশেষ 'গুণের' জন্য ওরাই আমাকে পাত্তা দেয়নি—সে কথা নাইবা জানালাম)। ওদের মনোভাব কি জানেন? ওরা চায়—দেশে কেউ বড় ছোট থাকবে না, অশান্তি উপদ্রব হবে না, কেউ ঝগড়াঝাটি মামলা-মোকদ্দমা করবে না। মিঃ জগদীশের ওদের সঙ্গে খুব ভাব-ভালবাসা ওঠা-বসা আছে। আরে বাবা, দেশে যদি উঁচু নিচু ভেদাভেদ, লড়াই ঝগড়া, মামলা

মোকদ্দমা না-ই রইল তবে আমরা পরের উপকার করবো কি নিয়ে—এমন জীবন নিয়ে বেঁচে থেকেই বা কি লাভ ?

পুরন্দর—(ঘাবড়ে গিয়ে) আচ্ছা আমি যদি কম্‌প্লেন উইথড্র করি কিম্বা ওরা যে মিটিং ডাকবে বলেছে তাতে যদি না যাই ?

১ম—খবরদার এসব করবেন না—গ্রামসভার পিছনে সরকারী সীল-মোহর আছে। আর আপনি উইথড্র করলেও মিঃ জগদীশ তো করবে না। আপনি আরো বিপদে পড়বেন।

পুরন্দর—আর একটা উপায় আছে, আপনারা দুজন যদি আমার পক্ষে মিটিং এ উপস্থিত থাকেন তবে আমার দিকে পাল্লা ভারী হতে পারে—কিছু গ্রাম প্রধানকেও হাত করবার চেষ্টায় আছি।

১ম—(হতাশস্বরে) দেখুন চেষ্টা করে—কিন্তু সুবিধে হবে না, ওরা আমাদের ঢুকতে দেবে না। দেখুন—ঐ যে একজন গ্রামপ্রধান গঙ্গাপদ আসছে—

২য়—চলুন দাদা, অনেক বেলা হল, আমরা কেটে পড়ি, আমাদের আরো অনেক কাজ আছে। (পুরন্দরকে) নমস্কার।

(নমস্কারপ্রতি-নমস্কারের মধ্যে জোড়া মানিকের প্রস্থান।)

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিক থেকে গঙ্গাপদর প্রবেশ—কাঁধে সমাজসেবী-সুলভ ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ)।

পুরন্দর—এই যে, নমস্কার, গঙ্গাপদবাবু……

গঙ্গাপদ—(থতমত খেয়ে) নমস্কার। আপনাকে তো চিনলাম না ?

পুরন্দর—আমি পুরন্দর—পুরন্দর সরখেল। গ্রামসভাকে একটি কম্‌প্লেন দিয়েছি। আপনি একজন গ্রামপ্রধান, তাই আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই…

গঙ্গাপদ—ও আপনিই সেই কম্‌প্লেন দিয়েছেন ? হ্যাঁ, আমি সেটা দেখেছি—মিটিংএ এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

পুরন্দর—না, মানে—মিঃ জগদীশ অতগুলো টাকা নিয়ে পরে অস্বীকার করছে, টাকাও ফেরৎ দিচ্ছে না।

গঙ্গাপদ—জগদীশদা এমন করছেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। যাক, সে সব মিটিংএ দেখা যাবে। আমার তাড়া আছে—চলি (এগিয়ে যায়)

পুরন্দর—শুনুন, শুনুন—ঐ মিটিংএ মিঃ জোয়াদ্দার সমাদ্দার আমাদের পক্ষে বক্তব্য—

গঙ্গাপদ—(যেতে যেতে) না, না—কোন বাইরের লোককে আমরা এলাউ করবো না— (প্রস্থান)

পুরন্দর—(পিছন থেকে মুখ ভেংচে দিয়ে) লোকটা সুবিধের নয়—জগদীশদা বলতে একেবারে অজ্ঞান। ঐ যে আর একজন লোক আসছে—ওকে নতুন কায়দায় জিজ্ঞেস করা যাক্।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ, হাতে একটি কাগজের রোল করা বাণ্ডিল—পোস্টার হতে পারে)

পুরন্দর—(এগিয়ে গিয়ে) এই যে শুনুন—এখানকার কোনও গ্রাম-প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চাই—কোথায়…

ভদ্রলোক—আমিও একজন গ্রামপ্রধান—নাম সমাজপতি। বলুন, কি ব্যাপার ?

পুরন্দর—ও আপনিই সমাজপতিবাবু ? নমস্কার, আপনাকেই খুঁজ-ছিলাম কিন্তু চিনতাম না তো। আমি পুরন্দর সরখেল—হ্যাঁ, আমিই মিঃ জগদীশের নামে কম্‌প্লেন পাঠিয়েছি আমার ওয়াইফ পরমা সরখেলের বকলমে।

সমাজপতি—ও আপনিই তবে জগদীশবাবুর ভায়রা। তা বেশ—বলুন ?

পুরন্দর—(স্বগত—এ ব্যাটা দেখছি দাদা না বলে 'বাবু' বলছে—অতএব ঘনিষ্ঠতা বেশি নয়।) দেখুন আমরা 'কতো কষ্টো' করে সারারাত জেগে ট্রাকে করে মালপত্তর নিয়ে ভায়রার বাড়ীতে এলাম, চুক্তি মত সব টাকাও দিলাম এখন উনি আমাদের ঠকাতে চাইছেন। এর আগেও উনি অনেককে ঠকিয়েছেন—আমরা জানি।…

সমাজপতি—(বাধা দিয়ে) আপনারা মাত্র একরাত জেগে 'কতো কষ্ট' করে এলেন আর জগদীশবাবুর অতবড় বাড়ী তৈরি করতে 'কোনও কষ্ট' হয়নি, সব হাওয়ায় হয়ে গেছে ! তিনি লোক ঠকান জেনেশুনে আপনারা আত্মীয় হয়ে সেই ঠগের বাড়ীতে এলেন কেন ?

পুরন্দর—(ঢোক গিলে) না, মানে—ইয়ে—আমরা এতটা জানতাম না।

সমাজপতি—ঠিক আছে, সামনের মিটিংএর দিন সব কথা হবে। চললাম। (প্রস্থান)

পুরন্দর—এ ব্যাটা দেখি আরেক কাঠি সরেস। দূর হোক ছাই এখন বাড়ী যাই। রোদে মাথা ফেটে যাচ্ছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, খিদেয় পেটের নাড়ী জ্বলছে।—আরে ঐ যে আর একজন আসছে—চেনা চেনা লাগছে—হ্যাঁ ঠিক সুশোভনবাবু—এও একজন গ্রামপ্রধান—গণার বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিলাম কিন্তু খেতে আসেনি—নিশ্চয়ই মিঃ জগদীশের চক্রান্ত ছিল ! এখন নেমন্তন্নের কথা তুলে গল্প জমানো যাক।

(পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে ব্যস্তভাবে সুশোভনের প্রবেশ—মুখে সব সময় সমাজসেবীসুলভ হাসি।)

পুরন্দর—(প্রায় গায়ে পড়ে) ন-ম-স্কা-র, কেমন আছেন ?

সুশোভন—(চমকে—থমকে দাঁড়িয়ে) কে ? নমস্কার, আপনাকে চিনতে—মানে রোজ বহু···

পুরন্দর—(বিগলিত কণ্ঠে) আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি পুরন্দর সরখেল, আমার ছেলের বিয়েতে, সস্ত্রীক গিয়ে আপনাকে সপরিবারে নেমন্তন্ন করেছিলাম—মিঃ জগদীশ আমার মেজো-ভায়রা, আমি সবার ছোট—কিন্তু আপনারা কেউ এলেন না—আমার ওয়াইফ ও আমি কত আশা করে বসেছিলাম···

সুশোভন—(আকর্ণ হেসে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবারে চিনতে পেরেছি। সত্যি আমি বড়ই দুঃখিত—সে রাতে আমাকে এক জরুরী

মিটিংএ কলকাতা যেতে হয়েছিল—পরিবারের অন্য সবাই একটা অপরিচিত পরিবেশে যেতে, কি বলবো, মানে 'শাই'—কুণ্ঠা বোধ করেছিল তাই যেতে পারেনি। যদি জগদীশদা এসে বলে যেতেন তবে হয়তো…। আমি এজন্য বড়ই লজ্জিত।

পুরন্দর—(স্বগত—লোকটা বেশ ভদ্র আছে—একে দিয়ে আমার কাজ হবে।) না, না, তাতে কি হয়েছে, আমারই হয়তো নিমন্ত্রণে ত্রুটি হয়ে গেছে। যাক সে কথা। আপনি আমার কম্‌প্লেন দেখেছেন নিশ্চয়ই।

সুশোভন—(বিনয়ের সঙ্গে) না, না, ত্রুটি আপনাদের হবে কেন, আমাদেরই ত্রুটি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর লেখা কম্‌প্লেন আমি দেখেছি। জগদীশদার কথাও শুনেছি। আপনাদের বক্তব্য বেশ প্রাঞ্জলভাবেই প্রকাশ করেছেন। সবাইকে নিয়ে মিটিংএ বসি—তখন সবদিক ভেবে চিন্তে একটা সমাধান বের করতে হবে। আমি এখন চলি, কেমন—একটা মিটিং আছে, গঙ্গাপদ আমাকে অনেক আগে ডেকে গেছে, আমারই দেরী হয়ে গেল —(ব্যস্তভাব)

পুরন্দর—গঙ্গাপদবাবু? এই তো একটু আগে গেলেন। আচ্ছা একটা কথা—মিটিং কবে ডাকছেন?

সুশোভন—ভাবছি মহালয়ার দিন সবাই বসা যাবে—ঐ দিন ছুটি আছে তো। (হেসে আচ্ছা চলি— (দ্রুত প্রস্থান)।

পুরন্দর—হুররে, মার দিয়া কেল্লা। এই লোকটা বেশ ভদ্র আর বিবেচক—অর্থাৎ বোকাও—আছে। একে যদি হাত করতে পারি তবে কেল্লা ফতে—মিঃ জগদীশের বাড়ী সহজেই আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। না হলে শেষে মামলা তো আছেই। যাই, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে সবাইকে সুখবরটা শোনাই গিয়ে।

(লম্বা লম্বা পা ফেলে পুরন্দর এগিয়ে চলে—মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)।

উনবিংশ দৃশ্য

(আগের দৃশ্য শেষ হতেই নেপথ্যে মহালয়ার বাজনা বাজতে শুরু করবে—বেতারে মহিষাসুর মর্দিনীর স্তোত্রপাঠ—যা দেবী সর্বভূতেষু—বা মহালয়ার অন্য পরিচিত গানের সুর—জাগল যে ভুবন জাগলো—ইত্যাদির ক্যাসেট বাজানো চলতে থাকবে এই দৃশ্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত।) (সময় সকাল ৯টা মত)।

(গৌরীদহে জগদীশের শোবার ঘর। জগদীশ একটি সোফায় বসে সকালের খবরের কাগজ পড়ছিল, সেণ্টার টেবিলে একটি শূন্য চায়ের কাপ। বাইরে থেকে গঙ্গাপদর ডাক শোনা গেল)

গঙ্গাপদ—জগদীশদা, আমরা এসে গেছি—মিটিংটা আজ আপনার ঘরে বসেই করবো (বলতে বলতে ভিতরে প্রবেশ, পিছনে পিছনে সমাজপতি, সুশোভন ও গ্রামসভা কর্মী সেই দুজন)।

জগদীশ—আসুন, আসুন সবাই—আপনারা এই আসনগুলিতে (সোফা) বসুন, আমি আমার চৌকিতে বসছি—(চৌকিতে দেয়াল ঘেঁষে বসল)।

(পরস্পরের মধ্যে 'আপনি বসুন' 'আপনি বসুন' ইত্যাদির মধ্যে গঙ্গাপদ, সমাজপতি ও সুশোভন সোফায় বসে—কর্মী দুজন চৌকির অপর প্রান্তে বসে পড়ে) রাঁধুনি সুধা চায়ের কাপ উঠিয়ে নিতে আসে। উইংসের পাশে ঘনা উঁকিঝুকি মারে)।

গঙ্গাপদ—সুধাদি, এক কাপ করে চা হবে নাকি ?

জগদীশ—অবশ্য। সুধা—এদের······

সুধা—আমার হাঁড়িতে জল ফুটছেই, এক্ষুণি চা করে দিচ্ছি···

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুধা ভিতর থেকে চা করে এনে সবাইকে দিয়ে যায়—তার মধ্যে কথাবার্ত্তা শুরু হয়ে যায়)

সুশোভন—জগদীশদার সঙ্গে কি আমাদের আজকের পরিচয় ? সেই যখন কলেজে পড়ি, ছাত্র আন্দোলন করি তখন থেকে। গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, কোঅপারেটিভ চালু করা, গ্রামসভা গঠন, পার্টির কাজ-কাম, পূজা-কমিটি, স্কুল-কমিটি—সবেতেই জগদীশদা আমাদের সঙ্গী ও উৎসাহদাতার ভূমিকায়—। এখন না হয়…

সমাজপতি—আমরা কিছু পরে এখানে এসেছি—ভাল করে আলাপ হবার পরে জগদীশবাবুর বাড়ীতে এসে তাস দাবা ক্যারাম খেলা —তখন আমাদের ঘরে টিভি ছিল না, এখানে এসে টিভি দেখা —কত আসা যাওয়া…

১ম কর্মী—যেদিন টিভিতে খেলা থাকতো আমরা এসে দেখতাম— (২য়কে) তুইও তো আসতিস—মনে নেই ?

২য় কর্মী—খুব মনে আছে। সেই এইটিটুর ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা রাত করে এসে দেখে গেছি। তখন আমরা সবে কলেজে…

গঙ্গাপদ—আজও মনে পড়ে—এসেই বৌদিকে চা-চা করে জ্বালাতন করতাম—বৌদি হাসিমুখে আমাদের সব উপদ্রব সহ্য করতেন।

সুশোভন—ওঃ, সেদিনের দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। খবর এসেছে চন্দননগরে নৌকাডুবির, খবর কানে যেতেই শোকে বৌদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন—মেয়ে-জামাইয়ের কোন খবর পাওয়া গেলনা—বছর তিনেক পরে বৌদিও চলে গেলেন। নন্দিনী মেয়েটি লেখাপড়া গান বাজনায় একেবারে চৌকষ ছিল, এখনও এই নন্দিনী ভিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় রেডিও বা টিভিতে যখন রাগ সঙ্গীত শোনা যায়, মনে পড়ে যায় নন্দিনীর সে সময়ের গানের রেওয়াজের কথা—জগদীশদা এখনও গানের মধ্যে সেই স্মৃতিটি ধরে…

(ঘরের সকলে শৈল-নন্দার ছবি ও দেওয়ালের তানপুরার দিকে তাকায়। জগদীশ বেদনাভরা দৃষ্টিতে সবার দিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। সুধা প্রবেশ করে)

সুধা—আপনাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে ? কাপগুলো নিয়ে যাই ?

গঙ্গাপদ—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—নিয়ে যান (সুধা চায়ের কাপগুলো ট্রেতে উঠিয়ে নিয়ে যায়)।…থাক অন্য কথা। এখন আমরা কাজ শুরু করি। (কর্মী দুজনকে উদ্দেশ্য করে) য়্যাই, তোমরা মিটিং এর নোটিশটা ওদের সার্ভ করেছিলো তো ?

১ম কর্মী—হ্যাঁ—ডাকবো ? (গঙ্গাপদ অন্যদের দিকে তাকিয়ে সম্মতি নিয়ে—ইশারায় ডাকতে বলে। উঠে উইংসের পাশে গিয়ে) পরমাদেবী—পুরন্দরবাবু, আপনারা আসুন, এখানে সবাই অপেক্ষা করছেন। (ফিরে নিজের জায়গায় বসে)।

(পরমাকে সামনে করে পুরন্দরের প্রবেশ—পিছনে গণা ঘনা)

গঙ্গাপদ—(সোফা ছেড়ে চৌকির এক পাশে বসতে বসতে) আসুন, বসুন আপনারা ঐ আসন দুটিতে। (গণা ঘনাকে উদ্দেশ্য করে) তোমরা ভিতরে আসবে না—চলে যাও। (গণা ঘনা চলে যায়, কিন্তু বাইরে থেকে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে)

(পরমা একটি সোফায় বসে। পুরন্দর সোফায় না বসে চৌকিতে যথারীতি উবু হয়ে বসে—জগদীশ তার পিছনে প্রায় ঢাকা পড়ে যায়)।

২য় কর্মী—(১মকে কানে কানে) ছ্যাখ, কেমন এলোচুলে উনি এসেছেন (পরমাকে দেখিয়ে) ঠিক আজ সকালের টিভিতে দেখা মহামায়ার মত, হাতে ত্রিশূলটাই শুধু নেই।

১ম কর্মী (২য়র কানে কানে)—ত্রিশূল আছে—সুক্ষ্মদৃষ্টি থাকলে দেখতে পেতিস। (পুরন্দরকে দেখিয়ে) লোকটা কেমন অভদ্র অশিক্ষিত ছ্যাখ—অন্যের মুখের সামনে পেছন দিয়ে উবু হয়ে বসেছে !

গঙ্গাপদ—এবার কাজের কথা শুরু করা যাক—কি বলেন সুশোভনদা সমাজপতিদা ? (উভয়ের ঘাড় নেড়ে সমর্থন জ্ঞাপন)। দেখুন পরমাদি—আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্য আগেই জেনেছি—সে

নিয়ে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। এখন আপনি বলুন —আপনি ঠিক কি চান ?

পরমা—(এত লোকের মাঝে একটু নার্ভাস বোধ করে) দেখুন, আমার কিন্তু প্রেসার আছে…

সুশোভন—ঠিক আছে—আপনি উত্তেজিত না হয়ে যা বলার—বলুন।

পরমা—(কান্নার ভাব এনে—জগদীশের দিকে ইঙ্গিত করে) উনি আমাদের ঠকিয়েছেন—আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েও দলিল করে দিচ্ছেন না—টাকাও ফেরৎ দিচ্ছেন না…

গঙ্গাপদ—জগদীশদা, আপনি কিছু বলবেন ?

জগদীশ—দলিলে শর্তের কথায় আপত্তি জানিয়ে পরমা আমাকে বলেছে—আমি এ বাড়ী নেবোনা, আমি বাড়ী ছেড়ে দেবো, আপনি টাকাগুলো ফেরৎ দিয়ে দেবেন। আমি বলেছি—ঠিক আছে, কবে নাগাদ যাবে বোলো আমি সাতদিনের মধ্যে টাকা ফেরৎ দেবো—

গঙ্গাপদ—পরমাদি, আপনি কি বাড়ী ছেড়ে দেবেন বলেছেন ?

পরমা—(ইতস্ততঃ ভাব করে) হ্যাঁ, বলেছি—

সমাজপতি—আপনি ছেড়ে দেবেন বলেছেন, জগদীশবাবু টাকা ফেরৎ দেবেন বলেছেন—তা হলে গণ্ডগোলটা কিসের ?

পরমা—(একবার পুরন্দরের দিকে চেয়ে) আমরা কোথায় যাবো ? (কান্নার ভাব)।

পুরন্দর—(তেড়েফুড়ে দুহাত নেড়ে চেঁচিয়ে) না—না, না, না—বাড়ী আমরা ছাড়বো না, মামলা করে বাড়ীর দখল নেবো। আমাদের লোভ দেখিয়ে এনেছে, আমাদের অপমান করেছে—আমি ছাড়ব না…

গঙ্গাপদ—(রেগে) মামলাই যদি করবেন তবে আমাদের ডেকেছেন কেন—জোড়া-মানিক জোয়াদ্দার-সমাদ্দারের কাছে গেলেই পারতেন ! তাছাড়া জগদীশদাকে একা পেয়ে তার উপর

অত্যাচার করছেন কেন ?

পরমা— বাধা দিয়ে) ওনাকে কিছুই করা হয়নি—এসব ওনার শো ! (জগদীশ দুহাতে মুখ ঢাকল) ।

সুশোভন—না পরমাদেবী—জগদীশদা টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন না বলার মত আপনার এ কথাটাও সত্যি নয়। প্রতিবেশীরা রিপোর্ট দিয়েছে সবাই মিলে আপনারা জগদীশদার উপর গালাগালি জুলুম জবরদস্তি করে যাচ্ছেন। অত্যাচার চরমে না উঠলে কেউ কি নিজের বাড়ী ঘর ছেড়ে তিনদিন তিনরাত ধরে বাইরে বাইরে কাটায় ?

পুরন্দর—(নিরাশ হয়ে ও বেকায়দা বুঝে একলাকে চৌকি থেকে নেমে) চলো, চলো—এঁদের কাছে সুবিচার পাওয়া যাবে না—মামলাই হবে। (পরমা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়) ।

সুশোভন—(কঠিন স্বরে) বসুন আপনারা—ডেকে এনে আমাদের অপমান করার অধিকার আপনাদের কে দিল ? বসুন—কথা শেষ করুন।

(ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুজনে পূর্ববৎ বসে পড়ে) ।

গঙ্গাপদ—পরমাদি, স্পষ্ট বলুন তো, আপনি বাড়ী ছাড়তে চান—না মামলা করতে চান ?

পরমা—(কান্নার সুরে) আমি ছাড়তে চাই। এ বাড়ী অভিশপ্ত, এ বাড়ীতে আমার দিদি মারা গ্যাছে। যদি আমার স্বামী মামলা করে এ বাড়ী নেয়ও, আমি তার পরদিনই সুইসাইড করবো।

পুরন্দর—না—না, না, না। আমার টাকা—আমি টাকা দিয়েছি। আমি বাড়ী ছাড়বো না—টাকাও ফেরৎ নেব না। চুক্তিমত বাড়ীটাই শুধু চাই—

সমাজপতি—এ যে দেখি মূর্তিমান শাইলক—ওয়ান পাউণ্ড ফ্লেশ, নাথিং মোর—নাথিং লেস্।

পুরন্দর—(রেগে) কে আপনার শ্যালক ? আমাকে গালাগালি

দিচ্ছেন ? (উঠে দাঁড়ায়।)

সমাজপতি—শ্যালক নয়, শাইলক—সে আপনি বুঝবেন না। আপনি বসুন। (পুরন্দর বসে পড়ে) দেখুন, আপনারা দুজনে দুরকম বলবেন না। আচ্ছা, আমার নিজস্ব একটি প্রস্তাব আছে। আপনারা যদি নিঃশর্তে এই বাড়ী নিতে চান—তবে এ বাড়ীর বর্তমান দাম—যা এক থেকে দেড় লাখ টাকা হবে—দিতে রাজী আছেন ? যদি জগদীশবাবুও রাজী থাকেন—তিনি এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন।

পুরন্দর—(সঙ্গে সঙ্গে) না, অতটাকা আমি দিতে পারবো না।

সুশোভন—পরমাদেবী বলছেন—বাড়ী নেবেন না, মামলা করবেন না। পুরন্দরবাবু বলছেন—কোন শর্ত মানবেন না, বাড়ীর ন্যায্য দামও দিতে পারবেন না। এখন দুজনে একমত হয়ে বলুন—আপনারা কি করতে চান ? একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

পুরন্দর—(উঠে দাঁড়িয়ে) আমরা দুজনে একটু আলাদাভাবে আলোচনা করে নিয়ে—পরে বলছি।

সমাজপতি—অবশ্য, অবশ্য—তবে একটু তাড়াতাড়ি করুন, বেলা বাড়ছে।

(পুরন্দর পরমাকে ডেকে নিয়ে মঞ্চের সামনে ফুটলাইটের কাছে দাঁড়ায়। ওদিকে সমাজপতি বলে—'নিন জগদীশবাবু, আমরা দুজনে একটু ধূমপান করি, সুশোভন বাবু বা গঙ্গাপদবাবু এ রসে বঞ্চিত।' সবাই হাল্কা গল্পগুজব করতে কেউ খবরের কাগজ দেখতে থাকে)।

পুরন্দর—(পরমাকে) দ্যাখো, অবস্থা বিশেষ সুবিধের বোধ হচ্ছে না।

পরমা—আমি আগেই বলেছিলাম, চলো টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ী ছেড়ে দি। তা শুনলে না। তোমার জন্যই যত···

পুরন্দর—আমার জন্য নয়, তোমার জন্য। তুমিই উল্টো পাল্টা বলে

সব গণ্ডগোল করলে।

পরমা—কত আর মিথ্যা দিয়ে সত্যিকে ঢাকবো! সত্য প্রকাশ পাবেই। তুমি যেমন শেখাচ্ছো তেমনই তো বলছি।

পুরন্দর—ঠিকমত বলতে পারলে মিথ্যাই সত্যি হয়। যাক্, আমার মাথায় একটা নতুন উপায় এসেছে। তুমি বলবে পঁচিশ হাজার —না, ত্রিশ হাজার—হ্যাঁ, ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিলে আমরা যখন বলবেন বাড়ী ছেড়ে দেবো।

পরমা—না-না—এ হয় না, জামাইবাবুর কাছে আমি ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবো না, মরে গেলেও না। আত্মীয়স্বজনকে মুখ দেখাতে পারবো না। লোকে কি বলবে—নিজের ভগ্নীপতির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া—ছিঃ!

পুরন্দর—আর ছি-ছি করে কাজ নেই, এখন যা বলছি তাই করো। এটা এখন আমার প্রেষ্টীজের প্রশ্ন—বাড়ী কিনেছি বলে সে বাড়ী ছেড়ে যেতে হলে আমি মুখ দেখাবো কি করে? তবু কিছু টাকা আদায় করলে (স্বগত—আসলে বাণিজ্য করা) মোটামুটি সম্মান থাকে।

পরমা—টাকা পেলেই অসম্মান—'সম্মান' হয়ে যাবে?

পুরন্দর—হ্যাঁ, যাবে—ত্নুনিয়ায় টাকাই সব—টাকায় রোগ সারে, টাকায় বাপের শ্রাদ্ধ হয়, টাকায় কি না হয়? তাছাড়া এটা একটা বড় চাল—মিঃ জগদীশ এত টাকা দিতেও পারবে না— আমরাও দলিল না নিয়ে ছাড়বো না।

পরমা—(যুক্তি মেনে নিয়ে—স্বামীগর্বে মুচকি হেসে) তোমার মাথায় এত বুদ্ধিও খেলে—সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না —সত্যি—!

পুরন্দর—এখন চলো, গিয়ে বলবে—আমাদের ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে—আশাভঙ্গ, মনের কষ্ট এই সব কারণে।

(দুজনে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে এল)

গঙ্গাপদ—এবার বলুন আপনারা—কি ঠিক করলেন?

পরমা—(পুরন্দরের মুখের দিকে তাকায়, পুরন্দর ট্যারা চোখে ইশারা করে, পরমা দম দেওয়া পুতুলের মত বলে যায়) আমাদের ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিলে আমরা বাড়ী ছেড়ে দেবো।

(সকলে চমকে ওঠে—কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না। পরে—)

গঙ্গাপদ—জগদীশদা—এবার আপনি বলুন।

(সকলের দৃষ্টি জগদীশের দিকে, একমাত্র পুরন্দর ছাড়া, কারণ সে তার দিকে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসেছে)।

জগদীশ—(আশ্চর্য্য হয়ে) কি হিসেবে এই ক্ষতিপূরণ চাওয়া হচ্ছে জানতে পারি কি?

সমাজপতি—ঠিক কথা—আমিও তাই ভাবছিলাম। আর ঠিক ত্রিশ হাজার টাকা কেন—পাঁচ দশ বা কুড়ি হাজার নয় কেন?

পরমা—(অম্লান বদনে) আমাদের আশাভঙ্গ হয়েছে, মনে আঘাত লেগেছে···

পুরন্দর—(যোগান দেয়) বাড়ী ছাড়লে আত্মীয় স্বজনদের কাছে হেয় হতে হবে, মান-সম্মান যাবে, ভাড়া বাড়ীর জন্য বহু টাকা সেলামী দিতে হবে. এসেছি খরচ করে যেতেও অনেক খরচ লরীভাড়া ইত্যাদি—সব মিলিয়ে ঐ ত্রিশ হাজারই দিতে হবে—এক পয়সা কম হলে চলবে না। হ্যাঃ! (পুরন্দর যা-যা বলে পরমা তাই আউড়ে যায়)

(আবার সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চায়—শেষে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে জগদীশের উপর)

গঙ্গাপদ—শুনলেন তো—এখন আপনি বলুন, জগদীশদা।

জগদীশ—(বেদনাভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শৈলর ছবির দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্থির কণ্ঠে গুণে গুণে কটি কথা বলে—) আমার স্বর্গীয়া পত্নী শৈলজার নিজের বোন পরমা যখন এত লোকের সামনে তার ভগ্নীপতির কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে

পারল—আমি ত্রিশ হাজার টাকাই দিতে রাজী। তবে এরসঙ্গে দুটি জিনিষ চাই—ওরা লেখাপড়া করে বায়না খারিজ করে দেবে, আর এক মাসের মধ্যে বাড়ী খালি করে চলে যাবে।

(শুনতে শুনতে পরমার মুখ প্রথমে আনন্দে উজ্জ্বল পরে অপমানে কালো হয়ে ওঠে)।

সুশোভন—ব্যস্. তাহলে তো মিটেই গেল। তবে ঐ কথাই রইল—পরমাদেবী লেখাপড়া করে বায়না খারিজ করে দেবেন এবং আজ মহালয়া, একমাস অর্থাৎ সামনের দেওয়ালী-ভাইফোঁটার মধ্যে সপরিবারে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। জগদীশদা আগের পঁচিশ হাজার ক্ষতিপূরণের ত্রিশ হাজার—মোট পঞ্চান্ন হাজার টাকা গ্রামসভার অফিসে জমা দেবেন—একমাস পরে সব কাজ সম্পন্ন হলে পরমাদেবী গ্রামসভার কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে যাবেন। সভা তবে এখানেই শেষ হোক—

পুরন্দর—(উঠে দাঁড়িয়ে মহানন্দে দেঁতো হেসে) এই তো হয়ে গেল, আমাদের মনেও আর কোন দুঃখ রইল না। (স্বগত—লোকটা এক কথায় এতগুলো টাকা দিতে রাজী হয়ে গেল! আমার চালে কোন ভুল হয়ে গেল নাকি ?) বুইলেন না, আমরাও ভদ্রলোক, এককথার মানুষ। জানি, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে এভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা ঠিক নয়, লোকে আমাদের চামার বলবে—কিন্তু কি করবো বলুন, নেহাৎ বাধ্য হয়েই···। (স্বগত—আসলে মামলা করে বড় একটা রিস্ক নেবার ক্ষমতা আমার নেই বলেই)। আপনারা আমার অনেক উপকার করলেন, গরীবের প্রতি বড় সুবিচার করলেন। দাদারা আপনারা যাবেন না, আপনাদের চা খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। (পরমাকে) অমন হাঁ করে বসে আছো কেন—চলো, চলো, দাদাদের চা খাওয়াতে হবে—দাদারা আমাদের কতো উপকার করলেন! ধন্যবাদ, দাদারা, চা না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। চলো, চলো···

(পরমা উঠে দাঁড়ায় ও দুজনে বিজয়ীর গর্বে প্রস্থান করে)

গঙ্গাপদ—(পুরন্দর-পরমা চলে যেতেই বেশ অভিমানভরে) এ আপনি কি করলেন জগ-দা, এককথায় ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। তাও আবার এতগুলো টাকা! আমরা ধমকে ভয় দেখিয়ে ওদের প্রায় কাবু করে এনেছিলাম—শুধু দেয়া টাকা ফেরৎ নিয়ে পালাতে পথ পেতোনা। মামলা করার সাধ ওদের ঘুচিয়ে দিতাম। দেখলেন সুশোভনদা—সমাজপতিদা, বৌদির বোনটিও তেমন সুবিধের নয়—কেমন নির্বিবাদে সকলের সামনে ক্ষতিপূরণ চাইল ?

সমাজপতি—ঠিক বলেছেন গঙ্গাপদবাবু—এ যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল, অথচ রূপে, গন্ধে, বর্ণে, চেহারায় সম্পূর্ণ আলাদা। এমনটা হতে পারে শুধু ভিন্ন পরিবেশ গুণে আর সঙ্গদোষে। জগদীশ-বাবু কিন্তু ভুল করলেন—ব্যাপারটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিতেন—আমরা তখন ওটাকে পাঁচ-দশ হাজারে নামিয়ে আনতাম চাপ দিয়ে। আপনি বড্ড তড়িঘড়ি রাজী হয়ে গেলেন, অনেকটা 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' যেন···

সুশোভন—হ্যাঁ, এইটাই আসল কথা। আমি জগদীশদার মনের ভাব বুঝতে পারছি—উনি চাইছেন, দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল। ক্ষতিপূরণ ত্রিশ হাজার টাকা কিম্বা ত্রিশ টাকা সেটা বড় কথা নয়—এ হল নীতির প্রশ্ন—ত্রিশ পয়সা দিলেও তো দেওয়া হল। জগদীশদা যে কিছু কমাবার চেষ্টা না করে এককথায় রাজী হয়ে গেলেন এতে ওঁর মনোভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উনি যে চাঁদির জুতোটি মারলেন তাতে ওদের, বিশেষ করে পরমা দেবীর, মান-সম্মান বলে আর কিছু রইল না। ভাগ্যিস আমি ওদের ঘরে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে আসিনি—এলে এখন ওয়াক্ তুলে সব বের করে দিতে হত। বড় জঘন্য এরা···

গঙ্গাপদ—আমার কিন্তু ওদের দেওয়া চাটুকুও খেতে ইচ্ছে করছে না। চলুন, ওরা এখন নিজেদের ঘরে আনন্দে আলোচনায় মশগুল আছে, এই ফাঁকে সরে পড়ি। একবার তো চা খেয়েছি।

সুশোভন—হ্যাঁ, তাই চলুন। জগদীশদা, আমরা চলি তাহলে। আশা করি এরপর থেকে আপনি নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে নিজের বাড়ীতে বাস করতে পারবেন। চলি···(উঠে দাঁড়ায়)

সমাজপতি—(উঠে দাঁড়িয়ে) চলি জগদীশবাবু···

গঙ্গাপদ—চলি জগদা—যদি ওরা ফের কোন—আশা করি সে সাহস আর পাবে না। (কর্মী দুজনকে) চলো হে তোমরা—

১ম কর্মী—(মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে) চা না খেয়েই—

জগদীশ—(উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে এগিয়ে দিতে দিতে) সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ—অসংখ্য ধন্যবাদ··· (অন্যসকলের প্রস্থান)

২য় কর্মী—(যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে) এতক্ষণ সব গুরুগম্ভীর আলোচনা হোলো—একটু হাসতে না পেরে পেট ফুলে একেবারে ঢোল! আমি একটা হাল্কা কথা বলি—আপনারা হাসবেন না যেন। (পুরন্দরের কায়দায় চোখদুটো ট্যারা করে একহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওদের ঘর নির্দেশ করে) লোকটা শুধু চামার নয়—রীতিমত মহাখচ্চর! যাই, একমাসের মধ্যে বাড়ী না ছাড়লে আবার আসতে হবে। আপনারাও একটু লক্ষ্য রাখবেন। আচ্ছা চলি—টা-টা-বাই-বাই (সঙ্গীদের ধরতে জোকারের ভঙ্গীতে দ্রুত প্রস্থান)।

মঞ্চের পর্দা নেমে আসবে।

দৃশ্যান্তর

(নেপথ্যে মহালয়ার সুর বেজে চলবে। পুরন্দর পরিবারের শোবার ঘর। নতুন বৌ চন্দনা ঘরে একা ছিল—মঞ্চের পর্দা উঠতে দেখা যাবে পুরন্দর পরমা গণা ঘনা হাসি মুখে ঘরে ঢুকছে)

পুরন্দর—এই যে বৌমা, কয়েক কাপ চায়ের জল বসাও তো, ওঁদের চা খাওয়াতে হবে, আমরাও একটু খাবো। য়্যাঃ! (চন্দনার প্রস্থান। চৌকির উপর উবু হয়ে আয়েস করে বসতে বসতে আত্মপ্রসাদের সুরে) কেমন, দেখলে তো সবাই, একসঙ্গে ত্রিশ হাজার টাকা আদায় হয়ে গেল। য়্যাঃ!

গণা—সত্যি, মেসো যে এককথায় এতগুলো টাকা দিতে রাজী হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি।

পরমা—আমিও। তোদের বাবা যখন হঠাৎই ক্ষতিপূরণ চাইতে বলল, এতগুলো টাকা দেওয়া অসম্ভব ভেবেই আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম। পরে দেখলাম জামাইবাবু সুড়সুড় করে রাজী হয়ে গেল···

ঘনা—ওঃ, মা আজ সত্যি সত্যি অসুর বধ করেছে—ঠিক যেন আজকে সকালে টিভিতে দেখা মা দুর্গার অসুর বধের মত—মাকে এখন দেখাচ্ছেও যেন মহামায়ার মত, হাতে শুধু ত্রিশূল-টাই নেই। ত্রিশূল আর ত্রিশ হাজার কেমন মিলে গ্যাছে, তাই না বাবা?

পুরন্দর—(গর্বে হাঁটু দোলাতে দোলাতে) এ সবের মূলে আমি। কেমন চট্ করে মাথায় বুদ্ধিটা এসে গেল—আর সেই বুদ্ধির প্যাঁচেই মিঃ জগদীশ একেবারে কুপোকাৎ। এমন আটঘাট

বেঁধেছিলাম যে তার আর পালাবার উপায় ছিল না। অতএব সব ক্রেডিট আমার—আমার—

ঘনা—হ্যাঁ বাবা, তোমার বুদ্ধিতেই সব হল। আমি কাল থেকেই পাড়ায়, কাছে দূরে সব আত্মীয়দের গিয়ে বলবো…

গণা—(আত্মীয়দের কথা কানে যেতেই বিবেক জেগে ওঠে) গিয়ে কি বলবি? বলবি—আমরা মেসোর কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি? নিকট আত্মীয়কে কুইজ (স্কুইজ) করে টাকা আদায় করেছি শুনে সকলে ধন্য ধন্য করবে! সকলের কাছে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে! আমি বলে দিচ্ছি এজন্য লোকে আমাদের গায়ে থুথু দেবে।

পুরন্দর—(উত্তেজিত হয়ে) য়্যাই চোপ! (স্বগত—এ হারামজাদা যেন যাত্রাদলের বিবেক!) থুথু দেয়, আমাকে দেবে—তোর কিরে হারামজাদা? য়্যাঃ!

পরমা—(মোড়ায় বসে) কথাটা কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল, আপত্তিও করেছিলাম। তুমি শুনলেনা, আমাকে দিয়ে জোর করে এক ঘর লোকের সামনে ক্ষতিপূরণ চাওয়ালে। তোমার আর কি—তোমার গায়ে তো গণ্ডারের চামড়া। এদিকে আমরা পাড়া, আত্মীয়স্বজন কোথাও মুখ দেখাতে পারবো না। সবাই বলবে—পরমা তার জামাইবাবুর কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে…

পুরন্দর—(ক্ষেপে গিয়ে) যাদের গায়ে মানুষের চামড়া আছে তারা সব চলে যাও আমার বাড়ী থেকে। আমি কাউকে চাই না, কাউকে চিনি না—চাই শুধু টাকা, চিনি শুধু অর্থ! হ্যাঃ!

গণা—এখনও আমার বাড়ী বলছো—তোমার লজ্জা করে না? ত্রিশ দিন পরে মেসো যেদিন ত্রিশ ঘা চাঁদির জুতো মেরে বাড়ী থেকে তাড়াবে—তখনও বোলো 'আমার বাড়ী'! একমাস পরে নিজে কোথায় যাবে তাই ছাখো।

পুরন্দর—চাঁদির জুতো মারে—আমাকে মারবে। কোথায় যাবো সেও আমি ভাববো। এখন তুই তোর পথ ছ্যাখ, আমি আর তোকে রাখবো না—হ্যাঃ!

গণা—তা রাখবে কেন? এখন তো আর গণার হাতের মার্সেল (মাস্‌ল্) দেখাবার দরকার নাই। কালই আমি তোমার খাবারে পেচ্ছাব করে দিয়ে চলে যাব বৌ নিয়ে—খাই না খাই, গাছতলায় বা ফুটপাতে পড়ে থাকতে হয় থাকবো—তবু এমন চামার বাপের সংসারে আর এক দিনও না—(রেগে প্রস্থান)।

পুরন্দর—যা, সব চলে যা, আমার কাউকে দরকার নেই। য়্যাই ঘনা যা ছ্যাখ, চা হয়েছে কিনা। হয়ে থাকলে ওনাদের ডেকে নিয়ে আয় এই ঘরে—না—না—ঐ ঘরে, আমার শোবার ঘরে, তারপর চা নিয়ে আসবি (ঘনার প্রস্থান)। (উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে) কতো বুদ্ধি করে ত্রিশ হাজার টাকার বাণিজ্য করলাম—এখন ঘরের লোকই আমার দোষ ধরছে! কোথায় একটু আনন্দ করবে তা নয়, একেবারে মেজাজটাই খিঁচড়ে দিচ্ছে! আঃ! যাই, ওঁদের একটু আপ্যায়ন···

ঘনা—(হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে) ও বাবা, চা হয়ে গেছে—কিন্তু দেখে এলাম গ্রামসভার সবাই চলে গেছে, মেসোও ঘরে নেই—এখন চা খাওয়াবে কাকে?

পুরন্দর—য়্যাঁ, চলে গেছে—আমাকে না বলেই! (চৌকিতে আবার বসে পড়ল নিশ্চয়ই মিঃ জগদীশের কারসাজি—প্রতি পদে আমাকে অপদস্থ করা, বেইজ্জত করা—লোকের সামনে নিজেকে মহান, উদার বলে জাহির করা—আঃ!

চন্দনা—(প্রবেশ করে) বাবা, এই যে আপনার চা (পুরন্দরকে চা দিল। পরে পরমাকে) মা, ও বলছিলো, আমাদের জিনিষ পত্তর সব গুছিয়ে নিতে, কালই অন্য জায়গায় নাকি যেতে হবে।

পরমা—(উদাস কণ্ঠে) সেই ভালো বৌমা, তোমার শ্বশুরের সংস্পর্শ

থেকে যত দূরে থাকতে পারো ততই মঙ্গল। আমার তো আর কোন উপায় নেই (দীর্ঘশ্বাস)··

পুরন্দর—হ্যাঁ, যাক্, সব চলে যাক। য়্যাঃ, চা খেয়ে মুখটা যেন তেত হয়ে গেল।

ঘনা—(আদরে পুরন্দরের গলা জড়িয়ে) সবাই চলে গ্যালেও এই ক্যাবলা ঘনা তোমার সঙ্গে আছে, তুমি কিছু ভেবোনা বাবা।

(বাপ-ব্যাটা মনের সুখে দাঁত বের করে হাসে, পরমা গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, চন্দনা আঙুলে শাড়ীর আঁচল জড়াতে থাকে—পর্দা নামে)।

বিংশ (শেষ) দৃশ্য

দেওয়ালীর দিন বেলা প্রায় বারোটা। মিউজিক—দোষ কারো নয় গো মা—গানের সুর শোনা যাবে। পুরন্দর পরিবারের শোবার ঘর। স্নানের আগের প্রস্তুতিতে পরমা একা ঘরের মধ্যে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে রান্না ঘরে গিয়ে রান্না দেখে আসছে। এরই মধ্যে কখনও দুঃখের গান (হিন্দি সিনেমার) গাইছে, কখনও নিজের মনে বক্‌বক্ করছে—হাসছে—প্রায় অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থা।

পরমা—(একটুখানি গান) যায়ে তো যা-য়ে কাঁহা···। (একটু পরে গান থামিয়ে) কত সহজে মেজদির নাম করে বাড়ীটা পাওয়া যাচ্ছিল, বেশ আটঘাট বেঁধেই নামা হয়েছিল—কিন্তু একটু ধৈর্য্যের অভাবে মানুষটা সব গোলমাল করে দিল ··। হি-হি-হি—সেদিন জামাইবাবুকে যখন সবাই মিলে ঘিরে ধরেছিলাম—লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়েই গ্যালো—ভয়ও পায়—হি-হি-হি।···যায়ে তো যায়ে কাঁহা···। জামাইবাবু লোকটাও

শয়তান আছে, আমার মত ভালো মেয়েকে ঠকালো, বাড়ীটা দেবে বলেও দিলো না। (গলা উঁচু করে উদ্দেশ্যে) শুনছেন, আপনি এ বাড়ী নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবেন না, জীবনে সুখ পাবেন না, ভূমিকম্পে একদিন এবাড়ী হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। যায়ে তো যায়ে কাঁহা । আহা কি একখানা বাড়ীই করেছে! (মাটিতে লাথি মেরে) ইচ্ছে হয় লাথি মেরে গুড়িয়ে দিই—পা ভাঙে—ভাঙবে·····

(শাড়ীর আঁচলে রান্নার ভিজে হাত মুছতে মুছতে সুধার প্রবেশ)

সুধা—দিদিমণি, কর্ত্তাবাবুকে কিছু বলছিলেন কি? তিনি ঘরে নেইকো।

পরমা—নেই নাকি—অ!···আচ্ছা শোনো, আমি একটা রান্না করা তরকারি দিচ্ছি জামাইবাবুকে খেতে দিও।

সুধা—না দিদিমণি, আমি নিতে পারবো নি—কর্ত্তাবাবু এলে তেনাকে দেবেন। পেথমে যখন সম্পর্ক ভালো ছেলো তখন ওঘরের রান্না আপনারে দেছি, আপনার ঘরের রান্নাও আপনি দেছেন। কিন্তু মাঝখানে যা সব হল, সেদিন যা সব কথাবার্ত্তা বললেন শুনেছি তো। এখন আর বিশ্বেস নেই, যদি খাবারে কিছু মিশিয়ে দেন—

পরমা—ওমা, এ যে দেখি মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশি! আমি তার আপনজন নই, তুমিই হলে বেশি আপন? এ্যাতোই যদি দরদ, তবে এক কাজ করো! আর মাত্র দুদিন পরে আমরা চলে গেলে এতবড় বাড়ী একদম খালি হয়ে যাবে। তখন তুমি তোমার কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে এই বাড়ীতেই আনন্দে সংসার পেতো, জামাইবাবু ঘরে একজন মেয়েমানুষ পেলে বেশ খুসিই হবে···

সুধা—ছি-ছি-দিদিমণি, আপনার মুখে এমন কথা! এতদিন ভাবতাম আপনার কর্ত্তাটিই শুধু দুর্মুখ, সব সময় যা—তা বলে ছোট-লোকদের ভাষায়। আপনিও! এতে যে আপনার দিদিকেও

অপমান করা হল। (কেঁদে) আজ কত বছর সোয়ামী আমাকে ছ্যাখেনা, আমি কষ্ট করে ছেলে মেয়ে ছুটিকে মানুষ করছি। এতদিন কোন পুরুষমানুষ যে কথা আমারে বলতে সাহস পায়নি —আপনি তাই বললেন মেয়ে মানুষ হয়ে—(চোখ মুছতে মুছতে প্রস্থান)।

পরমা—আ-হা-হা—ন্যাকা! যাকগে, যাই দেখি রান্নাটা আবার—কি হবে—সারাজীবনই তো রান্না করলাম একটা অমানুষের সংসারে এসে—। নাঃ যাই, দেখেই আসি। যায়ে তো যায়ে কাঁহা—(গাইতে গাইতে প্রস্থান)।

(বাইরের পোষাক পরা পুরন্দর এসে ঘরে ঢোকে। জামা খুলে লুঙ্গি পরতে পরতে ও পরে চৌকিতে উবু হয়ে বসতে বসতে নিজের মনে)

পুরন্দর—য়্যাঃ! শালা পায়ের জুতোর সুকতলা অবধি ক্ষয়ে গেল ঘুরে ঘুরে—প্রায় একমাস ধরে খুঁজেও একটা সস্তায় বাড়ী ভাড়া করতে পারলাম না। আবার শুধু ভাড়াই যে বেশী তাই নয়—দশ পনেরো হাজার সেলামীও চায়। এক পয়সা সেলামী দিতে রাজী নই। দরকার হলে টালির চালাঘরে যাবো, বস্তিতে বাস করবো—তবু ঐ টাকা থেকে একটা টাকাও আমি বের করবো না। আঃ! য়্যাই ঘনা, ঘনা—নাঃ, হারামজাদাটা সারাদিন কোথায় আড্ডা মেরে বেড়ায়! বড়টা তো বৌ নিয়ে কেটে পড়েছে—যাক, আমার খরচ বেঁচেছে। এখন এই বেকারটা কবে ঘাড় থেকে নামবে কে জানে! য়্যাঃ। য়্যাই শুনছো, কোথায়—

(পরমা চুপচাপ ঘরে ঢুকে একপাশে প্রায় পিছন ফিরে দাঁড়ায়)

এই যে—তুমিও আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাড়ীভাড়া খুঁজতে বের হও। আমরা একমাস ধরে চেষ্টা করেও কিছু করে উঠতে পারলাম না। দায় কি শুধু একা আমার? তা ছাড়া সুন্দর

মুখের জয় সর্বত্র, তুমি গেলে—

পরমা— ফোঁস করে) থাক আর ভাঁড়ামী করতে হবে না—ঢের হয়েছে। আমি ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি—আর আমি কিছু পারবো না, কিছু করবোও না। তুমি কর্ত্তা—সব দায় তোমার। যেদিন গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে বলবে—দাঁড়াবো।

পুরন্দর—আহা, রাগ কর কেন? একমাস হল এমন রাগ পুষে রেখেছো যে কারো সঙ্গে কথা বলো না, কারো সঙ্গে মেশো না। এই তো এত বড়ো দুর্গাপূজা গেল—একবারো অঞ্জলি দিতে বা আরতি দেখতে কিম্বা ঠাকুর দেখতে গ্যালে না—

পরমা—(ঝংকার দিয়ে) ক্যানো যাবো? এই পোড়া মুখ দেখাতে? তুমিই বলেছিলে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। আগুনে যে মুখও পোড়ে তা জানো না? পূজো-আরতি দেখতে যাবো আর পাড়ার বৌ-ঝিরা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসাহাসি করবে, বলবে—ঐ যে মুখপুড়ী এসেছে। কোন দরকার নেই আমার। তোমার তো দুকান কাটা—তুমি যাও সবার সামনে। আমি চললাম রান্নাঘরে—আমার কাজ আছে। (প্রস্থান)

পুরন্দর—নাঃ, দেখি কোন কথাই শোনে না। আমার হয়েছে যত জ্বালা। আঃ, ঐ মিঃ জগদীশ লোকটা কি ভয়ানক ধরিবাজ—নানা কায়দা করে আমার হাতের মুঠো থেকে বাড়ীটা ঠিক বের করে নিল। আঃ, যদি মামলা করতে পারতাম—দু' তিনটে উকিলের নোটিশও দিলাম—কিন্তু মামলা করতে সাহস হল না—যদি মামলায় হেরে যাই—অতগুলো টাকা সব চোট্ হয়ে যাবে। আঃ, এখন আমি কি করি!

ঘনা—(প্রবেশ করে) ও বাবা, এক মাস হতে আর মাত্র দুদিন বাকি—এখনও একটা বাসা ঠিক হল না! ওদিকে গ্রামসভা থেকে খবর দিয়ে গ্যাছে মেসো সব টাকা জমা দিয়েছে। এখন দুদিনের

মধ্যে না গ্যালে সবাই মিলে গলাধাক্কা দিয়ে এ বাড়ী থেকে বার করে দেবে—

পুরন্দর—(রেগে) আমার কাছে কাঁদুনি গাইছিস ক্যানো—আমি কি চেষ্টা করছিনা ? তুই উপযুক্ত ছেলে, পারিস না একটা বাসা ঠিক করতে ? শুধু খেতে পারিস ?

ঘনা—আমাকে কেউ পাত্তাই দেয় না। বলে—তোমাদের বাড়ী ভাড়া দেবো না—শেষে কি জগদীশবাবুর মত ক্ষতিপূরণ দেবো ? জানো বাবা, পাড়ার আড্ডায়, চায়ের দোকানে সবাই আমাদের কথা আলোচনা করে।

পুরন্দর—লোকের কথায় আমার বয়েই গ্যাছে। গণা চলে গ্যালো, এখন তুই যদি একটা কাজের যোগাড় করে চলে যেতিস, আমি বাঁচতাম। তোর কেবল রোজ একটা করে দরখাস্ত পাঠানোই সার !

ঘনা—এ বাজারে চাকরি পাওয়া সম্ভব না—বিশেষ করে হাতের কাজ জানা না থাকলে। ও বাবা, তুমি যে ত্রিশ হাজার টাকা পাচ্ছো আমাকে তা থেকে পনেরো হাজার টাকা দাও—আমি একটা বিজিনেস করবো। দাও না বাবা।

পুরন্দর—ও টাকা আমার বুদ্ধিতে আদায় হচ্ছে—ও টাকা আমার—তার থেকে এক পয়সাও আমি কাউকে দেবো না। তুই করবি বিজিনেস ! যা, রাস্তায় গিয়ে তেলেভাজার দোকান দে। না হয় রিক্সা টান গিয়ে ! (পরমার প্রবেশ)

ঘনা—দাও তবে একটা রিক্সাই কিনে দাও।

পুরন্দর—কিনতে হবে কেন ? ভাড়া নিবি—ভাড়া।

পরমা—আমার রান্না হয়ে গেছে—আমি চান করতে যাচ্ছি।

ঘনা—ও মা, দ্যাখো, বাবার কাছে বিজিনেসের জন্য টাকা চাইছি দিচ্ছে না। এদিকে হাতে মাত্র দুদিন আছে অথচ এখনও একটা বাসা ঠিক হল না।

পরমা—(বিরক্ত হয়ে) আমাকে বলছিস কেন। বল তোদের বাপকে —তোদের গার্জেনকে।

পুরন্দর—(খেঁকিয়ে) তোমার জন্যই তো আজ এই অবস্থা। তুমিই তো আমাদের এখানে এনেছো…

পরমা—সেও তোমার বুদ্ধি পরামর্শে। আর সে কথাই যদি বলো— আমি ক্ষতিপূরণ…

পুরন্দর—(দু হাত নেড়ে) শুধু ক্ষতিপূরণ বললেই হবে? এই যে তোমার পেয়ারের জামাইবাবুটি আদর করে ডেকে এনে কায়দা করে উচ্ছেদ করছে—তাকে কথা শোনাতে পারোনা, তার চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার…

পরমা—কথা শোনাই কিনা তোমরা জানবে কি করে? খুব যে বুদ্ধির বড়াই করতে—বেশি বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে বনমালীবাবুর মেয়ের কাছে মুখে ঝামাঘষা খেলে, নিজের বোন ললিতা বুড়ো আঙুল দ্যাখালো, আর এখানে এসে নিজের কান কাটা গেল আর আমার মুখ পুড়লো। শুধু কথা শুনিয়ে কি হবে?

ঘনা—ও বাবা, শুধু ঘরে কথা শুনিয়ে কি হবে? আমি সারা গ্রামে মেসোর নামে গু ছিটিয়ে বেড়াচ্ছি—চলে যাবো ঠিকই কিন্তু মেসোও চারদিকের দুর্গন্ধে টিকতে পারবে না।

পরমা—হ্যাঁ, সারাদিন ও-ই করো দুই বাপ-বেটায় মিলে—এদিকে আর দুদিন বাদে গ্রামসভা থেকে লোক এসে যে গলা ধাক্কা দেবে সে খেয়াল আছে?

ঘনা—সত্যি বাবা—আর যে সময় হাতে নেই… আচ্ছা বাবা, আমি একটা কথা বলবো? যদ্দিন কোন উপায় না হচ্ছে—আমরা মামাবাড়ীতে গিয়ে থাকলে হয় না?

পুরন্দর—(চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে) দি আইডিয়া—আমার মাথায় প্ল্যান এসে গ্যাছে—জিতা রহো বেটা—(ঘনা বোকার মত তাকিয়ে থাকে)।

পরমা—(আশ্চর্য্য হয়ে) এমন করে লাফিয়ে উঠলে যে! মেজদির বাড়ী থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে এবার দাদার ঘাড়ে ভর করার মতলব করছো নাকি?

পুরন্দর—ভর করবো ক্যানো, নিজেদের অধিকারে যাবো, য়্যাঃ।

পরমা—(বিভ্রান্ত হয়ে) তার মানে! কিসের অধিকার?

পুরন্দর—আইনের অধিকার। আইন অনুসারে মেয়েরা বাপের সম্পত্তির অংশ পায়। চার ভাই-বোন হিসেবে শৈলেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের মালিক তুমি। সেদিন গোপালবাবু বলছিলো শুনেছো না—বাড়ীর অর্ধাংশ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করছে? আমরা গিয়ে বাড়ীর একটা অংশ দখল করবো—ব্যস্, হয়ে গেল।

পরমা—(আকুলভাবে) সব গিয়ে শুধু বাপের বাড়ীটাই ছিল—সেখানেও মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না!

পুরন্দর—(হুকুমের সুরে) না, থাকবে না—এবার আমরা শ্রীপুরেই যাবো। যদি বাড়ীর অংশ না দিতে চায়—তবে পঁচিশ হাজার টাকা দিক।

ঘনা—(মহানন্দে নেচে) ওঃ, বাবার কি বুদ্ধি। বাবার বুদ্ধিতে এখানে ত্রিশ হাজার, মামা বাড়ীতে পঁচিশ হাজার—যোগ করে ইক্তিকয়্যালটু (ইজ্ব ইকোয়্যাল টু) পঞ্চান্ন হাজার টাকা মুফতে। আমরা রাজা হয়ে যাবো। ও বাবা, বুদ্ধিটা কিন্তু আমার—

পুরন্দর—(সস্নেহে) চোপরও হারামজাদা। তুই শুধু মামাবাড়ী বেড়াতে যাবার কথাই বলেছিস—আমি যাবো দখল নিতে বা পরিবর্তে অংশের টাকা আদায় করতে। (মনের আনন্দে গৌরাঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্য) নাকের বদলে নরুন পাবো—তাক্ ডুমা-ডুম ডুম্, নরুন্ দিয়ে গড়বো নোলক—তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্, চলো, চলো শ্রীপুর চলো—তাক্ ডুমাডুম ডুম্।

(বাপ বেটা আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। পরমা বিস্ময়ে রাগে

দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে নৃত্যরত পুরন্দরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে)

যবনিকা নেমে আসে।
